লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ৭ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১ মহররম, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ ইখা, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ অক্টোবর, ২০১৫ ঈসাব্দ

গত ১৪ আগষ্ট, ২০১৫ ইং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার হীরক জয়ন্তির স্মারক হিসাবে রংপুর জেলার মাহিগঞ্জে নির্মিত “মসজিদে আফিয়্যাত”-এর শুভ উদ্বোধন করেন মোহতরম মোবাশশের-উর-রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

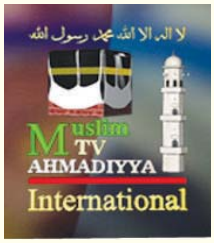

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

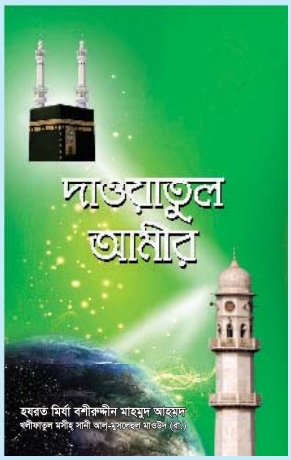

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)।**

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

বায়তুল্লাহ্ ও মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য

পবিত্র ক্বাবাগৃহ জগতের জাতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সমাবেশ-স্থলে পরিণত হবে, আর সব জাতি থেকে এমন ব্যক্তিবর্গ এখানে জমায়েত হতে থাকবেন, যারা হলেন আধ্যাত্মিক-ময়দানের সিংহপুরুষ। বীরদর্পে সুদৃঢ়ভাবে পদচারণাকারী সিংহপুরুষদের এটি হবে সমাবেশ-স্থল। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, ***বায়তুল্লাহ্,*** এই অর্থে সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী আকরাম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে 'মুবারাকুন' কক্ষণও হয় নাই। জগতের জাতি সমূহের হৃদয়ে মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে কাবাগৃহের, তথা বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা এমনভাবে কখনও জাগ্রত হয় নাই যে, লোকজন এর প্রতি আকর্ষিত হয়ে ছুটে চলে আসবে। আবার পবিত্র কাবায় এমন কোন উপকরণ-সামগ্রীও ছিল না যে জগতের জাতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সেখানে এসে উপনীত হলেও তাদের অন্তরে তা স্বস্তির কারণে পরিণত হবে।

মহানবী (সা.) এর আগমনের পর দুনিয়ার চিত্র ওই অবস্থা থেকে পাল্টে যায়। বিশ্বের জাতিসমূহের অন্তরে একদিকে বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে এমন উপকরণ-সামগ্রীর উদ্ভব ঘটে যে, লোকেরা সেখানে গিয়ে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক এবং পার্থিব ও ধর্মীয়-জ্ঞান লাভ করে। সেসব জ্ঞান এমনই যে, সকল জাতি ও সর্বযুগের মানুষদের ধর্মীয় ও পার্থিব-কল্যাণ বিতরণে তা সক্ষম। ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করছে যে, মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের সাথে ওই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা হয়েছে। এ কারণে এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার আবশ্যকতা নেই।

মুবারাকান-এর দ্বিতীয় যে অর্থ এখানে প্রযোজ্য, তা হলো, 'মক্কা'কে এমন এক শরীয়তের জন্মভূমি বানানো হবে, যার মাঝে চিরন্তন মৌলিক-শিক্ষা ও যাবতীয় পথনির্দেশনা সমূহ সন্নিবিষ্ট করে দেয়া হবে, যেগুলো পূববর্তী নবীগণের শরীয়তের বিধিবিধানে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যেতো। কুরআন করীমই কেবল এমন এক শরীয়ত, যেটা এ দাবী করে যে, 'পুরনো সব শিক্ষা ও নীতিমালা আমি নিজের মাঝে ধারণ করে নিয়েছি'। কুরআন করীমের পূর্বে কোন শরীয়তই এ দাবি উপস্থাপন করে নাই, আর না সেগুলো এ দাবী করতে সক্ষম! কেননা, সেই সবের অবতীর্ণকারী খোদা জানতেন যে, ওসব শরীয়তের অবতরণ হয়েছিল নির্দিষ্ট জাতির প্রতি নির্ধারিত এক সময়কালের জন্য।

....এই কুরআন এমন এক কিতাব ও এমন এক শরীয়ত, যা মুবারাকুন-অর্থাৎ পূর্বের সব ঐশী-গ্রন্থের বৈশিষ্টাবলী, আর সেসব গ্রন্থে বিদ্যমান সত্যতাপূর্ণ চিরন্তন মৌলিক-শিক্ষামালা প্রবহমান হয়ে এর মধ্যে একীভূত হয়েছে। 'এখন তোমরা আশিসপূর্ণ এই কিতাবের পরিপূর্ণ অনুবর্তীতা করো (ইত্তাবেউ'হু)'– এথেকে তোমাদের দু'টি কল্যাণ লাভ হবে। একটিতো হলো, তোমরা খোদার নিরাপত্তাধীন হবে, খোদা তোমাদের 'ঢাল' হয়ে যবেন এবং শয়তানী সব কুমন্ত্রণা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন। কেননা, এই আশিসপূর্ণ কিতাবের অনুসরণ ব্যতিরেকে তাক্‌ওয়ার সঠিক পথের জ্ঞান অর্জন হয় না, আর পুরনো শরীয়তের পথে চলে আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ নিরাপত্তার বলয়ে, তাঁর হেফাযতের আওতায় মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। দ্বিতীয় কল্যাণ ***তুরহামুন***– তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কৃপা লাভের উপযোগী হয়ে ওঠবে এবং তাঁর অগণিত পুরস্কারসমূহ লাভ করার ফলে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করবে।....

এই কুরআন হলো সেই মহিমান্বিত কিতাব, যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। পূর্ববর্তী সকল জাতির সর্বপ্রকার কল্যাণ এতে একত্রিত করা হয়েছে (মুবারাকুন), আর সেই শুভ-সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এটা অবতীর্ণ হয়েছে, যা এই পবিত্র-কিতাব সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষভাবে, এটা (পবিত্র কুরআন) অতীতকালের সকল শরীয়তের মৌলিক-বিধিবিধানগুলোর সত্যতা সাব্যস্ত করে মোহরাঙ্কিত করে এবং এর মাঝে চিরন্তন মৌলিক-পথনির্দেশনা একীভূত করে।

–হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)

সমবেদনা জানাই শোকাহত পরিবারবর্গকে

গত ২৪ সেপ্টেম্বর পবিত্র হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে মিনায় পদদলিত হয়ে হাজারো হাজী নিহত হোন। আহত হোন অনেকেই। সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, এখন পর্যন্ত নিহত বাংলাদেশী হাজীর সংখ্যা ৬৭ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনো ১০৯জন বাংলাদেশী নিখোঁজ রয়েছেন।

মহান হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, করুণাময় আল্লাহ তা'লা তাদেরকে রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করে রাখুন, আর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দান করুন।

সূচিপত্র

১৫ অক্টোবর, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ১০

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১২
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ১৪

আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) ২২
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৮শে আগষ্ট, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ২৫

কলমের জিহাদ ৩৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই আল্লাহ্ বিরাজমান ৩৬
মাহমুদ আহমদ সুমন

তবলীগ ও তার পদ্ধতি ৩৮
খন্দকার আজমল হক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৪০
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

সংবাদ ৪২

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৫

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

৪। তিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে[১৫৩০] সৃষ্টি করেছেন। তারা যে শির্ক করে থাকে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে।

৫। তিনি মানুষকে (এক তুচ্ছ) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর দেখ! সে (আমাদের সম্বন্ধে) বিতন্ডাকারী হয়ে যায়[১৫৩১]।

১৫৩০। 'বিলহাক্কে' অর্থ প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক। এই কথার অর্থ এও হতে পারে যে, আকাশসমূহের ও পৃথিবীর জন্য মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের কাজে নিজ নিজ দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে, যাতে তাদের সমন্বয়ে ইপ্সিত উদ্দেশ্য সফল হয়। অথবা এর এই মর্মও হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যে, তা মানবের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার দিকে আকর্ষণ করার কার্য সম্পাদন করে এবং মানুষ যেন উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আকাশসমূহের কার্য সম্পাদনের জন্য ভূপৃষ্ঠের বিদ্যমানতার প্রয়োজন রয়েছে এবং একইভাবে পৃথিবী ও আকাশের ওপর নির্ভরশীল এবং উভয়ই আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা বা হুকুমের অধীন। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানবের নিকট এই বাস্তব সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

১৫৩১। এক অটল প্রাকৃতিক বিধানের অধীন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টি করেন এবং তার ইহজীবনে চলার পথ প্রদর্শনের জন্য ঐশীবাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু যদিও বাহ্যত নিকৃষ্ট বস্তু থেকে মানুষের জন্ম, তথাপি আল্লাহ্ তা'লা তাকে সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সে (মানুষ) আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহপূর্ণ নির্দেশের অনুগত না হয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা এবং অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বসে।

হাদীস শরীফ

অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

কুরআন :

ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। (সূরা লুকমান : ১৯)

হাদীস :

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে, সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেউ বললো, হে রাসুলুল্লাহ (সা.)! যদি কেউ সুন্দর পোষাক ও জুতা পসন্দ করে? তিনি (সা.) বললেন, অহংকার বলতে বুঝায় আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চোখে দেখাকে' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অহংকার এমনই একটি আপদ, যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। মনে রাখবে, অহংকার শয়তান হতে আসে, যা অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে। (মালফুজাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)

ইসলাম জীবনের উন্নততর বিকাশ চায়। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে মানবতার বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির উত্তম-সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নতির পথে সহায়ক এমন প্রতিটি বিষয়-বস্তুকে ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছে। মানবতা বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়। মানুষের জন্য বিনয়ই মানুষের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। তাই, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমার চলাফেরার মাঝে অহংকারের ছাপ যেন না থাকে। কেননা, আল্লাহ্ অহংকারকে পসন্দ করেন না। সাধারণতঃ যে অহংকারী, সে কখনও বলে না যে, আমি অহংকারী, বা নিজে সেটি স্বীকারও করে না। অহংকারীর পরিচয় তার আমলে। মানুষ যে শুধু জাগতিক বিষয়েই অহংকারী হয় তা নয়, বরং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও মানুষ অহংকারী হয়, যা অত্যন্ত ভয়াবহ। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন কখনও অহংকার না করি, আর বিনয়ের পথ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ করি। আমীন।

অহংকারীর শাস্তি জাহান্নাম

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অহংকারীদের সম্পর্কে বলেন, "তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে। আর অহংকারীদের ঠাঁই অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট।"

সূরা আন নাহল, আয়াত : ৩০

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম 'পরাক্রমশালী'। স্বীয় সম্মান তিনি কাউকেও দেন না, কেবল তাদেরকেই দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম 'যাহের'। তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের যারা প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন এবং স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ-বন্ধুর উপাসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, খোদার ভালবাসা যাকে এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার সত্তা নিজের মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ-বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে তার চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত হতে হবে, তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে, তাঁর সাথে একান্তে স্বস্থি লাভ করতে হবে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। অবস্থা যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন : ***ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন*** অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি, কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই ***'বেলায়েত'*** (বন্ধুত্ব)। এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। ইব্রাহীমের ন্যায় যদি নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। ***কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।***

(হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

'বারাহীনে আহমদীয়া'

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী

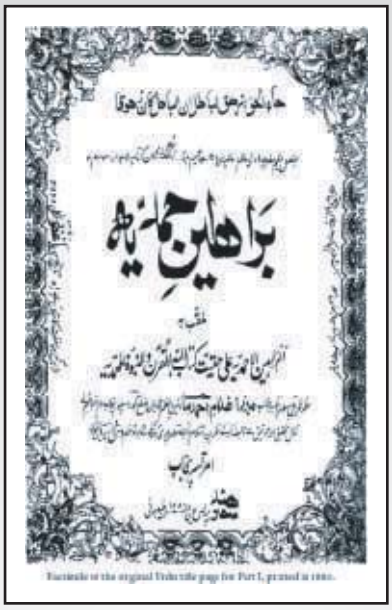

(৩য় কিস্তি)

অশেষ প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য সেই সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি আপন সিদ্ধান্ত ও স্বীয় ইচ্ছায় কোন পদার্থ ও আকৃতি ছাড়াই অনস্তিত্ব হতে সকল আত্মা ও বস্তুনিচয় সৃষ্টি করে স্বীয় মহান কুদরত বা শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন আর পবিত্রাত্মা নবীদের কোন শিক্ষক বা গুরু ছাড়াই স্বয়ং জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষ প্রদান করে আপন স্থায়ী ও অনাদি-অনন্ত কল্যাণরাজির নিদর্শন রেখেছেন। আল্লাহ অতীব পবিত্র! কতই না দয়ালু ও কৃপালু সত্তা তিনি, যিনি আমাদের কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় দুর্বলদের সকল কাজকে স্বয়ং সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছেন। দৈহিকভাবে আমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তার জন্য সূর্য, চন্দ্র, মেঘমালা ও বায়ুমন্ডলকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন আর আমাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা পুরণের জন্য তৌরাত, ইঞ্জিল, ফুরকান তথা ঐশী গ্রন্থাবলী যথাসময়ে প্রেরণ করেছেন। হে প্রভু, সহস্র-সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য তোমারই প্রাপ্য, কেননা তোমাকে চেনার পথ তুমি নিজেই আমাদের দেখিয়েছ এবং স্বীয় পবিত্র গ্রন্থাদি অবতীর্ণ করে চিন্তা-ভাবনা ও বোধ-বুদ্ধির ভুল-ভ্রান্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছ। নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁর বংশধর এবং সাহাবীদের ওপর আশিষ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, যার মাধ্যমে পথহারা গোটা বিশ্বকে খোদা সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তিনিই পৃষ্ঠপোষক ও হিতসাধনকারী যিনি পথহারা সৃষ্টিকে পুনরায় সরল পথে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও অনুকম্পার আধার যিনি মানুষকে শিরক ও প্রতিমাপূজার কলুষ থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি মূর্তিমান আলো এবং আলোকচ্ছটা যিনি পৃথিবীতে একত্ত্ববাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেছেন। তিনি যুগের চিকিৎসক ও নিরাময়দাতা যিনি রুগ্ন হৃদয়কে সততা ও সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সেই সম্মানিত নিদর্শন প্রদর্শনকারী যিনি মৃতদের জীবনসুধা পান করিয়েছেন। তিনি দয়ালু ও স্নেহশীল যিনি উম্মতের বেদনায় ছিলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তিনিই সেই বীরপুরুষ যিনি আমাদের মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে বের করেছেন। তিনি পরম সহনশীল ও নিঃস্বার্থ এক সত্তা যিনি (খোদার প্রতি) পূর্ণ দাসত্বের স্বাক্ষর রেখে মস্তক অবনত করেছেন এবং আপন সত্তাকে বিলীন করেছেন। তিনি খাঁটি একত্ববাদী, তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র, যার দৃষ্টিতে পরম প্রিয় বিষয় হলো খোদার প্রতাপ, যাঁকে ছাড়া বাকী সবকিছু ছিল তাঁর দৃষ্টিতে অর্থহীন। তিনিই রহমান খোদার শক্তির নিদর্শন, কেননা নিরক্ষর হয়েও ঐশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং সকল জাতিকে তাদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

১.আমার হৃদয় সেই নেতার প্রশংসায় উদ্বেলিত, গুণাবলীর ক্ষেত্রে যার কোন জুঁড়ি নেই।

২. তিনি সেই সত্তা, যার হৃদয় অনাদি ও অনন্ত খোদার প্রেমে বিভোর, যার আত্মা সেই প্রেমাস্পদের সত্তায় ছিল একাকার।

৩. যিনি খোদার পানে তাঁর অনুগ্রহরাজির মাধ্যমেই আকৃষ্ট হয়েছেন এবং খোদার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় লালিত-পালিত হয়েছেন।

৪. যিনি পুণ্য ও বদান্যতায় এক মহান সমুদ্র, যিনি পরম মহানুভবতায়-দয়ায় এক অতুলনীয় রত্ন।

৫. যিনি দানশীলতা ও উদারতায় বসন্তের বারিধারার মত, কল্যাণরাজি ও দানশীলতায় তিনি এক সূর্যতুল্য।

৬. যিনি পরম দয়ালু এবং আল্লাহ্‌র দয়ার নিদর্শন; তিনি পরম উদার এবং খোদার উদারতার বিকাশস্থল।

৭. সেই উৎফুল্ল চেহারা এমন যে একটিবার এর দর্শন কোন কুৎসিত চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তুলে।

৮. সেই জ্যোতির্মন্ডিত হৃদয় অগণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে নক্ষত্রের মত আলোকিত করেছে।

৯. সেটি ছিল কল্যাণময় মুহূর্ত যখন তাঁর সত্তা সেই বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আশির্বাদ হিসেবে এসেছে।

১০. অর্থাৎ তিনি শেষ যুগের আহমদ, যার জ্যোতিতে মানুষের হৃদয় সূর্যের চেয়ে অধিক আলোকিত হয়েছে।

১০. আদম সন্তানদের মাঝে তিনি সর্বাধিক সুন্দর আর ঔজ্জ্বল্যে হীরা-জহরতের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল বা পরিস্কার।

১১. তাঁর ওষ্ঠাধর থেকে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ বহমান আর তাঁর হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ কাওসার (চিরপ্রবহমান পবিত্র ঝর্ণাধারা) রয়েছে।

১২. তিনি খোদার সন্তুষ্টির জন্য সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। জল ও স্থলে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই।

১৩. খোদা তাঁকে এমন এক প্রদীপ দিয়েছেন চিরকাল প্রবল ঝঞ্জাবায়ুর মুখেও এর কোন ভয় ও আশঙ্কা নেই।

১৪. তিনি মহাপ্রতাপান্বিত খোদার পাহ্‌লোয়ান যিনি পূর্ণ মহিমায় কোমরে খঞ্জর বেঁধে রেখেছেন।

১৫. তাঁর তীর সকল যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষীপ্রতা দেখিয়েছে আর তাঁর তরবারী সকল ক্ষেত্রে স্বীয় প্রখরতা প্রমাণ করেছে।

১৬. তিনি বিশ্বে প্রতিমার অসারতা প্রমাণ করেছেন। আর তিনি সেই সর্বশক্তিমানের শক্তি মহা (প্রজ্ঞার সাথে) প্রকাশ করেছেন।

১৭. যেন মূর্তির কোন প্রশংসাকারী কোন প্রতিমাপূজারি ও মূর্তি প্রস্তুতকারী খোদার শক্তি সম্পর্কে অনবহিত না থাকে।

১৮. তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সত্যের প্রেমিক আর মিথ্যা, নৈরাজ্য ও সকল দুষ্কৃতির শত্রু।

১৯. তিনি মনিব কিন্তু দুর্বলদের কাছে বিনয়ী; বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও অসহায়দের সেবক।

২০. যে দয়া ও ভালবাসা সৃষ্টি তাঁর কাছে পেয়েছে; এ পৃথিবীতে কেউ এক মায়ের কাছেও তা পায়নি।

২১. প্রিয়জনের প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে তিনি এর আনন্দে (সরূর) নিজের মাথা মাটিতে রেখে দিয়েছেন।

২২. তাঁর সত্তা থেকে উৎসারিত জ্যোতি সকল জাতিতে পৌঁছেছে তাঁর আলো সকল দেশে জগমগ করেছে।

২৩. তিনি সকল চক্ষুষ্মানের জন্য দয়ালু খোদার নিদর্শন আর প্রত্যেক অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সত্যের প্রমাণ।

(দুর্বলদের তিনি সস্নেহে সাহায্য করেছেন পরম স্নেহের সাথে জীবনের ছন্দহারা লোকদের তিনি দুঃখ-বেদনা লাঘবকারী।)

২৪. তাঁর চেহারার সৌন্দর্য সূর্য ও চন্দ্রেকে ছাপিয়ে গেছে; তাঁর গলির ধূলা কস্তুরী ও অম্বর থেকেও উত্তম।

২৫ কেমন করেই বা সূর্য-চন্দ তাঁর মত হতে পারে? কেননা তাঁর হৃদয়ে তো ঐশী জ্যোতির কল্যাণে শত সূর্য জাজ্বল্যমান।

২৬. সেই মূর্তিমান সৌন্দর্যকে যদি একটিবারও দর্শনের সুযোগ লাভ হয় তাহলে তা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করার চেয়ে শ্রেয়।

২৭. আমি যে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত, তাই অন্যরা যদি মন দিয়ে থাকে আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করছি।

২৮. সেই চেহারার স্মৃতি আমাকে আত্মবিস্মৃত করে তোলে; (তাঁর) পান-পাত্রের জীবন শুধা আমাকে চির নেশাগ্রস্থ করে রাখে।

২৯. যদি আমার ডানা ও পালক থাকত তাহলে চিরকাল সেই বন্ধুর শহরের পানে উড্ডীন থাকতাম।

৩০. টিউলিপ ও রায়হান (ফুল) আমার কাছে কোন্ কাজের ; আমি কেবল সেই চেহারা ও সেই সত্তার প্রেমে আবিষ্ট। (আমি আত্মোৎসর্গ করেছি)।

৩১. তাঁর বিশেষ সৌন্দর্য হৃদয়ের গহীনে প্রভাব বিস্তার করে; এক শক্তিশালী সত্তা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে চলেছে।

৩২. আমি দেখেছি, তিনি চোখের আলো; তাঁর ভালবাসা প্রভাব বিস্তারে সমুজ্জল সূর্যের কিরণের মত উষ্ণ।

৩৩. সেই মুখ জ্যোতিমন্ডিত হয়েছে যে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি; যে সেই দুয়ারকে আঁকড়ে ধরেছে সে সফলতা লাভ করেছে।

৩৪. তাঁকে বাদ দিয়ে যে ধর্মের সমুদ্রে পাড়ি জমাবে, সে প্রথম পদক্ষেপেই ঘাঁট হারিয়ে বসবে।

৩৫. তিনি নিরক্ষর কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অনন্য; এর চেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ আর কি হতে পারে?

৩৬. আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তত্ত্বজ্ঞানের এমন সুধা পান করিয়েছেন যে তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতির সামনে সকল নক্ষত্র ম্লান হয়ে গেছে।

৩৭. মানুষের যে যোগ্যতা ও বৃত্তি সুপ্ত ও গুপ্ত ছিল, তাঁর কল্যাণে তা পুরো মাত্রায় প্রকাশ পেয়ে গেছে।

৩৮. তাঁর পবিত্র সত্তায় সকল পরমোতকর্ষ বৈশিষ্টাবলী পরম মার্গে পৌঁছেছে; এতে সন্দেহ নেই যে তাঁর মাধ্যমে সকল নবীর (রাজত্বের) অবসান ঘটেছে।

৩৯. তিনি সকল দেশ ও সকল যুগের সূর্য; তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক।

৪০. তিনি জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিরূপী দুই সমুদ্রের মিলনস্থল; একইভাবে রোদ ও বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তাঁর সত্ত্বায় হয়েছে একাকার। (মেঘ-সূর্যের বৈশিষ্ট্য)।

৪১. আমার দৃষ্টি সর্বত্র সন্ধান করেছে, কিন্তু তাঁর ধর্মের ন্যায় স্বচ্ছ প্রস্রবণ কোথাও পায় নি।

৪২. পুণ্যের পথযাত্রীদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন ইমাম নেই; সত্য সন্ধানীদের জন্য

তিনি ব্যতীত অন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই ।

৪৩. তিনি এমন এক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত যেস্থানে বিরাজমান জ্যোতির প্রখরতায় জিব্রাইলের ডানা ও পালক জ্বলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৪৪. খোদা তাঁকে সেই শরিয়ত ও ধর্ম দিয়েছেন যা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত কখনও পরিবর্তন হবে না।

৪৫. প্রথম আবির্ভাবে তিনি আরবের সব মূর্তি-প্রতিমা নিশ্চিহ্ন করেছেন এর অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য।

৪৬. এরপর ধর্মের সেই জ্যোতি ও পবিত্র শরিয়ত সমগ্র পৃথিবীকে বৃত্তের ন্যায় পুরোপুরী পরিবেষ্টন করে ফেলেছে।

৪৭. তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্টিকে জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করেছেন এবং তাদের অজগরের মুখ থেকে মুক্ত করেছেন।

৪৮. এক দিকে সমসাময়িক রাজা-বাদশারা তাঁর কথা ভেবে ছিল হতভম্ব, অপরদিকে সকল বুদ্ধিজীবি ছিল বিস্মিত।

৪৯. কেউ তাঁর জ্ঞান ও শক্তির গভীরতাকে আয়ত্ত করতে পারেনি, তিনি সকল অহংকারীর অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন।

৫০. তিনি কারও প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন, কেননা তাঁর প্রশংসা করার সুযোগ পাওয়াই এক সম্মানের কারণ।

৫১. তিনি পবিত্রতা ও প্রতাপের উদ্যানে বসবাস করেন আর তা প্রশংসাকারীদের ধারণা ও চিন্তাভাবনার বহু উর্ধ্বে।

৫২. হে খোদা তাঁর কাছে আমাদের বিনয়াবনত সালাম পৌঁছাও এবং তাঁর ভ্রাতৃপ্রতীম সকল অবতারগণের প্রতিও।

৫৩. সকল রসূল সত্যের জ্যোতি ছিলেন এবং তাঁদের সকলেই ছিলেন একটি উজ্জ্বল সূর্য।

৫৪. সকল রসূল ধর্মের জন্য ঐশী আশ্রয়স্থল-স্বরূপ ছিলেন আর সকল রসূল ছিলেন এক-একটি ফলবাহী বাগান-স্বরূপ।

৫৫. যদি এই পবিত্র জামা'ত পৃথিবীতে না আসতেন তাহলে ধর্মের সকল কাজ অসম্পূর্ণ ও অগোছালো থেকে যেতো।

৫৬. যে তাঁদের আগমনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে ঐশী নিয়ামতকে অস্বীকার করে।

৫৭. তাঁরা সকলেই একই ঝিনুকে সুপ্ত শত মনি-মুক্তা তুল্য, সত্তা, উৎস ও উজ্জ্বল্যে তাঁরা একই প্রকৃতির।

৫৮. ধরাপৃষ্ঠে কখনো এমন উম্মত অতিবাহিত হয়নি, যাদের মাঝে সময়মত সতর্ককারী আসেন নি।

৫৯. তাদের মাঝে প্রথম আদম এবং শেষ হলেন আহমদ; সৌভাগ্যবান সে, যে শেষকে চিনতে বা সনাক্ত করতে পারে।

৬০. সকল নবী উজ্জ্বল রত্ন কিন্তু আহমদ তাদের সবার চেয়ে উজ্জ্বলতর

৬১. তাঁদের সকলেই তত্ত্বজ্ঞানের খনি ছিলেন, আর সকলেই প্রভুর পথের সংবাদদাতা ছিলেন।

৬২. যে কেউ খোদার একত্ববাদের সামান্য জ্ঞান রাখে তার সেই জ্ঞানের উৎসমূল কোন না কোন নবীর সত্ত্বায় প্রোথিত। (সত্ত্বা থেকে অর্জিত)

৬৩. সেই জ্ঞান তাঁদের শিক্ষা থেকেই সে লাভ করেছে, অহংকার বসতঃ যদিও এখন সে তা অস্বীকার করে।

৬৪. বক্র ও অপবিত্র এমন এক জাতিও আছে যারা এই পবিত্র লোকদের অস্বীকার করে।

৬৫. যদিও তাদের চোখ সত্যের চেহারাও আদৌ দেখেনি কিন্তু বৃথা কথা লিখে খাতার পাতা কালো করে ফেলেছে।

৬৬. কত দুর্ভাগা তারা যারা নিজেদের দৃষ্টি নিয়ে গর্ব করে অথচ সূর্যকে অবজ্ঞা করে।

৬৭. যদি চোখ সূর্যের মুখাপেক্ষী না হতো তাহলে বাদুড়ের চেয়ে প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন আর কেউ হতো না।

৬৮. যে ব্যক্তি অন্ধ এবং যার পথে শত গর্ত রয়েছে, পরিতাপ তার জন্য যদি তার কোন পথপ্রদর্শক সাথে না থাকে।

৬৯. এমনও এক জাতি আছে যাদের মাথায় অজ্ঞতার কারণে এমন দুর্বল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে,

৭০. সারা বিশ্বে খোদা তা'লা তাদের দেশের চেয়ে উত্তম দেশ আর সৃষ্টি করেননি।

৭১. এছাড়া তারা আরও বিশ্বাস করে যে তাদের সুন্দর চেহারার তুলনায় অন্য কোন চেহারা তাঁর (সৃষ্টিকর্তা) কাছে বেশী প্রিয় নয়।

৭২. তাই সন্দেহ নেই যে, খোদা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সদা তাদের দেশে সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং থাকবেন।

৭৩. অন্য কোন দেশ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়ে ধ্বংস গেলেও তিনি তাদের জিজ্ঞেসও করেন না।

৭৪. তিনি শুধু একটি ক্ষুদ্র জাতিকে গ্রন্থ দিয়ে দিয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ দলকে পরিত্যাগ করেছেন।

৭৫. আদিতে তিনি যখন সৃষ্টির মাঝে ভাল-মন্দ বন্টন করেছেন।

৭৬. সত্য-সততা সে কেবল লোকদের ভাগে আসে আর অন্যদের ভাগে আসে মিথ্যা।

৭৭. তাদের কথা হলো তাদের জাতির বাইরে শত মিথ্যাবাদী ও প্রতারকই এসেছে।

৭৮. কিন্তু তাদের কাছে খোদার পক্ষ থেকে ধর্মের প্রচারক হিসেবে একজনও আসেননি।

৭৯. যিনি তাদের খোদার পথ দেখাতে পারতেন বা সকল মিথ্যাবাদীর মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে পারতেন।

৮০. যাতে করে সকল মুসলমান ও খৃস্টানের সামনে সুবিচারক খোদার সত্যতার প্রমাণ পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে যায়।

৮১. বস্তুত তাদের দৃষ্টিতে পবিত্র খোদা সবচেয়ে বড় অত্যাচারীর চেয়েও অধিক অত্যচারী।

৮২. কেননা তিনি বিশ্ববাসীকে সকল ষড়যন্ত্রকারীর থাবায় ভ্রষ্টতার মাঝে আবদ্ধ ছেড়ে দেন।

৮৩. তিনি প্রেমিকের ন্যায় সদা কেবল এক জাতিকেই ভালোবাসেন ও এক জাতির সাথেই সম্পর্ক রাখেন।

৮৪. এটি হলো এ জাতির একটি জঘন্য নির্বুদ্ধিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি; আর দ্বিতীয় নির্বুদ্ধিতা হলো তারা এটি নিয়ে গর্ব করে।

৮৫. অবশেষে এই অশুভ বিশ্বাস ও কুধারণা তাদের মারাত্মকভাবে অন্ধ ও বধির করে তুলেছে।

৮৬. তারা শত প্রস্রবণের প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে আর গামলায় মাথা ডুবিয়ে রেখেছে।

৮৭. তারা নবীদের প্রতি ভয়াবহ শত্রুতা প্রদর্শন করেছে– এমন সকল অহংকারীদের শত্রুতা থেকে আমরা খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৮৮. পবিত্র চেতাদের প্রতি তারা যে পর্যায়ের শত্রুতা রাখে, শয়তানের কাছেও কেউ এতটা শত্রুতা আশা করতে পারে না।

৮৯. বোকামীতে গাধার কোন জুড়ি নেই; কিন্তু এদের প্রতিটি পশমে শত গাধা সুপ্ত রয়েছে।

৯০. তাদের অনুসন্ধান-গবেষণা ও প্রমাণাদি নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা নেই। আর তারা আন্তরিকতার সাথে নৌকাতেও বসে না (কোন উদ্যোগও গ্রহণ করে না)।

৯১. তারা কোন ঔষধকে এর কার্যকারিতা দেখে শনাক্ত করে না; আর কোন বৃক্ষকে এর ফল দেখেও চিনতে পারে না।

৯২. বিনয়ের সাথে কাউকে জিজ্ঞেসও করে না; আর নিজের চিন্তা-ভাবনাকেও কাজে লাগায় না।

৯৩. সকল ধর্মের মাঝে কোনটি উত্তম সে বিষয়ে গবেষণার প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই।

৯৪. তারা এক বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট আর অন্য সবার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সংখ্যা গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠের মাঝে পার্থক্যের বিষয়ে উদাসীন।

৯৫. তাদের হৃদয়ে স্রষ্টা-প্রভুরও ভয় নেই , আর তাদের অন্তর পরকালের বিষয়েও উদাসীন।

৯৬. এসব কুৎসিত হৃদয়ের অধিকারী লোক নিজেদের চোখকে পর্দাবৃত করে রেখেছে হিংসা এবং বিদ্বেষের কারণে অজগরের মত ক্ষেপে আছে।

৯৭. জেনে-শুনে সত্যকে অবজ্ঞা করছে আর এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন রয়েছে ।

৯৮ অজ্ঞতার কারনে সত্যের নামে বক্তৃতার জন্য নিজেদের ঘরে স্থায়ী মিম্বর বানিয়ে রেখেছে।

৯৯. তাদের খোদাও অদ্ভুত খোদা, যে জেনেশুনে অন্য সব দেশের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে।

১০০. স্থায়ীভাবে এলহামের জন্য তিনি কেবল একটি ভাষা ও একটি দেশই পছন্দ করেছেন।

১০১.এমন বিশ্বাস কি করে সঠিক হতে পারে? আর বিবেকই বা কিভাবে এর পানে পরিচালিত করতে পারে?

১০২. সে পূণ্যবানদের সম্পর্কে কি করে কুধারণা পোষণ করতে পারে যে স্বয়ং পুণ্যবান আর পুণ্যবানদের সাহচর্যে থাকে।

১০৩. চাঁদ সম্পর্কে এ কথা বলার চেয়ে বড় কোন কটুক্তি আর নেই যে এটি কিছুই নয়।

১০৪. অন্ধ যদি বলে যে সূর্য কোথায়, তাহলে স্বীয় অন্ধত্বের জন্য সে অধিক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে

১০৫. প্রদীপ্ত সূর্য সম্পর্কে সন্দেহ করো না যদি তুমি তিরস্কার এড়াতে চাও।

১০৬. যদি তুমি খোদার সন্ধানী হও তাহলে কেন বক্র আচরণ কর আর শাস্তিদাতা খোদার ক্রোধকে কেন ভয় কর না?

১০৭. হিসাব-নিকাশ দিবসকে কেন ভয় কর না? ন্যায় বিচারক খোদার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে কেন ভয় কর না?

১০৮. তোমার নিকট তাদের মিথ্যাচার কিভাবে সত্য হয়ে গেল? তোমার প্রভু কি তোমাকে এসম্পর্কে কোন কথা স্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন বা এসম্পর্কে কোন পুস্তক দিয়েছেন কি?

১০৯. তাঁদের জ্যোতি এক বিশ্বকে মোহিত করেছে। অথচ হে অন্ধ, তুমি এখনো হট্টগোল ও নৈরাজ্যের মাঝে নিপতিত আছ।

১১০. তুমি যদি উজ্জ্বল মোতিকে বাজে পাথর আখ্যা দাও, এতে হীরা বা মনিমাণিক্যের মূল্য কি-করে হ্রাস পেতে পারে?

১১১.পবিত্রচেতাদের ওপর আক্রমন বা অবমাননায় তাঁদের কোন ক্ষতি নেই বরং তুমি প্রমাণ কর যে তুমি নিজেই পাপাচারী।

১১২. খোদার প্রেমিকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কাপুরুষতা; পুরুষ সে যে দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকে।

১১৩ যে শত্রুতা ও ঘৃণার অগ্নিতে জ্বলে সে নিজ হীন প্রবৃত্তির সহজ শিকারে পরিণত হয়।

১১৪. একজন দৃষ্টিহীন,অন্ধ ও কানা মানুষের চোখ এক বিদ্বেষপরায়ন মানুষের চোখ থেকে শতগুণ ভালো।

১১৫. হিংসা ও বিদ্বেষের মাথা বা চেহারা কালিমালিপ্ত হোক, আর বিদ্বেষ-পরায়ণদের কপালে ছাই পড়ুক।

১১৬. সত্যের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন কৌশল বা নৈপুন্য মহা সম্মানিত খোদা পর্যন্ত পৌঁছায় না।

১১৭. আমরা সবাই নবীদের তুচ্ছ চাকর, ধুলার ন্যায় তাদের দোর-গোড়ায় পড়ে থাকি।

১১৮. আমাদের জীবন সকল রসূলের জন্য নিবেদিত, যারা আমাদের সত্য খোদার পথ দেখিয়েছেন-

১১৯. হে আমার খোদা, এসকল নবীদের জামা'তের কল্যাণে, যাদের তুমি প্রভুত কল্যাণের সাথে প্রেরণ করেছ

১২০. তুমি আমায় অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞানও দান কর যেমন হৃদয় দিয়েছ আর যেমন পান পাত্র দিয়েছ অনুরূপ সূরাও দাও।

১২১. হে আমার খোদা এসকল নবীদের জামা'তের কল্যাণে যাদের তুমি প্রভুত কৃপারাজি সহকারে পাঠিয়েছ

১২২. সেভাবে তত্ত্বজ্ঞানও দান কর যেভাবে সন্ধানী হৃদয় দিয়েছ, সূরাও দাও যেভাবে পানপাত্র দিয়েছ।

১২৩. হে আমার খোদা, মুস্তফা (সা.) এর নামে যার তুমি সর্বত্র সাহায্যকারী ছিলে

১২৪. আপন স্নেহ ও বদান্যতার গুণে আমার হাত ধর আর আমার কাজে আমার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যাও।

১২৫. যদিও আমি মাটিতুল্য বা আরো তুচ্ছ, কিন্তু তোমার শক্তিই আমার ভরসা।

অতঃপর সকল সত্য-সন্ধানীর যেন স্মরণ থাকে যে, 'বারাহীনুল আহমদীয়া আলা হাক্কীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআন ওয়ান নবুয়্যতীল মুহাম্মদীয়াতে' নামের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রমাণ করা, কুরআন করীমের ঐশী উৎস থেকে উৎসারিত হওয়া-সংক্রান্ত যুক্তি প্রদান এবং হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ সবার সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এছাড়া যারা যুক্তি প্রমাণে সোভামন্ডিত এই ধর্ম, এই পবিত্র গ্রন্থ এবং এই মনোনীত নবীকে অস্বীকার করে, সুদৃঢ় ও যুক্তিনীর্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ও নির্বাক করে দেয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার ধৃষ্টতা না দেখায়।

এ গ্রন্থে রয়েছে একটি বিজ্ঞাপন, একটি মুখবন্ধ আর চার খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থের মূল অংশ এবং সামাপ্তি নোট। সত্যান্বেষীদের জন্য খোদা এটিকে কল্যাণময় করুন আর তিনি এটি পাঠের কল্যাণে অগণিত মানুষকে স্বীয় সত্যধর্মের পানে পরিচালিত করুন। আমীন।

(চলবে)

ভাষান্তরঃ মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ

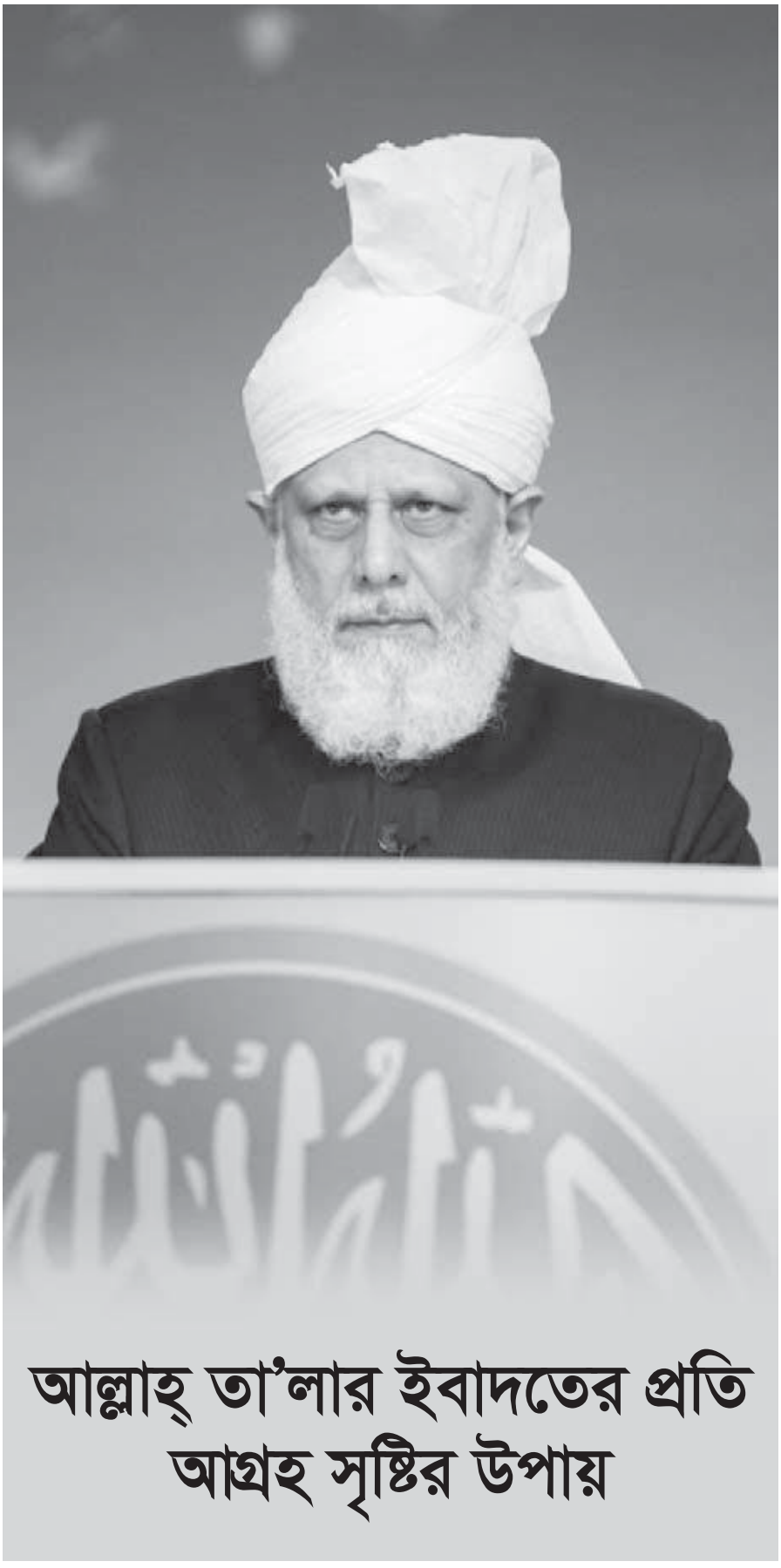

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উপায়

লন্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করে, ইবাদতের প্রতি কীভাবে আগ্রহ বা একাগ্রতা সৃষ্টি হতে পারে? আমরা চেষ্টা করি, তবুও ইবাদতকে উপভোগ করার সেই বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। স্মরণ রাখা উচিত, বান্দার কাজ হলো, অবিচলতার সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখা আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যে, যা কিছু লাভ হবে, তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই লাভ হবে। কেবল তবেই সেই বিশেষ অবস্থা বা আবহ সৃষ্টি হতে পারে, যা মানুষকে খোদার নিকটতর করে এবং ইবাদতের প্রতি তার আগ্রহ প্রবল করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও একবার কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, 'সৎকর্ম এবং ইবাদতে আগ্রহ ও একাগ্রতা নিজ প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষ যদি মনে করে, আমার নিজের চেষ্টায় তা সাধিত হবে! এটি সম্ভব নয়। এটি কেবল খোদার কৃপা এবং খোদা-প্রদত্ত সামর্থের গুণেই লাভ হয়। এর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো, মানুষের হীনবল বা হতোদ্যম না হওয়া আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর

কৃপাধন্য হওয়া ও সামর্থ্য লাভের জন্য অনবরত দোয়া করা।' সে যেন হতোদ্যম হয়ে বসে না পড়ে বরং অবিচলতার সাথে দোয়ায় রত থাকা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, 'এই দোয়া করতে গিয়ে মনোবল হারালে চলবে না। এভাবে অবিচলতার সাথে মানুষ যদি দোয়ায় রত থাকে তাহলে অবশেষে খোদা তা'লা নিজ কৃপায় সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যার জন্য তার হৃদয়ে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করে।' অর্থাৎ ইবাদতের জন্য এক প্রকার উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, ইবাদত উপভোগ্য হয়ে উঠে, সে ইবাদতের স্বাদ অনুভব করে বা স্বাদ পেতে আরম্ভ করে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি চেষ্টা-সাধনা না করে আর মনে করে, কেউ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আমাকে খোদার নিকটতর করবে, খোদার নৈকট্য পাবে বা ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বা কোন মানুষের কাছে গেলে ঝাড়-ফুঁক দ্বারা আবেদ বা ইবাদতকারী বানিয়ে দিবে! এটি সম্ভব নয়। এটি খোদা তা'লার রীতি নয়।'

তিনি (আ.) বলেন, 'এভাবে যে খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে সে খোদার সাথে উপহাস বা হাসি-ঠাট্টা করে আর অবশেষে ধ্বংস হয়, এর পরিণাম হলো ধ্বংস। সে আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায়।'

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'ভালোভাবে স্মরণ রেখো, হৃদয় খোদা তা'লারই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর কৃপা যদি না হয় তাহলে দ্বিতীয় দিনই মানুষের খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া, ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া বা অন্য কোন বেদ্বীনী (ধর্মবহির্ভূত) কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া ও ধর্ম থেকে দূরে চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। তাই সবসময় খোদা তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকো এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাও যেন তিনি তোমাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যে ব্যক্তি খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করে সে শয়তান হয়ে যায়।' যেক্ষেত্রে খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হবে, খোদাকে ছেড়ে দিবে, খোদাকে ভুলে যাবে সেখানেই শয়তানের আক্রমনে সে শয়তান হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, 'এর জন্য মানুষের ইস্তেগফারে রত থাকা উচিত যেন সেই বিষ এবং সেই উত্তেজনা যেন সৃষ্টি না হয় যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এর চিকিৎসা হলো ইস্তেগফার।' অর্থাৎ ইস্তেগফার কর যেন সেই বিষ-মুক্ত থাকতে পারো যা শয়তানের নিকটবর্তী করে এবং অবশেষে মানুষকে ধ্বংস করে। অতএব অবিচলতা আর এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে খোদা তা'লা ছাড়া কেউ নেই। মানুষ যখন সব রাস্তা বন্ধ করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয় তখনই সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বা একাগ্রতা সৃষ্টি করে। তাই স্থায়ীভাবে খোদার দরবারে বিনত থাকতে হয় বা ঝুঁকতে হয়, তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হয়।

শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহূর্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ইস্তেগফার করাও আবশ্যক। শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ইস্তেগফার করা অত্যাবশ্যক। মানুষ যখন ইস্তেগফারের মাধ্যমে শয়তানকে বিতাড়িত করবে তখন খোদার আশ্রয়ে আসার জন্য সে ব্যাকুলচিত্তে দোয়াও করবে, উৎকণ্ঠার সাথে ইস্তেগফারও করবে। অধিকন্তু উন্নতি লাভের আশায় তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যও দোয়া করতে থাকবে। মানুষের অবস্থা যদি এমন হয় অর্থাৎ এই আবহ সৃষ্টি হয়, তবেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে তাঁর কৃপাভাজন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে তাঁর দাসত্ব করার এবং সৎকর্ম করার সামর্থ দিন, আর অবিচলতার সাথে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

'সৎকর্ম এবং ইবাদতে আগ্রহ ও একাগ্রতা নিজ প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষ যদি মনে করে, আমার নিজের চেষ্টায় তা সাধিত হবে! এটি সম্ভব নয়। এটি কেবল খোদার কৃপা এবং খোদা-প্রদত্ত সামর্থের গুণেই লাভ হয়। এর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো, মানুষের হীনবল বা হতোদ্যম না হওয়া আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর কৃপাধন্য হওয়া ও সামর্থ্য লাভের জন্য অনবরত দোয়া করা।'

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১১তম কিস্তি)

অতএব সেদিন মানুষের সবরকম সহজাত ক্ষমতা ও শক্তিনিচয়ে উদ্দীপনা ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হবে। জড়বাদী চেতনা সম্পন্ন লোকের শক্তিনিচয় ফিরিশ্‌তাদের আলোড়নে উদ্দীপিত হলেও যথাযত যোগ্যতার অভাবে তারা সত্যের দিকে মুখ ফিরাবে না, সত্যাভিমুখি হবে না। কিন্তু এক ধরণের উথলে ওঠা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে এবং স্থবিরতা ও হতাশা দূরীভূত হয়ে নিজেদের বসবাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার পথ পরিক্রমায় তারা অদ্ভুত ধরনের চেষ্টা-তদবির, কলা-কৌশল ও শিল্প কারখানা আবিষ্কার করতে থাকবে। সৎ-সাধু প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের সহজাত ক্ষমতা ও শক্তিনিচয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ও অলৌকিক ধারায় 'কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম' তথা দিব্যদর্শন ও ঐশীবাণীর প্রস্রবণ দৃশ্যত বয়ে যেতে দেখা যাবে এবং মু'মিনের স্বপ্নও মিথ্যা বা নিস্ফল হয়–এমনটি খুব বিরল হবে। এ পর্যায়ে তখন মানবীয় ক্ষমতা নিচয়ের প্রকাশ-বিকাশের গন্ডী বা বৃত্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে এবং মানবজাতির মাঝে যা-কিছু প্রকৃতিগতভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তা সার্বিকভাবে প্রদীপ্ত হয়ে বেরিয়ে প্রকাশিত হবে। তখন খোদা তা'লার ফিরিশ্‌তাকুল ওই সচ্চেতা-সদাচারী লোকদের সবাইকে একত্রিত করে একমন্ডলীভুক্ত করবেন যারা পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রচ্ছন্ন ভাবে জীবন যাপন করছিল। আর সেই সাথে জড়বাদী সংসারপুজারীদেরও প্রকাশ্যে দৃশ্যমান একটি দল হবে, যাতে করে প্রতিটি দল ও মন্ডলী নিজ নিজ প্রচেষ্টার প্রাপ্য ফল দেখতে পায়। এর পরই পরিসমাপ্তি ঘটবে। এটি সেই সর্বশেষ 'লাইলাতুল কদর'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিহ্ন অর্থাৎ এ বিষয়টি যে, বোখারী বা সমরকন্দী (তথা পারস্য) বংশোদ্ভূত হওয়া এবং জমিদার ও জমিদারীর বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যকার হওয়া– এ দু'টি বৈশিষ্ট্য দৃশ্যত ও স্পষ্টত এ অধমের মাঝে সপ্রমাণিত। এস্থলে আমি নিজের পূর্বপুরুষের ইতিহাস লব্ধ জীবন বৃত্তান্ত কিছুটা সংক্ষেপে তুলে ধরা যথাযথ ও সমীচীন বলে মনে করি। অতএব প্রথমে এ বিষয়টি ব্যক্ত করতে চাই যে, প্রায় বিশ বছর পূর্বে মিঃ গ্রিফিন নামের একজন ইংরেজ যিনি এ জেলার (গুরুদাসপুর) ডিপুটি কমিশনার এবং ভূপাল ও রাজপুতানার এস্টেটগুলোর রেজিডেন্ট পদমর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিও পাঞ্জাবের চীফ্ বা রইসদের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসরূপে প্রণয়ন করে প্রকাশ করেছিলেন। সেটিতে তিনি পরলোকগত আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের বিষয়ে উল্লেখ করে কিছুটা সংক্ষেপে তাঁর জমিদারী পরিবারের অবস্থাবলী এবং তাঁর সমরকন্দী বংশদ্ভুত হওয়ার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ওই বিষয়গুলো বিশেষভাবে খোলাসা করে লিখতে চাই, যা হাদীস-নবভির সার্বিক ব্যাখ্যার সত্যায়ন স্বরূপ রয়েছে। এতে করে এ অধমের গোড়া থেকেই সমরকন্দী বংশদ্ভুত হওয়া এবং পূর্বকাল থেকে এ পরিবারটির একটি জমিদার পরিবার হওয়ার বিষয়টি, যেমন কিনা হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীসটির অভিপ্রেত ও মুখ্য বিষয়স্বরূপ বার্ণিত হয়েছে তা যেন ভালোভাবে মানুষের দৃষ্টিপটে প্রকাশ পায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, এ পরিবারের মুরব্বী ও প্রধানদের রেখে যাওয়া প্রাচীন পান্ডুলিপিসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা বাদশাহ বাবরের সময়ে 'ঐশী কৃপাপ্রার্থী' এই অধমের সম্মানিত পূর্বপুরুষগণ (পারস্যের অন্তর্ভুক্ত) সমরকন্দ থেকে কোনো অজানা কারণে বহুলোকজন সমন্বয়ে একটি জামা'ত তথা জনগোষ্ঠীসহ হিজরত করে দিল্লী আগমন করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে একথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না যে, তারা বাবরের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন, নাকি তার অব্যবহিত পরেই এ দেশে আগমন করেন। কিন্তু অধিকাংশ কাগজপত্র পর্যালোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাবরের সঙ্গে এসে থাকুন বা কিছুকাল পরেই এসে থাকুন এ 'শাহী' পরিবারের সাথে তাদের এমন কোনো (বিশেষ) সম্বন্ধ ছিল যার ফলে তারা এই সরকারের দৃষ্টিতে সম্মানিত বিশিষ্ট প্রধানদের মধ্যে গণ্য হন। সমসাময়িক সম্রাটের কাছ থেকে তাঁরা পাঞ্জাবে বহু সংখ্যক গ্রাম জাগীররূপে প্রাপ্ত হন এবং তাদের একটি বড় জমিদারীর তালুকদার করা হয়। আর এ গ্রামগুলোর মাঝামাঝি একটি সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে তিনি নিজ বসবাসের জন্য দুর্গস্বরূপ একটি বসতি স্থাপন করেন। এর নাম "ইসলামপুর ক্বাজি মাঝি' রাখেন। এ সেই ইসলামপুর যা এখন কাদিয়ান নামে সুখ্যাত। এ বসতিটির চারদিকে একটি প্রাচীর ছিল যার উচ্চতা ছিল প্রায় বিশ ফিট। এর প্রস্থ এতো প্রশস্ত ছিল যে, তিনটি গরু-গাড়ী পাশাপাশি একসঙ্গে চলাচল করতে পারতো। চারটি বড় 'বুর্জ' (মিনার) ছিল। এগুলোতে প্রায় এক হাজার ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী অবস্থান করতো।

(চলমান টীকা

সংক্রান্ত নিদর্শন, যার ভিত্তি এখনই স্থাপন করা হলো। এরই পরিপূর্ণতার জন্য সর্ব প্রথম খোদা তা'লা এ অধমকে পাঠিয়েছেন।

তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন : **"আন্তা আশাদ্দু মুনাসিবাতিম বি-ঈসাবনি মারিয়ামা ওয়া আশবাহুন্নাসি বিহি খাল্‌কান ওয়া খুল্‌কান ওয়া যামানান"** [অর্থাৎ, 'তুমি মরিয়মপুত্র ঈসার সঙ্গে সবচেয়ে সামঞ্জস্য সম্পন্ন প্রাকৃতিক গঠনে, স্বভাব ও গুণে এবং যুগের (ব্যবধান ও অবস্থাবলীর) দিক দিয়েও' –অনুবাদক)]। কিন্তু এ লাইলাতুল কদরের ও প্রভাব (ফলাফল) এরপর আর হ্রাস পাবে না, বরং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সক্রিয় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সবকিছু সম্পূর্ণ প্রতিফলিত না হয় যা খোদা তা'লা 'আসমানে' (ঊর্ধ্বলোকে) নির্ধারিত করেছেন।

আর হযরত ঈসা আলইহিস্ সালাম তাঁর 'অবতরনে'র) যে যুগ ইঞ্জিলে বর্ণনা করেছেন, সেটি হবে হযরত নূহের (আ.) যুগের মতো শান্তিপূর্ণ ও আরামের যুগ। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের পক্ষেই সূরা আল যিলযালের ইতোপূর্বে বর্ণিত তফসীর (ব্যাখ্যা) 'দালালাতে-ইলতেযামী' (তথা অপরিহার্যতামূলক প্রতিপাদন) হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ও প্রসার এবং মানবীয় মেধা-বুদ্ধির উন্নতি লাভের যুগ বস্তুত:পক্ষে এমনটিই হওয়া

উচিত যখন পর্যাপ্তভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। কেননা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রাণহানির ঝুকিপূর্ণ ও শান্তির পরিপন্থী

যুগে কখনও সম্ভব নয় যে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম-প্রয়াসে নিপুনতামূলক বিষয়াদিতে উন্নতি লাভ করতে পারে।

এসব বিষয় তো পুরোপুরিভাবে তখনই মাথায় আসে যখন পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। (চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

এ জায়গাটির নাম 'ইসলামপুর ক্বাজী মাঝি' হওয়ার কারণ ছিল এই যে, শুরুতে দিল্লির সম্রাটদের পক্ষ থেকে এ গোটা অঞ্চলের শাসনের দায়িত্বভার আমাদের সম্ভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের প্রদান করা হয়েছিল। 'ক্বাজা' তথা বিচারকার্যের পদমর্যাদা অর্থাৎ প্রজাদের মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছিল। আর এই শাসন-ব্যবস্থা ততদিন প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় ছিল যতদিন পাঞ্জাব প্রদেশ দিল্লীর রাজ সিংহাসনের অধীনে করদাতা হিসেবে ছিল। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে মুঘল রাজত্বে আলস্য ও দুর্বলতা, বিলাসিতা ও অযোগ্যতার কারণে সিংহাসনারোহীদের মাঝে বহু রকম দোষ-ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করলো। ফলে শাসনাধীন বহু প্রদেশ হাতছাড়া হয়ে গেল। সেদিনগুলোতেই পাঞ্জাবের বৃহাদাংশ মুঘল শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদেশটি এমন এক বিধবার মতো হয়ে দাঁড়ালো যার মাথার ওপর কোনো অভিভাবক বা তত্ত্বধায়ক নেই।

খোদা তা'লার কুদরতের লীলাখেলা, শিখ জাতি যারা নিছক উশৃঙ্খল ও গেয়ো এক জনগোষ্ঠী ছিল তাদের উন্নতি দিতে চাইলেন। ফলে তাদের উত্থান ও পতনের দু'টি যুগ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে তাদের কেস্‌সাও ধোঁয়ার ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। মোটকথা, ঐ সময়ে যখন মুঘল রাজত্ব নিজ অযোগ্যতা ও বিশৃঙ্খলা বশত: পাঞ্জাবের এ অংশটির থেকে সম্পূর্ণভাবে হাত গুটিয়ে নিল তখন এ অঞ্চলের বড় বড় জমিদার স্বাধীন-সার্বভৌম মর্যাদায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হলেন। অতএব সে যুগেই ঐশী কৃপায় এ অধমের প্রপিতামহ মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব তাঁর জমিদারী তালুকের একজন সার্বভৌম রইস ও স্বাধীন শাসকের ভূমিকায় নিজ দখলে থাকা চৌরাশি কি পঁচাশিটি গ্রাম সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের পুরোপুরি শাসন-ব্যবস্থা চালু করলেন। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাঁর গোটা জীবন এমতাবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, তিনি অন্য কোন রাজা-বাদশার অধীনে ছিলেন না। কারো নিকট করদাতাও ছিলেন না। বরং তাঁর স্টেটে তিনি একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসক ছিলেন। প্রায় এক হাজার ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী ছিল। তিনটি তোপও ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-উলামার মধ্যকার তিন-চার শ' লোক তাঁর দরবারী ও মোসাহেব ছিলেন। প্রায় পাঁচ শ' জন কুরআন করীমের হাফেজ ছিলেন, যারা নিয়মিত 'ওজিফা' (বেতন-ভাতা) পেতেন এবং কাদিয়ানেই বাস করতেন। সকল মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে নামায-রোযা পালনের কড়া তাগিদ ছিল। শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো রকম কাজ তাঁর চতু:সীমায় প্রচলিত হতে দিতেন না। মুসলমান হয়েও কেউ যদি ইসলামের রীতি-নীতি বিরোধী পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে অভ্যস্ত হতো তাহলে তাকে কঠিন দন্ড ভোগ করতে হতো।

আর অনন্যাপায়-অসহায় ও গরিব-মিসকিনদের দেখভাল ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নগদ ও পণ্যকারে এক পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি বরাদ্দ থাকতো যা সময়ে-সময়ে তাদের মাঝে বিতরণ করা হতো। এ হলো সেই সময়কার রেকর্ড-পত্রে লিখিত বর্ণনাসমূহের সারসংক্ষেপ, যা আমাদের হস্তগত হয়েছে। উক্ত তথ্যাবলী সম্পর্কে ধারাবাহিক ও পরম্পরাযুক্ত মৌখিক সাক্ষ্যসমূহও অদ্যাবধি শুনতে পাওয়া যায়। উল্লেখিত কাগজ-পত্রে এ-ও লেখা আছে যে, ঐ সময়ে মুঘল রাজত্বের গিয়াসুদ্-দৌলা নামের একজন মন্ত্রী কাদিয়ান আসেন এবং মরহুম মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেবের ধৈর্য-স্থৈর্য, সুশাসনব্যবস্থা, তাক্‌ওয়া পরায়ণতা, পবিত্র জীবনধারা, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা দেখে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, 'আমি যদি আগে জানতে পারতাম, মুঘল পরিবারের এমন একজন পুরুষ পাঞ্জাবের একটি কোণায় মওজুদ রয়েছেন, তাহলে আমি চেষ্টা করতাম যাতে তাঁকেই সিংহাসনারোহী করা হতো ফলে মুঘল পরিবারটি ধ্বংস থেকে রক্ষা পেত।'

মোটকথা. মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) একজন দৃঢ়সংকল্পশালী, মুত্তাকী ও পরম বিচক্ষণ এবং প্রথম সারির অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। যদি ঐ সময় ঐশী অভিপ্রায় (নিয়তি) মুসলমানদের বিপক্ষে না হতো, তাহলে অত্যন্ত আশা ছিল, এরূপ অকুতভয় দুর্দান্ত সাহসী ও স্থির চিত্ত ব্যক্তি শিখদের উপচে-পড়া বিশৃঙ্খল উপদ্রপ থেকে পাঞ্জাবকে মুক্ত করে ইসলামের বিশাল একটি রাষ্ট্র এদেশে কায়েম করতে পারতেন। যে অবস্থায় রণজিৎ সিংহ তার পৈত্রিক সূত্রে মাত্র নয়টি গ্রাম পেয়েছিলেন এমন অল্প পরিমাণ সম্পত্তি সত্ত্বেও তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এতো আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন যে পেশোয়ার থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত কেবল 'খালসা' আর 'খালসা' চোখে পড়ত, সর্বত্র পঙ্গপালের ন্যায় শিখদের জঙ্গীবাহিনী পরিদৃষ্ট হতো। কাজেই উল্লেখিত এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তির (মির্যা গুল মুহাম্মদ) পক্ষে ঐসব বিজয় লাভ করা কি ধারণাতীত বা অযৌক্তিক বিষয় ছিল? যার হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তির থেকে তখনও চৌরাশি কি পাঁচাশিটি গ্রাম অবশিষ্ট ছিল এবং তাঁর প্রায় এক হাজার সেনাবাহিনী ছিল। আর তিনি নিজেও তাঁর সহজাত বীরত্ব ও সহিষ্ণুতায় এমন সুখ্যাত ছিলেন যে, তৎকালীন চাক্ষুষ সাক্ষ্য সমূহের মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে এ দেশে তাঁর কোনো নজির বা দৃষ্টান্ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু এমনটিই চেয়েছিলেন যেন মুসলমানদের ওপর তর্জন স্বরূপ হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ হয়। সে কারণে মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব এ দেশে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারেন নি। (চলবে)

জুমুআর খুতবা

তাকওয়া বা খোদা প্রেমেই সকল নিয়ামত প্রাপ্তির উৎস

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জগৎ পূজারী কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, কারো হৃদয়ে যদি সত্যিকার তাক্বওয়া বা খোদাভীতি-খোদাপ্রীতি সৃষ্টি হয় তাহলে সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার নিয়ামত প্রাপ্ত হয়, এর উত্তরে সে অবশ্যই বলবে যে, এগুলো বাজে কথা। ধর্মের নামে মানুষকে নিজের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করার জন্য মানুষ এমন কথা বলেই থাকে। অবশ্য এটিও সত্য কথা যে, আজকাল ধর্মের নামে কেউ কেউ এমন কথা বলেই থাকে আর এর পিছনে তাদের ব্যক্তি স্বার্থও থেকে থাকে। কিন্তু এমন লোকদের নিজেদের মাঝেও তাক্বওয়া বা খোদাভীতি থাকে না আর যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের ভিতরও তাক্বওয়া বা খোদাভীতির লেশমাত্র থাকে না।

পক্ষান্তরে আমরা দেখি যে, নবী আর তাঁদের জামা'ত এবং সত্যিকার শিক্ষার অনুসারীরা তাক্বওয়ার সত্যিকার বুৎপত্তি রাখেন। এই পৃথিবীতে বসবাস করেও, জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তারা তাক্বওয়ার সন্ধানে থাকে এবং তাক্বওয়ার পথ অনুসরণ করে। আমার কাছে শত শত পত্র আসে যাতে এই কথা লেখা থাকে যে, (দোয়া করুন) আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে এবং

আমাদের সন্তান-সন্ততির জীবনে যেন তাক্বওয়া সৃষ্টি করেন। তাদের জীবনে এই যে পরিবর্তন, তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করা এবং বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষার সচেতনতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

এই বাসনা এবং খোদার সাথে সম্পর্ক আর খোদাভীতি বা খোদার ভয় নিঃসন্দেহে তাদেরকে জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি উদাসীন করেছে কিন্তু জাগতিক নিয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হন নি। আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকেও স্বীয় দানে ভূষিত করেন আর তাঁদের সত্যিকার মান্যকারী এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারীদেরকেও জাগতিক নিয়ামতে ভূষিত করে থাকেন। অনেক সময় সাময়িক কষ্ট এবং অ-সাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়ে থাকে কিন্তু পুনরায় খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হয় এবং অবস্থায় পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে মুত্তাকীরা সল্পে তুষ্ট থেকে অভ্যস্ত আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সামান্য অসচ্ছলতাকে সানন্দে মাথা পেতে নেন আর খোদার কৃপার ফলে যে নিয়ামতই লাভ হয় তার জন্য তারা তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যার ফলে খোদা তা'লার স্বল্প দানেও মুত্তাকীদের মাঝে কৃতজ্ঞতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতার অভ্যাসে অভ্যস্ত যারা তাদের ওপর তিনি বর্ধিত কৃপাবারি বর্ষণ করেন। আর এই সমস্ত কৃপারাজি প্রত্যক্ষ করে একজন প্রকৃত মু'মিন পুনরায় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কুরবানী দিয়ে থাকে। আজকের এই যুগে এ বিষয়ের সত্যিকার অনুভূতি বা বুৎপত্তি আমরা আহমদীরাই রাখি যাদের সামনে রয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ আর একই সাথে তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাসের যুগ ও তাঁদের আদর্শ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, দেখ! রসূল করীম (সা.)-এর হাত থেকে মানুষ সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। একইভাবে সাহাবা (রা.)-এর কাছ থেকেও মানুষ সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লার মোকাবেলায় কোন কিছুকেই তারা গুরুত্ব দেন নি আর এর ফলে অবশেষে খোদা তা'লা তাঁদেরকে সবকিছু দিয়েছেন বা সকল দানে ধন্য করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার খাতিরে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। যদিও তাঁর বংশের অর্ধেক সম্পত্তির তিনি মালিক ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাবী যাকে আল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে আহমদীত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন, তিনি তাঁকে অকর্মণ্য মনে করতেন। অনেক অসচ্ছলতা ও কষ্ট ছিল কিন্তু (পরবর্তীতে) খোদা তা'লা তাঁকে সব কিছু দিয়েছেন। এই অবস্থার চিত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক পঙক্তিতে এভাবে অংকন করেছেন যে,

লুফাযাতুল মাওয়ায়িদে কানা উকুলী
ফা সিরতুল ইয়াওমা মিতাআমাল আহালী

অর্থাৎ **"এমন এক সময় ছিল যখন আমি ছিলাম মানুষের উচ্ছিষ্টভোগী আর আজ আমার দস্তরখান থেকে হাজারো মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে।"**

আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের ঈমান আজ এই কারণে অবশ্যই দৃঢ়তা লাভ করে যখন আমরা তাঁর প্রারম্ভিক যুগ এবং পরের যুগের তুলনা করি। এই অবস্থার চিত্র সমধিক স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা-মাতা হয়তো তাঁর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করে থাকবেন কিন্তু তিনি যখন বড় হন এবং তাঁর মাঝে জগৎ বিমূখতা সৃষ্টি হয় তখন তাঁর পিতা তাঁর এই অবস্থা দেখে আক্ষেপ করতেন যে, আমাদের ছেলে কোন কাজের নয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যার কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, এক শিখ তাকে (রা.) বলেছেন, আমরা দুই ভাই ছিলাম। আমরা হযরত মির্যা সাহেবের কাছে যেতাম অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের কাছে। একবার তিনি আমাদের পিতাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে বলেন, আপনি তার কাছে যাওয়া-আসা করেন তাই তাকে একটু বুঝান। তিনি যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে যান, তিনি বলেন যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম যে, আপনার পিতা এই কথা ভেবে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন যে, তার ছোট পুত্র বড় ভাইয়ের দেয়া খাবার খেয়েই লালিত পালিত হবে। সে কোন কাজ করে না। তাকে বল আমার জীবদ্দশায় কোন চাকুরি করতে। আমি চেষ্টা করছি সে যেন কোন ভালো চাকুরি পায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা বলেন, আমি মারা গেলে আয় উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই শিখ বলেন, আমরা যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কাছে গেলাম আর তাঁর সামনে তাঁর পিতার চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ করলাম এবং বললাম যে, আপনার অবস্থা দেখে তাঁর খুব দুঃখ হয় আর তিনি অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব বলেন, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে গোলাম আহমদের কী হবে? তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বললেন, আপনি আপনার পিতার কথা কেন শিরোধার্য করেন না?

তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা কপুরথলায় বা কপুরথলা স্টেটে তাঁর (আ.) জন্য কোন কাজের চেষ্টা করছিলেন আর স্টেট তখন তাঁকে স্টেটের শিক্ষা কর্মকর্তা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় আর এর অফার বা প্রস্তাবও এসে যায়। সেই শিখ বলেন, আমরা যখন এ কথা বললাম যে, আপনি নিজের পিতার কথা কেন শিরোধার্য করেন না, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উত্তর দেন যে, আমার পিতা অনর্থক চিন্তা করেন। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কেন চিন্তিত হন। আমার যার চাকুরি গ্রহণ করা ছিল করে রেখেছি। তিনি বলেন, এরপর আমরা ফিরে আসলাম আর মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবকে সব কথা বললাম। তখন মির্যা সাহেব বলেন যে, সে যদি এ কথা বলে থাকে তাহলে ঠিক আছে কেননা সে মিথ্যা বলে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের সূচনা ছিল আর তখনও তিনি পরম মার্গে পৌঁছেন নি কিন্তু সাময়িক যেই পরাকাষ্ঠা দেখা যায় তা হলো, তাঁর মৃত্যুর সময় সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর জন্য সর্বস্ব উজাড় করতে প্রস্তুত ছিল। আমি যে পঙক্তির কথা বলেছি, যা পূর্বেই পাঠ করেছি যে,

লুফাযাতুল মাওয়ায়িদে কানা উকুলী
ফা সিরতুল ইয়াওমা মিতাআমাল আহালী

অর্থাৎ **"এমন এক সময় ছিল যখন আমি ছিলাম মানুষের উচ্ছিষ্টভোগী আর আজ**

আমার দস্তরখান থেকে হাজারো মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, তাঁর সূচনা কত তুচ্ছ ছিল কিন্তু তাঁর সমাপ্তি এমন হয়েছে যে, যারা লঙ্গরখানায় খিদমত করতো বা কাজ করতো তারা ব্যতিরেকে দৈনিক দুই থেকে আড়াই শত মানুষ খাবার খেতো। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিও তাঁর ভাইয়ের মত তাদের অর্ধেক সম্পত্তির অংশীদার ছিলেন কিন্তু জমিদারদের সাধারণ রীতি হলো, যে বেশি কাজ করতো সে সম্পত্তির প্রকৃত অংশীদার গন্য হতো, আর যে কাজ করতো না তাকে সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে গন্য করা হতো না; আর এই রীতি সেই যুগে আরো ব্যাপক ছিল। মানুষ সচরাচর বলে বসে, যে কাজ করে না, সে সম্পত্তির অংশ কিভাবে পেতে পারে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের প্রথম দিকে তাঁর কাছে যখন কোন সাক্ষাৎ প্রত্যাশী আসতো তখন নিজ ভাবীর কাছে খাবার চেয়ে পাঠালে তিনি বলে বসতেন, অনর্থক বসে বসে খাচ্ছে, কাজ-কর্ম কিছুই তো করে না। এর পর সেই খাবার তিনি অতিথিদেরকে খাইয়ে দিতেন আর নিজে অনাহারে কাটাতেন বা সামান্য ছোলা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কুদরত দেখুন, যেই ভাবী তখন তাঁকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন সেই ভাবীই পরে আমার হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এক কথায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন কোন কাজের সূচনা করা হয় তখন এর সূচনা খুব একটা চোখে পড়ে না কিন্তু এর পরিসমাপ্তি দেখে জগৎ হতভম্ব হয়। আজও আমরা দেখি, শুধু কাদিয়ান নয় বরং কাদিয়ানের বাইরে পৃথিবীর অনেক দেশে তাঁর অতিথিশালা বা লঙ্গরখানা কাজ করছে। তখন হয়তো দু'তিনটি তন্দুরে খাবার প্রস্তুত হতো বা লঙ্গর চলছিল কিন্তু আজ আমরা দেখি, কাদিয়ানে, রাবওয়ায় আর এখানে অর্থাৎ লন্ডনেও তাঁর অতিথিশালায় রুটির প্লান্ট লাগানো আছে, আর এক বেলায় লক্ষ লক্ষ রুটি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এখানে জলসার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তাতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে লঙ্গর বা আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ব্যাপক। এবার আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যেভাবে পূর্বেই বলেছি যে, অনেক সাংবাদিকও এসেছিলেন, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকেরা এসেছেন। তারা আমাদের লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা ও খাবার রান্না হতে দেখে আর রুটির প্লান্ট দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। মেশিনের রুটি সবারই পছন্দ হয়। এক সাংবাদিক যখন দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তখন তিনি খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন তাকে রুটি দেয়া হয়। তিনি তা খেয়েছেন এবং তার খুব পছন্দ হয়। তিনি সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আর খেতে পারি কি? আহমদী যিনি সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে খান এবং যত ইচ্ছা খেতে পারেন কেননা এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা, এখানে খাবারের কোন ঘাটতি নেই।

এক যুগ এমন ছিল যখন একজন মেহমান আসলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের খাবার তাকে দিয়ে দিতেন এবং নিজে অনাহারে যাপন করতেন আর কোথায় দেখুন আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর দস্তরখানে বা অতিথিশালায় খাবার খাচ্ছে। আর এখানেই এর শেষ নয়। এইসব লঙ্গর খানা বা অতিথিশালা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। লক্ষ লক্ষ মানুষ বরং কোটি কোটি মানুষ তাঁর লঙ্গরখানা বা দস্তরখানে বা অতিথিশালায় খাবার খাবে। আর এভাবে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ তাঁকে মানার পর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে।

আজ জাগতিক আয় উপার্জনকারী আহমদীদের মাঝে কুরবানীর বা ত্যাগের যে মান চোখে পড়ে সেটিও সব কিছু নয়, এই কুরবানীর মানও ইনশাআল্লাহ্ উন্নত হতে থাকবে। সুতরাং কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি শুধু লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনাকেই গভীর দৃষ্টিতে দেখে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক অবস্থা এবং যুগকে যদি সামনে রাখে তাহলে এটিই তাঁর সত্যতার অনেক বড় একটি নিদর্শন আর এটি অবশ্যই আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। এছাড়া আমরা যখন দেখি যে, পুরো ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্য জামা'তের মাঝে আর্থিক কুরবানীর যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে তাও সেই তাক্বওয়ারই ফলাফল যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ততার ফলে আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের মাঝে প্রকৃত তাক্বওয়া সৃষ্টির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করুন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক এবং কিছু ঘটনার ওপর আলোকপাত করে থাকেন। তিনি যেভাবে বর্ণনা করেন এবং যে উপসংহার টানেন বা ফলাফল বের করেন সেটিও তাঁরই এক বিশেষত্ব। একজন সাধারণ মানুষ কোন ঘটনার বাহ্যিক অবস্থাকে হয়তো উপভোগ করতে পারে বা উপভোগ করাই সার কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তা থেকে বড় সূক্ষ্ম কথা বের করেন আর তাও আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় এবং আমাদেরকে তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খাওয়ার রীতি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খাওয়ার রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমি অন্য কাউকে সেভাবে খেতে দেখি নি। তিনি (আ.) রুটি থেকে বা চাপাতি থেকে ছোট একটি টুকরো পৃথক করতেন। এরপর সেটিকে গ্রাসে পরিণত করার পূর্বে সেটিকে আঙ্গুল দ্বারা টুকরো টুকরো করতেন আর সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ বলতেন এরপর সেগুলো থেকে একটি ছোট টুকরো নিয়ে তরকারিতে স্পর্শ করে মুখে নিতেন। তিনি (আ.) এতে এতটা অভ্যস্ত ছিলেন যে, যারা দেখতো তারা আশ্চর্য্য হতো আর অনেকেই ভাবতো যে, তিনি রুটির ভিতর হালাল টুকরো সন্ধান করছেন। সত্যিকার অর্থে এর পিছনে যে প্রেরণা কাজ করতো তা হলো, আমরা খাবার খাচ্ছি অথচ খোদার ধর্ম সমস্যায় কবলিত। প্রতিটি গ্রাস তাঁর গলায় আটকে যেত আর সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ বলে তিনি যেন খোদার দরবারে ক্ষমা চাইতেন যে, তুমিই এই খাদ্য পানীয়ের মুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করেছ অর্থাৎ খাবার খাওয়া বা খোরাকের মানুষ মুখাপেক্ষী; নতুবা ধর্মের সমস্যার সময় এই খাবার কোনভাবেই আমাদের জন্য বৈধ ছিল না। মনে হতো

যে, সেই খাবারও এক ধরণের সংগ্রাম বা এক ধরনের যুদ্ধ তার কাছে যুদ্ধ মনে হতো। ইসলাম এবং ধর্মের সমর্থনে তাঁর হৃদয়ে যে সূক্ষ্ম আবেগঅনুভূতি বিরাজ করতো এই যুদ্ধ হতো তার এবং সেই সব চাহিদার মাঝে যা প্রাকৃতিক বিধান পূর্ণ করার জন্য খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ ধর্মের সমর্থনে তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ অনুভূতি বিরাজ করতো তার মাঝে এবং খাওয়া, তৃষ্ণা নিবারণ করা ইত্যাদি মানবিক চাহিদার মাঝে এক ধরণের যুদ্ধ চলতো। তাঁর খাবার খাওয়াও একটি বাধ্য বাধকতা ছিল কিন্তু তাঁর আসল চিন্তা ছিল ধর্মের সমর্থন এবং ইসলামের উন্নতির।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই আদর্শ এই দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, আমরা যখন খোদার নিয়ামতরাজি ব্যবহার করি প্রথমত তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাঁর তসবীহ্ করা উচিত আর একই সাথে ধর্মের বিরাজমান অবস্থা দেখে ব্যথিত হওয়া উচিত এবং এই চেষ্টা করা উচিত যে, কিভাবে ধর্ম প্রচার ও প্রসারে আমরা ভুমিকা রাখতে পারি। খাবার খাওয়ার যে রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছিল তার মাধ্যমে তসবীহ্র বিষয়টি আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে কুরআনের আয়াত "ইউসাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয " অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু খোদার তসবীহ্-তে রত এই আয়াত থেকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই গূঢ় কথা বের করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন খাবার খেতেন, পূর্বেও এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বড় কষ্টে তিনি একটি টুকরো খেতেন। যখন তিনি খাবার খেয়ে উঠতেন তখন রুটির অনেক ছোট ছোট টুকরো তাঁর সামনে দেখা যেত কেননা যেভাবে বলেছি যে, তাঁর অভ্যাস ছিল রুটি টুকরো টুকরো করা। কোন টুকরো নিয়ে তিনি মুখে রাখতেন আর বাকী টুকরো দস্তরখানেই পড়ে থাকত। তিনি (রা.) বলেন, জানা নেই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেন এমনটি করতেন কিন্তু অনেকেই বলতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটিই সন্ধান করতেন যে, রুটির টুকরোগুলোর মাঝে কোনটি তসবীহ্ করেছে আর কোনটি করে নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখে এমন কথা শুনেছি বলে এখন আমার মনে নেই কিন্তু এই কথা আমার মনে আছে যে, মানুষ এমনই বলতো। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "ইউসাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয" অর্থাৎ আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থেকে তসবীহ্র ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। এখন আল্লাহ্ তা'লা কেন বলছেন যে, আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ্ করছে অথচ সেই তসবীহ্র ধ্বনি শুনা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। আমাদের জন্য যা শুনা সম্ভব নয় তা আমাদেরকে বলারও কোন প্রয়োজন ছিল না অর্থাৎ আমরা যা শুনতে পারি না তার আমরা কি বুঝবো। তাই খোদার এটি বলার উদ্দেশ্য কী? কুরআনের কোথাও কি এটি লিখা আছে যে, জান্নাতে অমুক ব্যক্তি যেমন আব্দুর রশীদ নামের ব্যক্তি দশ হাজার বছর ধরে বসে আছে? এটি উল্লেখ করলে যেহেতু আমাদের কোন লাভ হওয়ার ছিল না তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এমন কথা বলেননি।

তাই প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ তা'লা যে বলছেন, "ইউসাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয" অর্থাৎ আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু খোদার তসবীহ্ করছে এর অর্থ এটিই হতে পারে যে, হে মানব মন্ডলি! এই তসবীহ্ বা খোদার এই পবিত্রতার গান শোন। আমরা যখন বলি, চন্দ্র উদিত হয়েছে, এর অর্থ হলো মানুষের এসে সেই চন্দ্র দেখা উচিত। অথবা আমরা যখন বলি যে, অমুক ব্যক্তি গান গাইছে এর অর্থ হবে, চল তার গান শোন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন যে, "ইউসাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয" অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু খোদার পবিত্রতা ঘোষণা করছে এর অর্থ হলো তোমরা এই পবিত্রতার গান শোন।

তাই বুঝা গেল যে, এই তসবীহ্ এমন যা শোনাও সম্ভব। একটি শোনা হলো নিম্ন মানের আরেকটি হলো উচ্চ মানের। কিন্তু উচ্চ মানের শ্রবণ তাদের জন্যই সম্ভব যাদের অনুরূপ কান এবং চোখ থাকে। একারণেই মু'মিনদেরকে যখন বলা হয় যে, যখন খাবার শুরু করা হয় তখন তার বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলা উচিত, খাবার শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা উচিত, কাপড় পরিধান করলে বা অন্য কোন দৃশ্য দেখলে অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুসারে তসবীহ্ করা উচিত। অতএব এক কথায় মু'মিনের তসবীহ্ বলতে যা বুঝায় তা হলো এই সমস্ত বস্তু নিচয়ের জন্য তসবীহ্ বা পবিত্রতার গান গাওয়ার সত্যায়ন করা অর্থাৎ কাপড়ের তসবীহ্, খাবারের তসবীহ্ এবং অন্য সব জিনিসের তসবীহ্র সে সত্যায়ন করে।

খাবার খাওয়ার সময় মানুষ যখন বিসমিল্লাহ্ বলে, খাওয়া শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, কাপড় পরিধান করার সময় দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। এসব কাজ যা মানুষ নিজে করছে আসলে এর মাধ্যমে সেই সমস্ত বস্তু নিচয়ের পক্ষ থেকে তসবীহ্ হয়ে থাকে। সেগুলো দেখে মানুষ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এটি সেসব বস্তুর পক্ষ থেকে তসবীহ্ বলে গণ্য হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, কতজন আছে যারা এটি মেনে চলছে। তারা দিবারাত্র পানাহার করে, পাহাড় অতিক্রম করে, নদী দেখে, সবুজের মেলা প্রত্যক্ষ করে, গাছপালা এবং শষ্য ক্ষেত হিল্লোলিত হতে দেখে বা পাখিদের কলতান শুনে কিন্তু তাদের হৃদয়ে এর কি প্রভাব পড়ে? তাদের হৃদয়েও এর মোকাবেলায় তসবীহ্র প্রেরণা সৃষ্টি হয় কি? যদি না হয় তাহলে তারা এসব জিনিসের তসবীহ্ শুনে নি। তোমরা বলবে যে, আমাদের কানে তসবীহ্র কোন ধ্বনি আসে না। আমি বলছি, অনেক ধ্বনি কান হতে নয় বরং ভিতর থেকে অর্থাৎ হৃদয় থেকে উত্থিত হয়।

তাই প্রতিটি কৃতজ্ঞতা যা মানুষ কোন কিছুর জন্য প্রকাশ করে বা আল্লাহ্ তা'লার কোন কুদরতকে দেখে যখন সে সুবহানাল্লাহ্ বলে তখন মানুষের এই তসবীহ্ করা বা খোদার পবিত্রতার গান গাওয়া আসলে সেসব বস্তু নিচয়েরই তসবীহ্ কিন্তু তা নিঃসৃত হয় মানুষের মুখ থেকে, এই বিষয়টি বুঝতে হবে। তসবীহ্র এই রীতিও আমাদের অবলম্বনের চেষ্টা করা উচিত বরং সত্যিকার তাক্বওয়া হলো এমন তসবীহ্ করাকে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করা।

এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের ওপর আক্রমণকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য এবং ইসলামের সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এক খ্রীস্টান আসে এবং সে বলে যে, আপনি তো বলেন কুরআনের ভাষা বা language হলো সব ভাষার জননী অথচ ম্যাক্সমুলার প্রমুখ লিখেছেন যে, উম্মুল আলসেনাহ্ (সব ভাষার জননী) সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এরপর মানুষ ধীরে ধীরে তার বিস্তার করে বা বিস্তৃত করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা ম্যাক্সমুলারের এই সূত্র মানি না যে, উম্মুল আলসেনাহ্ (সব ভাষার জননী সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যাহোক বিতর্ক সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা এই সূত্রকে স্বীকার করি, এখন চলুন আরবী ভাষাকে দেখি যে, তা এই মাপকাঠিতে পাশ করে কিনা? সেই ব্যক্তি এটিও বলেছিল যে, ইংরেজী ভাষা আরবীর মোকাবেলায় অতি উন্নত মানের।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইংরেজী জানতেন না কিন্তু তিনি বলেন যে, ঠিক আছে, আপনিই বলুন, 'আমার পানি' বাক্যের ইংরেজীতে অনুবাদ কী হবে। সে বলে, My water। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আরবীতে তো এটিকে কেবল "মাঈ" বলা হয়। "মাঈ" বললেই এই অর্থ প্রকাশ পায়। এখন আপনি বলুন যে, My water বেশি সংক্ষিপ্ত না "মাঈ" বেশি সংক্ষিপ্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদিও ইংরেজী জানতেন না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মুখ থেকে এমন শব্দ নিঃসৃত করেন যে, আপত্তিকারী নিজেই ফেঁসে যায়। সে খুবই লজ্জিত এবং নির্বাক হয়ে যায় আর বলে, তাহলে তো আরবীই সংক্ষিপ্ততম ভাষা হলো। এটিই পবিত্র কুরআনের বাস্তব চিত্র।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ সবসময় এমন সব মানুষ সামনে আনতে থাকবেন যারা কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা রাখবে এবং এর তফসীরকারী হবে। তাঁরা শত্রুদেরকে তাদের আক্রমনের এমন উত্তর দিবে যে, তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত তিনি কুরআনে এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, আপত্তিকারী যে আপত্তিই করুক না কেন তার উত্তর এতেই নিহিত রয়েছে।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, স্যার সৈয়্যদ আহমদ খাঁন তার স্বীয় যুগে খ্রীস্টানদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দাড় করিয়েছেন যিনি এত দীর্ঘকাল শত্রুর মোকাবেলা করেছেন যে, তাঁর ইন্তেকালে শত্রুরাও এই কথা স্বীকার করেছে যে, তিনি ইসলামের সুরক্ষা এত অসাধারণ ভাবে করেছেন যে, তাঁর পূর্বে অন্য কোন মুসলমান আলেম এভাবে ইসলামের সুরক্ষার কাজ করে নি। এটি ***"ওয়াল্লাহু ইয়াসেমুকা মিনান্ নাস"***-এরই কারিশমা ছিল।

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তিনি তাকে (সা.) অবশ্যই রক্ষা করবেন। শত্রুরা যখন তরবারীর মাধ্যমে আক্রমণ হানে তখন তিনি তাদের তরবারীকে ভোঁতা করে দেন। শত্রুর তরবারী ভেঙ্গে গেছে। আর তারা যখন ইতিহাসের মাধ্যমে হামলা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন মুসলমানদের দাঁড় করিয়েছেন যারা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান করে শত্রুর আপত্তির খণ্ডন করেছেন আর স্বয়ং বিরোধীদের প্রবীনদের ইতিহাস খুলে বলেছেন যে, তারা ইসলামের ওপর যে আপত্তি করছে তা তাদের নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধেই বর্তায়। আর আপত্তির যে অংশ কুরআন এবং হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং পরিষ্কার করেছেন।

সুতরাং আজও যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য বা রচনাবলীর মাধ্যমে আমরা তাদের মুখ বন্ধ করতে পারি। তাই এদিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মের সমর্থনে স্বয়ং নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন আর যুক্তি প্রমাণও জানিয়ে থাকেন বা অবহিত করেন। যারা জ্ঞানগত রুচি রাখে তাদের বক্ষ তিনি উন্মোচিত করেন। কিন্তু অনেকেই এমনও হয়ে থাকে যারা জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও

খাবার খাওয়ার সময় মানুষ যখন বিসমিল্লাহ্ বলে, খাওয়া শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, কাপড় পরিধান করার সময় দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। এসব কাজ যা মানুষ নিজে করছে আসলে এর মাধ্যমে সেই সমস্ত বস্তু নিচয়ের পক্ষ থেকে তসবীহ্ হয়ে থাকে। সেগুলো দেখে মানুষ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এটি সেসব বস্তুর পক্ষ থেকে তসবীহ্ বলে গণ্য হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, কতজন আছে যারা এটি মেনে চলছে। তারা দিবারাত্র পানাহার করে, পাহাড় অতিক্রম করে, নদী দেখে, সবুজের মেলা প্রত্যক্ষ করে, গাছপালা এবং শষ্য ক্ষেত হিল্লোলিত হতে দেখে বা পাখিদের কলতান শুনে কিন্তু তাদের হৃদয়ে এর কি প্রভাব পড়ে? তাদের হৃদয়েও এর মোকাবেলায় তসবীহ্‌র প্রেরণা সৃষ্টি হয় কি?

আলেম সাজার আতিশয্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বসে যার ফলে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয় বরং বিরোধীরা হাসি ঠাট্টার সুযোগ পায়। এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মানুষ ধর্মের মাঝে নতুন নতুন বিষয়াদির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে আর তারা এটিও বুঝে উঠতে পারে না যে, এটি কত লজ্জাষ্কর বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে বাটালা নিবাসী এক বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আহমদীয়াতও গ্রহণ করেছেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, আরবী ভাষা হলো সব ভাষার জননী। সব ভাষা এটি থেকে উৎসারিত হয়েছে। তখন বাটালা নিবাসী এই আহমদী এই বিষয়টিকে নিয়েই কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান বেশী ছিল না, আরবীর খুব একটা বোধ-বুদ্ধি ছিল না। তিনি এচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন যে, আমরা প্রমাণ করব, সব শব্দ আরাবী ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভাষা জানতেন ও ব্যাকরণ জানতেন এবং ভাষা সম্পর্কে অবগত ও অবহিত ছিলেন তাই তিনি যে বিষয়েরই অবতারণা করতেন তা জ্ঞানের ভিত্তিতেই করতেন। সবকিছু কুরআনে বিদ্যমান মর্মে তিনি একথা বুঝান নি যে, কুরআনে কামারের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে বা কৃষিকাজের নীতি কি তা-ও লিখা আছে। সব কিছু কুরআনে বিদ্যমান এর অর্থ হলো সমস্ত ধর্মীয় প্রয়োজনীয় বিষয়াদী কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু সেই ব্যক্তি ধরে নিয়েছেন যে, কুরআনে সব কিছু আছে। এটি নিয়ে যখন তিনি অনেক বেশী হইচই আরম্ভ করেন এবং সব জায়গায় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এটি বলা আরম্ভ করেন যে, সবকিছু কুরআনে আছে তখন মস্তিষ্ক বিকৃত এক ব্যক্তি বলে যে, কুরআনে আলু এবং মরিচের কথা কোথাও নেই। আর এই ব্যক্তিরও কোন উত্তর দেয়ার ছিল। তিনি তখন বলেন যে, "আল্লাওয়ালু ওয়াল মারযান"-এর অর্থ হলো আলু এবং মরিচ। কিন্তু আসলে এর অর্থ হলো, পদ্মরাগমণি এবং প্রবাল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, এক দিকে অন্ধকারের আধিক্য দেখুন যে, অনেকের মতে ফুকাহা বা ফকীহ্দের কথাও আল্লাহ্‌র কথার মত, যা পরিবর্তন হয় না। তারা ফুকাহা বা জ্ঞানী লোকদের কথাকেই প্রাধান্য দেয়। তারা বলে যে, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। কোন ফকীহ্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটিই চুড়ান্ত কথা, সেটিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে না। অপরদিকে মানুষ বিভিন্ন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এটি থেকে আমার একটি কথা মনে পড়ল যে, ১৯৭৪-এর দাঙ্গার সময় একবার ফয়সালাবাদে এক মৌলভী সাহেব বক্তৃতা করছিলেন আর "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ"-এর ব্যাখ্যা করছিলেন যে, কুরআনে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" লিখা আছে। এর অর্থ হলো আহমদীরা কাফির। তিনি সূরা ইখলাসের এই আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, এমন মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করে, কোন নীতি বা নিয়ম-কানুন নেই অথচ আসল রীতি হল মধ্যম পন্থী হওয়া। পরিবর্তন-পরিবর্ধন গ্রহণের জন্য মানুষকে প্রস্তুত থাকা উচিত কিন্তু পরিবর্তন আনয়ন করা খোদার হাতে। তিনি যখন চান পরিবর্তন আনেন আর তিনি যখন পরিবর্তন আনতে চান পৃথিবী সেই পরিবর্তনকে কখনো বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

এছাড়া কিছু মানুষের ভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কেও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এক ব্যক্তি কাদিয়ানে আসে এবং বলে যে, মির্যা সাহেবকে ইবরাহীম, নূহ , মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (সা.) আখ্যা দেয়া হলে আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা সবসময় বলেন যে, তুমি মুহাম্মদ। এতে মানুষ যখন তাকে বুঝানো আরম্ভ করে তখন সে বলে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে, তিনি নিজেই আমাকে বলেন যে, তুমি মুহাম্মদ। অতএব তোমাদের যুক্তি প্রমাণ আমার ওপর কিইবা প্রভাব ফেলতে পারে? তাই এর কোন প্রভাব পড়েনি। মানুষ যখন বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তারা ভাবলেন যে, একে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করলেই ভালো হবে। তারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে অনুরোধ করেন যে, আপনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে অনুরোধ করে সময় নিন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে বিষয় উপস্থাপন করেন। তিনি (আ.) বলেন যে, ঠিক আছে, তাকে ডাক। তখন সেই ব্যক্তিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সকাশে আনা হয়। সে বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সবসময় বলছেন যে, তুমি মুহাম্মদ। তিনি (আ.) উত্তর দেন যে, আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা সবসময় এটি বলেন না যে, তুমি ইবরাহীম, তুমি মূসা, তুমি ঈসা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে বলেন যে, তুমি ঈসা তখন ঈসার বৈশিষ্ট্য আমার মাঝে সৃষ্টি করেন। যখন তিনি বলেন যে, তুমি মূসা তখন মূসা সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী আমার জন্য প্রকাশ করে থাকেন। আর আপনাকে যদি সবসময় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আপনি মুহাম্মদ তাহলে প্রশ্ন হলো তিনি কি আপনাকে পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব, জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম নিগূঢ় রহস্যও শিখান? তখন সেই ব্যক্তি বলে যে, এমন কিছুই দেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর এটিই পার্থক্য। যদি সত্যিকার অর্থে কেউ কাউকে অতিথি রাখে তাহলে সে তাকে খাদ্যও দেয়। কিন্তু কেউ যদি কারো সাথে ঠাট্টা করে তাহলে তাকে ডেকে তার সামনে হাসি ঠাট্টার ছলে খালি বর্তন বা প্লেট রেখে দেয় আর বলে যে, এটি পোলাও, এটি জর্দা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হাসি ঠাট্টা করেন না। শয়তান হাসি ঠাট্টা করে। যদি আপনাকে মুহাম্মদ বলা হয় আর কুরআনের তত্ত্ব, তথ্য এবং নিগূঢ় রহস্য শিখানো না হয় তাহলে এমন কথা যে বলে সে খোদা নয় বরং শয়তান। আল্লাহ্ তা'লা কিছু বললে সে অনুসারে বস্তুও মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। যদি আপনার সামনে কিছু উপস্থাপন করা না হয় তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনাকে যে মুহাম্মদ বলছে সে খোদা নয় বরং শয়তান। আর সত্য কথা হলো পরিবর্তন আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেন।

সুতরাং এমন মানুষ যারা অনেক সময় কিছু

স্বপ্নের কারণে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বড় বড় দাবি করা আরম্ভ করে দেয় তারা সত্যিকার অর্থে শয়তানের প্রভাবাধীন থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে কিছু দেন তখন সেই দানের ঔজ্জ্বল্যও প্রকাশ করেন, স্বীয় সমর্থন ব্যক্ত করেন, নিদার্শনাবলী প্রকাশ প্রায়। আল্লাহ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তার অনুকূলে কাজ করে। এ অবস্থাই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনে দেখেছি। তাঁর (আ.) মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমরা দ্বিতীয় খলীফার ক্ষেত্রে পূর্ণ হতে দেখেছি। আর আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে শুভ সংবাদ তিনি দিয়েছিলেন, খোদার ব্যবহারিক সাক্ষ্যের কল্যাণে আমরা তা পূর্ণতা লাভ করতে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীর ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন। তারা যেন এই কথা গুলো বুঝে উঠতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোকাররমা সাহেবযাদী আমাতুল বারী সাহেবার। ২০১৫ সনের ৩১শে আগস্ট এবং ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। শ্রদ্ধেয়া আমাতুল বারী সাহেবা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্রি, হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা, হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন এবং সৈয়্যদা আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা নবাব আব্দুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের পুত্রবধূ ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন জনাব আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেব মরহুম এছাড়া তিনি আমার ফুফুও ছিলেন। ১৯২৮ সনের ১৭ই অক্টোবরে কাদীয়ানে তার জন্ম হয়।

১৯৪৪ সনের ২৯ ডিসেম্বর মিঞাঁ আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেবের সাথে যখন তার নিকাহ্ হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জুমুআর খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে কয়েকটি নিকাহ্র ঘোষণা দেন। তিনি (রা.) বলেন, কয়েকটি নিকাহ্ পড়াতে চাই আর আমি এ কথা বেশ কয়েকবার বলেছি যে, কিছুকাল আমি কেবল এমন মানুষের নিকাহ্ পড়াতে পারবো যারা হয় আমার আত্মীয় হবে বা তাদের সাথে আমার সম্পর্ক আত্মীয়ের মত হবে বা যেমন- ধর্মের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করে থাকবে তারা এর অন্তর্গত। এছাড়া অন্য কারও নিকাহ্ তখন পড়াতে পারবো যখন এমন প্রিয়জনদের নিকাহ্ পড়ানোর সময় দরখাস্ত বা অনুরোধ করা হবে। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, আজকে আমি স্নেহের আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেবের নিকাহ্ পড়াতে চাই যে আমার ছোট বোন এবং মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের পুত্র আর মেয়ে বা কনে হলেন মিঞাঁ শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা। এক কথায় ছেলে আমার ভাগিনা আর মেয়ে আমার ভাতীজি।

এরপর তিনি বিভিন্ন নসীহত করেন আর জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন। তখন খানদানের ছেলেদের মধ্য থেকে তিনি ওয়াকফ্ করেছিলেন এবং এদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আজ থেকে ৬০, ৭০ বছর পূর্বে এই ইলহাম ছাপিয়েছিলেন যে, '*তারা নাসলাম বায়ীদা*' আর আমরা খোদা তা'লার বিশেষ কৃপায় এই ইলহামকে এমন ভাবে পূর্ণ হতে দেখছি যে, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সেই নিদর্শনের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য ক্রমবর্ধমান। অনেক নিদর্শন এমন হয়ে থাকে যে, যখন তা ছাপা হয় তখন অনেক বড় মানের নিদর্শন হয়ে থাকে এবং এর মাহাত্ম্যও বেশি হয়ে থাকে কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হতে থাকে সেই নিদর্শনের মাহাত্ম্য ক্রমশ হ্রাস পায়। আর কিছু নিদর্শন এমন হয়ে থাকে যা প্রথম দিকে ছোট মানের হয়ে থাকে কিন্তু কালের প্রবাহে তা বড় হয়ে যায়। কালের প্রবাহে এর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি যখন '*তারা নাসলাম বায়ীদা*' এলহাম হয় তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শুধু দুই পুত্র ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় তাঁর ঘরে আরো কিছু ছেলে মেয়ের জন্ম হয়। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এখন সেই সব ছেলে মেয়েদের প্রজন্ম এই ইলহাম অনুযায়ী বিয়ে করছে এবং '*তারা নাসলাম বায়ীদা*' -র সত্যায়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে নব প্রজন্ম তো সামনে এসেই থাকে তাই এক আপত্তিকারী হয়তো বলতে পারে যে, এটি কিভাবে নিদর্শন হতে পারে, কেননা অধিকাংশ মানুষেরই তো প্রজন্ম বৃদ্ধি পেয়ে থাকে কিন্তু প্রশ্ন হলো কজন মানুষের এমন প্রজন্ম আছে যারা তাদের প্রতি আরোপিত হয় এবং আরোপিত হতে গিয়ে গর্ব বোধ করে। অধিকাংশ মানুষের আওলাদ বা প্রজন্ম এমন হয়ে থাকে যে, তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমার বড় দাদার নাম কি? তারা জানে না। কিন্তু '*তারা নাসলাম বায়ীদা*' এই ইলহাম বলছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রজন্ম তাঁর প্রতি আরোপিত হতে থাকবে এবং মানুষ ইশারা করে বলবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর সত্যতার নিদর্শন।

সুতরাং '*তারা নাসলাম বায়ীদা*' -তে শুধু এই ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি যে, তাঁর বংশ অগণিত হবে বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অসাধারণ মহিমার কথাও এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মর্যাদা এত মহান এবং এত উন্নত যে, তাঁর বংশ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি আরোপিত না হওয়া সহ্য করবে না আর তাঁর প্রতি আরোপিত হওয়ার মাঝেই তাদের মহিমা এবং তাদের মাহাত্ম্য নিহিত। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কেবল এ কথাই অন্তর্নিহিত নয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশ অগণিত হবে বরং এটিরও উল্লেখ রয়েছে যে, সেই বংশ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারা যত বড় মর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন এমনকি রাজত্ব হস্তগত হলেও তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপিত হয়ে গর্ববোধ করবে। সুতরাং '*তারা নাসলাম বায়ীদা*'-এর অর্থ হলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমার বংশ কখনও তোমাকে চোখের আড়াল করবে না আর তোমার বংশ কখনও নিজের দাদাকে ভুলার চেষ্টা করবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ইলহামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, দুঃখের এক দিন আর চারটি বিয়ে। এর অর্থ হলো তাঁর বংশের কেউ কেউ মারাও যাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার রীতি রয়েছে কিন্তু তাঁর বংশ বা প্রজন্ম কমবে না বরং সংখ্যা বাড়তে

থাকবে। একজন মারা গেলে চার জন জন্ম গ্রহণ করবে। যেখানে একজন মারা যায় আর চারজনের জন্ম হয় সেখানে অবধারিত ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশ চিরকাল তাঁর মাহাত্ম্য এবং তাঁর মর্যাদার উচ্চতার নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করবে। তারা চিরকাল তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে গর্ববোধ করবে। যখন তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে তারা গর্ববোধ করবে এর অর্থ হবে অন্য ভাষায় তাঁর সন্তান সন্ততি নিজেদের দাদার মাহাত্ম্য এবং সম্মানকে স্বীকার করবে আর পৃথিবী এই স্বীকারোক্তির মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব শিরোধার্য করবে।

আমি যে বিশদভাবে এটি উল্লেখ করলাম এর কারণ হলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশের লোকদের ওপর এর ফলে অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই দায়িত্বকে বুঝুন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই উক্তিও সব সময় সামনে রাখুন যে, আমাদের প্রতি আরোপিত হয়ে বা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদেরকে বদনাম করো না। সুতরাং শুধু বংশ হওয়াই মাহাত্ম্যের কারণ নয় বরং তাঁর শিক্ষা মেনে চলা এবং তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর সম্মান, মাহাত্ম্য এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই বংশকে এবং এই খানদানকে এই তৌফিক দিন।

দেশ বিভাগের সময় যখন পাকিস্তান গঠিত হয় তখন মরহুমা সেই বাসে সফরের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন যাতে হযরত আম্মাজান এবং খানদানের আরো কিছু মহিলা সফর করছিলেন আর লাহোর পৌঁছে প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি রতনবাগে অবস্থান করেন যেখানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অবস্থান করেছিলেন। এর পরেও তিনি সবসময় লাহোরেই ছিলেন। তার একটি বড় বিশেষত্ব হলো দরিদ্রের লালন ও আতিথেয়তা। তিনি অকৃত্রিম স্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন। প্রায় সময় তাঁর ঘর অতিথিতে ভরা থাকত। যেই ধরণের মেহমানই আসুক না কেন আত্মীয় হোক বা কোন বন্ধু হোক বা অনাত্মীয় কোন দরিদ্র হোক না কেন সর্বোত্তমভাবে আতিথ্য করতেন। এটি তার অনেক বড় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, খুবই সম্মানজনক ব্যবহার করতেন তিনি। অনুরূপভাবে তার পরিচিতির গণ্ডি অনেক ব্যপক ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খানদান ছাড়াও মানুষের সাথে তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। জামা'তের যার সাথেই পরিচয় হয়েছে সে তার ভক্তদের গণ্ডিভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মালির কোটলার অ-আহমদী আত্মীয় স্বজনের সাথেও তিনি সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন বা বজায় রাখতেন। কিছু অতিথি তো সাময়িক হয়ে থাকে কিন্তু স্থায়ী অতিথিও যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশের সদস্যরা, যুবক-যুবতি, ছেলে-মেয়েরা যখন লাহোরে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো আর এছাড়াও আমি দেখেছি যে, অন্যরাও তার ঘরে থাকত এবং তাদেরকেও তিনি সানন্দে আতিথেয়তা করেতেন। আতিথেয়তার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখনই কেউ পৌঁছাত তাৎক্ষনিকভাবে আতিথেয়তার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর জানা ছিল যা তিনি আত্মীয় স্বজনকে শুনাতেন আর এইগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন। তিনি সেই সাচ্ছন্দ্য সবসময় দরিদ্রদের সেবার কাজে লাগিয়েছেন। অনেকের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি নির্বাহ করেছেন আর বিয়ে-শাদি উপলক্ষ্যে খোলা হাতে সাহায্য করতেন। অনুরূপভাবে তার স্বামী মিঞাঁ আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেবের ইন্তেকালের পর নাযারাত তা'লীমের মাধ্যমে তার নামে স্থায়ী বৃত্তি জারি করেন। তিনি পড়ে গিয়েছিলেন তাই কিছু দিন থেকে তার পায়ে ফ্র্যাকচার ছিল, দু'তিনটি অপারেশনও হয়েছে। এর জন্য তার বড় কষ্ট ছিল কিন্তু পরম ধৈর্য্যের সাথে হাসি মুখে তা সহ্য করেছেন। ৩১শে আগস্ট এবং ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে বড় উন্নত মানের চাঁদা দাতা ছিলেন। হিস্যায়ে আমদ, হিস্যায়ে জায়েদাদ, ওসীয়্যত ইত্যাদি নিজ জীবদ্দশায় আদায় করে গেছেন। ১৯৫৮ থেকে ৯২ বা ৯৪ পর্যন্ত লাহোর জেলার লাজনা সংগঠনে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন, সেক্রেটারী ছিলেন এবং সেবা করেছেন। এক যুগে লাহোর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবেও কাজ করেছেন। আমি যেভাবে বলেছি, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার, আমি তাকে আপন পর সবার কাজে যেভাবে আপন জনের মত অংশ নিতে দেখেছি অন্য কাউকে সেভাবে অংশ নিতে দেখিনি। কেউ যদি কোনভাবে তার সেবা করে থাকে তাহলে তাকে তার প্রতিদান দিতেন। মুনির হাফেযাবাদী সাহেব বলেন যে, ১৯৮৯ সনের জুবিলী জলসায় যখন কাদিয়ানে মুনির হাফেযাবাদী সাহেব কিছুটা সেবার তৌফিক পেয়েছেন তখন তিনি তাকেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাগড়ির একটি টুকরা তবারক হিসেবে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এবার বন্ধুরা দেখে থাকবেন যে, আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় আমি ভিন্ন রঙের একটা কোট পরেছিলাম যা সবুজ ছিল না, কিছুটা ভিন্ন রঙের ছিল। এই কোট তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোট ছিল যা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের কাছে ছিল। এরপর উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছে আসে আর তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমি এটি তোমাকে দিচ্ছি। খিলাফতের সাথে তাঁর পরম উন্নত মানের সম্পর্ক ছিল, শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সম্পর্ক ছিল। আমাকে সব সময় ফোন করতেন, কথা বলার গভীর ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। সব সময় তাঁর এই চিন্তা ছিল যে, আমার সন্তানদের আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের তৌফিক দিন। তারা যেন সব সময় একতাবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আওলাদ বা সন্তানদের তাঁর পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তারা যেন ঐক্যের বন্ধনে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন। আমি যেভাবে বলেছি, নামাযের পর আমি তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৪র্থ কিস্তি)

হে যুবকগণ! যে সত্যকে অস্বীকার করে তার সামনে সত্যের প্রমাণ স্পষ্ট করা বা যে সত্য বলে এবং তাক্বওয়া ও ঈমানকে নিষ্কলুষ রাখে আর শয়তানের পথ অনুসরণ করে না তার পুরস্কার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি এমন লোক সম্পর্কে তোমরা আমাকে বল; যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি আর এ কারণে তাঁকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয়; তাঁকে অসম্মান নয় বরং সম্মান করা হয়। তাঁর প্রভু সকল ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গ দেন, তাঁর চাহিদা দ্রুত পূরণ করেন, তাঁর জীবন-জীবিকা, তাঁর মান্যকারী জামা'ত ও তাঁর দলকে তিনি কল্যাণমন্ডিত করেন। সৃষ্টি বা মানুষের পক্ষ থেকে তার প্রাপ্ত সাহায্য এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে প্রথম দিকে তা ভাবাই যেতো না। তিনি তাঁকে খ্যাতি দান করেন আর পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে তথা সকল অঞ্চলে আর দেশের সকল স্থানে ও সকল কোনে তা ছড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর মর্যাদা সমুন্নত এবং আধিপত্য বিস্তৃত করেন আর সকল ক্ষেত্রে তাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন। মানুষের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে দেন। সমস্যার সময় তাঁর দোয়া গ্রহণ করেন, তাঁর শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন আর তাঁর জন্য স্বীয় নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দান করেন, যে কারণে মানুষের হিংসা হয়। যে তাঁর সাথে মুবাহিলা করে তাকে তিনি ধ্বংস করেন আর যে তাঁকে অসম্মান করে তাকে তিনি অপদস্ত করেন। তিনি তাঁর সুনাম ছড়িয়ে দেন এবং সকল প্রকার লাঞ্ছনা হতে তাঁকে নিরাপদ রাখেন তাছাড়া কিছু নীচ ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে যা বলে বেড়ায় তা হতে তিনি তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।

এমন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেন যা সিদ্দীকদের (সত্যবাদীদের) ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া হয় না আর এমন সব সমর্থন তাঁর পক্ষে প্রকাশ করেন যা কেবল সত্যবাদীদেরকেই দেয়া হয়।

তিনি তাঁর আয়ুষ্কাল, তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তাঁর কথা, যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনে কল্যাণ নিহিত রাখেন। তাঁর উক্তি ও দৃষ্টির কল্যাণে অগণিত মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাছে তাঁকে আরো প্রিয়তর করে তোলেন। তাঁর চতুষ্পার্শে তিনি নিষ্ঠাবানদের একটি বাহিনী সমবেত করেন। তাঁকে তিনি এমন এক শস্যভূমি হিসেবে প্রকাশ করেন যা স্বীয় অঙ্কুর উদ্‌গত করে, অথচ পূর্বে তাঁর সাথে একব্যক্তিও ছিল না। এরপর তিনি তাঁকে একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত করেন যার ছায়া ও ফলের ওপর নির্ভর করে অগণিত মানুষ আর এর মাধ্যমে হৃদয় জমিকে সঞ্জীবিত করেন আর তা সতেজ হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর সত্যতার প্রমাণের মাধ্যমে চেহারায় সজীবতা দেন ফলে তারা সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আর এর মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কান আর পর্দাবৃত হৃদয় খুলে দেন; হে যুবারা! তোমরা এমনটিই হতে দেখেছ। আমার জামা'তের কতক সদস্য কীভাবে অলৌকিক দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেছেন তা তোমরা দেখেছ; এমনকি তাদের কতককে এই জামা'তে যোগ দেয়ার অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছে বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিষ্ঠা ও ঈমানের জোরে তাঁরা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা শাহাদতের শরবত স্বচ্ছ মদের ন্যায় পান করেছেন। ঐশী প্রেমে নেশাচ্ছন্নদের মত জীবন বিসর্জন দিয়েছেন; দৃষ্টিবানের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কসম! এই অধম যৌবনের প্রারম্ভ হতে আজ পর্যন্ত পরম দয়ালু খোদার বিভিন্ন ধরনের দান-দক্ষিণায় ধন্য হয়ে আসছে। কোনো সময় তাঁর জন্য একটি নিয়ামত বিলম্বিত হলে অন্য নিয়ামত অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই কোনো শত্রুর পক্ষ থেকে কোনোভাবে তার মানহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবার প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রতিহত করেছেন। সকল যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করেছেন। তিনি এমন এক পরিণত পর্যায়ে পৌঁছেন যখন খোদার সাহায্য তাঁর অনুকূলে কাজ করে, সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর সন্দেহের আবরণ অপসৃত হয়। তাঁর কাছে দলে দলে জনসমাগম ঘটে। যারা বলতো, এটি তুমি কোথা থেকে পেয়েছ? খোদা তাদের দেখিয়েছেন, এটি তাঁর নিজেরই পক্ষ থেকে। যারা চাইতো তিনি লাঞ্ছিত হোন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় লাঞ্ছনা ও ধ্বংস তাদেরই পরিণাম হয়েছে আর তিনি তাদের ওপর কুঠারাঘাত করেছেন। যখনই তারা মাথাচাড়া দিয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে তাদের আঘাত করা হয়েছে। তাদের মাঝে সুচিন্তাশীল হৃদয় ও শোনার মত কান সৃষ্টি করা আর তারা যাতে জাগ্রত হয় এবং তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা সৃষ্টি হলো এর উদ্দেশ্য। তাদের অনেকেই এমন আছে যারা মুবাহিলা করে লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হয়ে গেছে বা তাদের বংশ নির্মূল হয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ঔদাসিন্যের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা।

তারা যত ষড়যন্ত্র করেছে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দার পক্ষ থেকে সে সবকিছু প্রতিহত করেছেন, যদিও তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত ভয়াবহ ছিল। তিনি প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারীর ওপর কোনো না কোনো শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে কেউ তাঁর বান্দার বিরুদ্ধে দোয়া করেছে তিনি তার দোয়া ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলত কাফিরদের দোয়া কেবল ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়। যারা দুর্বল এবং যারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অনবহিত, তাদের আন্তরিক বন্ধু হয়ে তিনি মুবাহিলার সময় এদের হর্তা-কর্তাদের ধ্বংস করেছেন।

এভাবে তিনি অনিষ্ট ও দুষ্কর্মকে প্রতিহত করে বিষয়ের মিমাংসা করেছেন। যারা মুবাহিলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাদের একজনও রেহাই পায় নি। অপরাধীরা কোনো পথে অগ্রসর হচ্ছে তা স্পষ্ট করা আর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও ভ্রষ্টের ভেতর পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা সেসব নিদর্শন দেখিয়েছেন যা তাদের পূর্ব-পুরুষদের দেখানো হয় নি। তাদের জ্ঞানী হওয়ার দাবি, খোদাভীতির দাবি, কুরবানী, ইবাদত ও তাক্বওয়াশীল হওয়ার দাবিসহ সকল দাবি আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। তারা যেসব কর্ম গোপন করত, তিনি পৃথিবীর সামনে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের নগ্নতা প্রকাশ করে দিয়েছেন আর তাদের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে গেছে। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যাদের হৃদয় ত্রস্ত থাকে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন আর তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। এমন অনেক সীমালঙ্ঘনকারী আছে যারা এই অধমকে কারাগারে প্রেরণ, ক্রুশবিদ্ধ করা বা দেশান্তরিত করার মানসে সরকারের কাছে অভিযোগ করেছে।

কিন্তু এই যুদ্ধে এবং চূড়ান্ত পরিণতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা কি ব্যবহার করেছেন তা তোমরা খুব ভালই জান। কঠিন পরিস্থিতিতে এ অধমের ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র যে সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তার পুরোটাই প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ছেপে প্রচার করা হয়েছে। সুতরাং, তোমরা আকাশের নীচে বা পৃথিবীর বুকে এর কোনো নযীর বা দৃষ্টান্ত প্রতারকদের মাঝে দেখেছ কি? যদি জান তবে তা নিয়ে আস আর কথার খৈ ফোটানো বন্ধ কর।

মানুষ তাঁর প্রতি চরম অন্যায় করেছে। তাঁর বিরোধীতায় তাঁর শত্রুদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। তারা তাঁকে পর্বতের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে; তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর অনুকূলে স্পষ্ট বিজয় প্রকাশ পায়। যারা বড় সাজতো তাদের তিনি ছোট প্রমাণ করেন আর তারা তাঁর প্রতি যা নিক্ষেপ করলো তা-দ্বারা পাল্টা তাদেরই আঘাত করেন। যা তাদের মাথা ও গ্রীবায় আঘাত করেছে আর আমি তাঁর পরম সাহায্য লাভ করেছি। নীচ ও দুরাচারীরা পুরো প্রস্তুতির সাথে তাঁর বিরোধীদের সাহায্যের জন্য

এসেছে। কিন্তু খোদার ইচ্ছায় তারা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছে আর আল্লাহ্‌র কথাই জয়যুক্ত হয়। যার ওপর তাদের ভরসা ছিল তাদের সেই অবলম্বন হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তিনি স্বীয় বান্দাকে সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় বিজয়, সাহায্য ও সফলতা দান করেছেন। আর স্বীয় ইচ্ছার পূর্ণ বাস্তবায়নকারী প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রভাব ও প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। পৃথিবীময় বিস্তৃত তাঁর হাতে বয়আতকারী বাহিনী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানী একনিষ্ঠ যেই জনগোষ্ঠী তিনি স্বীয় বান্দার জন্য সমবেত করেছেন আর দূর-নিকটের বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর কাছে যে সকল উপহার ও ধন-সম্পদ আসছে তা যদি তুমি দেখতে তাহলে বলতে যে, এটি খাঁটি ঐশী কৃপা ও সাহায্য-সমর্থন এবং খোদা-প্রদত্ত সম্মান ও মাহাত্ম বৈ কিছু নয়।

পরিতাপ! এ সকল নিদর্শন ও সাহায্য-সমর্থন দেখেও মানুষ তাকে অস্বীকার করেছে। তারা তাঁকে দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যায় জর্জরিত করার মানসে সকল ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেছেন আর সকল দুষ্কৃতকারী দাজ্জাল ও প্রত্যেক সে ব্যক্তির হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তীর ছোঁড়ার মানসে বেরিয়েছে। যখনই তারা তাঁর জীবনকে পাপ-পঙ্কিলতায় কলুষিত প্রমাণ করতে চেয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দুঃখ ও দুশ্চিন্তাকে হাসি-আনন্দে বদলে দিয়েছেন। দানশীল আল্লাহ্‌র বদান্যতায় তাঁর জীবন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আনন্দঘন হয়ে উঠেছে। তারা চাইত যে, তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ুক কিন্তু অনুপম সৌন্দর্য ও নিরুপম গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। যখন তারা তাঁর জীবনকে কষ্টকর করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন তাঁর কাছে চতুর্দিক থেকে উপহার-উপঢৌকন ও ধন-সম্পদ এমনভাবে আসতে থাকে যেন গাছ থেকে ফল ঝরছে। তারা তাঁর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেখতে চেয়েছে কিন্তু, খোদা তা'লা তাঁকে বিস্ময়করভাবে সম্মান দান করেছেন এবং তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

মহা আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা গাল-মন্দ করে ঠিকই কিন্তু সত্য সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন। যখন তাদের বলা হয়, অন্যান্যদের মত তোমরাও ঈমান আন! তারা বলে আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনব? শোন! এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা বুঝে না। তারা খোদার রীতি এবং স্বীয় বান্দার সাথে তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা করে না। আল্লাহ্‌র নামে যারা মিথ্যা বলে তাদের প্রতিদান এটি হতে পারে কি? যারা খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করে তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত; তাদের সাহায্য করা হয় না।

পৃথিবীতে সৌভাগ্য ও সুখের দেখা তারা কমই পায়, এরপর যন্ত্রণাদায়ক ঐশী শাস্তির গ্রাস হিসেবে তারা মরে যা চতুর্দিক হতে তাদের গ্রাস করে; এককথায় কৃতকর্মের বিনিময় তাদের ষোলআনা দেয়া হয়। যখনই সত্য নবী প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা অমান্যকারী জাতিকে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা তাঁর ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু ধ্বংস-প্রাপ্তদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করা হয় না। তাদের ষড়যন্ত্র ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা কি এমন এক ব্যক্তিকে ধ্বংস করবেন যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, সে সত্যবাদী? আসলে এরা অন্ধ জাতি।

সুতরাং, হে সুবিচারকগণ! এই বান্দা এবং তাঁর শত্রুদের সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? তোমরা কি মনে কর আল্লাহ্‌র নাম ভাঙ্গিয়ে এক প্রতারক যখন কোনো মু'মিনের সাথে মুবাহিলায় লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ মু'মিনের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবেন; আর যে তাঁর বিরোধিতা করবে ও তাঁর সাথে মুবাহিলায় লিপ্ত হবে তিনি তাকে ধ্বংস করবেন? হে বিবেকবান! স্পষ্টভাবে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলে, তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ্ তা সত্ত্বেও তার পক্ষে দাঁড়াবেন? যখনই তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা হবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বাচ্ছন্দ দেবেন? যখনই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হবে আল্লাহ্ তা'লা সেই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা নস্যাৎ করে দেবেন? তিনি তার জন্য কৃপা, করুণা ও জীবিকার দ্বার উন্মোচন করবেন? যেভাবে প্রেরিত পুরুষরা পুরস্কৃত হন, সেভাবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে? তার জন্য সকল মঙ্গল ও কল্যাণের দ্বার উন্মোচন করা হবে? তার সম্মান ও তার সত্তাকে তিনি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন? তারা যা বলে তা থেকে তিনি স্বীয় নিদর্শন ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন? তাকে শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে ধৃত করবেন যে আক্রমণ করে? যে তাঁর শত্রুতা করে তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হবেন আর যেভাবে নিষ্ঠাবানদের সাহায্য করা হয় সেভাবে তিনি স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করবেন?

হে যুবাগণ! এ সম্পর্কে আমাকে বল, আর এমন কোনো প্রতারক আমাকে দেখাও যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই বান্দার ন্যায় পুরস্কৃত ও কৃপামন্ডিত করেছেন; আর সেই খোদাকে ভয় কর যার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

হে আলেম ও বিজ্ঞগণ! আমি তোমাদের কাছে পুনরায় জানতে চাই, তোমরা সত্য করে বল, আর সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর যার হাতে শাস্তি ও পুরস্কার। তোমরা জান, সত্যবাদীরা কখনও মিথ্যা বলে না আর তাদের সত্য গোপনের অভ্যাস থাকে না। দুর্ভাগ্য যার ওপর মোহর মেরে দিয়েছে সে ছাড়া অন্য কেউ সত্য গোপন করে না।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

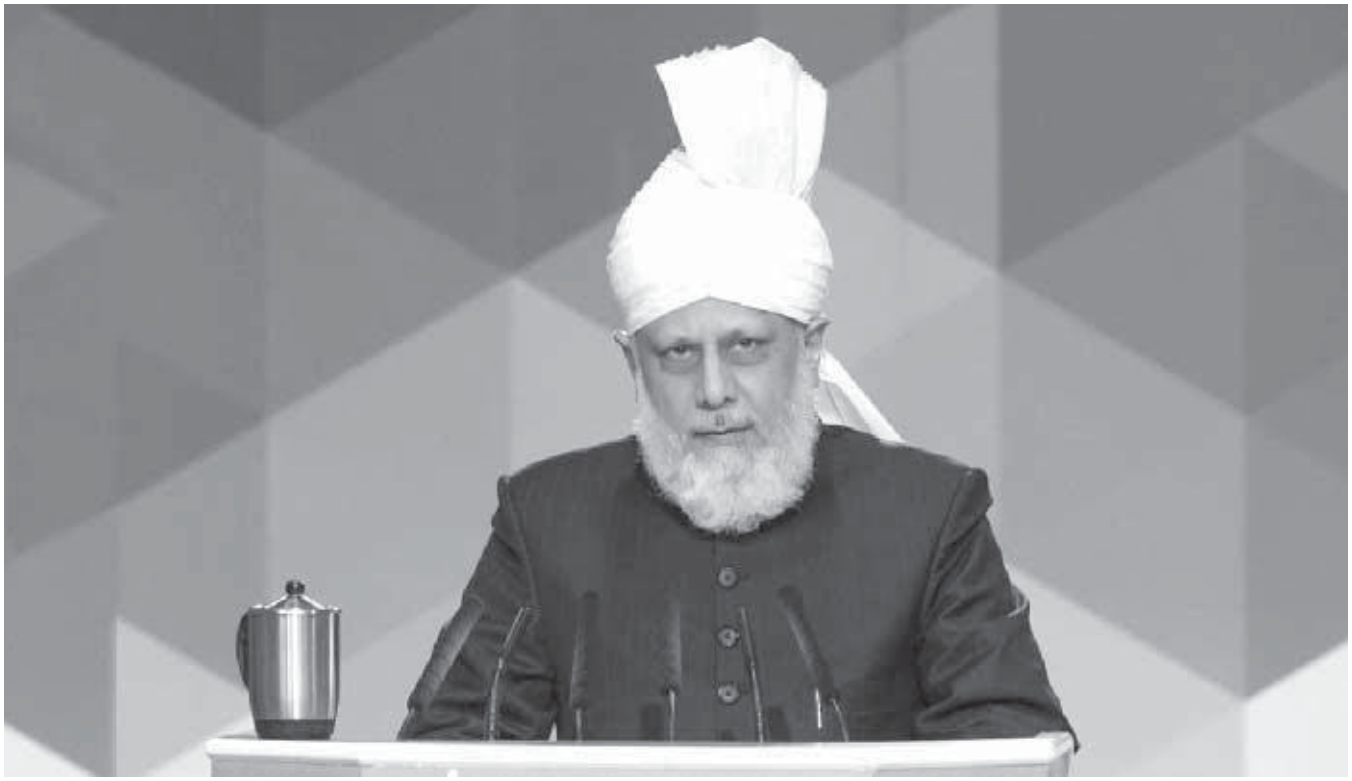

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-৪৯তম সালানা জলসা যুক্তরাজ্য-২০১৫

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৮শে আগষ্ট, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চিঠি-পত্র এবং ফ্যাক্স আসছে যাতে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সফলতার জন্য অভিনন্দনও থাকে আর এ কথার বহিঃপ্রকাশও হয়ে থাকে যে, আমরা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জলসা সালানা দেখেছি এবং লাভবান হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ফায়দা বা কল্যাণ তখনই লাভ হবে, যা কিছু দেখেছি ও শুনেছি সেগুলো নিজেদের জীবনকে সাজানো এবং কাজে লাগানোর জন্য যখন আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এখানে কোন রাজনৈতিক কথাবার্তা হয় না, কোন জাগতিক কথাবার্তাও এখানে হয় নি, এমনকি অমুসলিম বা অ-আহমদীদের যে দুনিয়াদার শ্রেণী আমাদের জলসায় অতিথি হিসেবে যোগদান করেন তাদের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু মেহমানকে যখন দু'তিন মিনিট কিছু বলার সুযোগ দেয়া হয় তখন তাদের মধ্য থেকেও প্রায় সকলেই এই ধর্মীয় পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করেন যা জামা'তের শিক্ষার অংশ যা মানুষকে উন্নত নৈতিক মানে উন্নীত করে।

অতএব আমরা যদি আমাদের ব্যবহারিক অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষা সম্মত করার চেষ্টা করি আর যা কিছু শুনেছি তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি তবেই কেবল এই জলসা কল্যাণকর হবে। নতুবা এসব অতিথির সামনে আমরা যা কিছু উপস্থান করেছি বা যা কিছু শুনেছি এবং সচরাচর আমাদের অতিথিরা যার প্রসংশাও করে থাকে তা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যই থেকে যাবে। তা আমাদের অভ্যন্তরীন অবস্থার প্রতিফলন হবে না। এক মু'মিনের ভেতর ও বাহির সমান বা এক রকম হওয়া চাই। বর্তমান বিশ্বে মানুষের মনোযোগ আমাদের প্রতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আর পৃথিবীর

মানুষ এখন এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আমাদের জলসা সমূহে অংশগ্রহণ করে, আহমদীরাও আর অ-আহমদীরাও কেউ কেউ জলসা শুনে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের জলসাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়। বার্তা পৌঁছানোর জন্য আমরা এম.টি.এ-এর জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচ করি। এর একটি বড় উদ্দেশ্য হলো, জামা'তের প্রতিটি সভ্য সদস্য নিজেদের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করবে এবং তাদের কাছে যেন একই সময়ে এই বাণী পৌঁছে যায়।

অতএব জলসা সফল হওয়ায় আমাদের আনন্দ এবং অভিনন্দন জানানো যেন কেবল মৌখিক অভিনন্দনের মাঝেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এখানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তি আর বিশ্বব্যাপী এমটিএ-এর মাধ্যমে শ্রোতারা যা শুনেছেন এবং দেখেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন, সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিন আর খোদা তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন কেননা তিনি এই বস্তুবাদিতার যুগে আমাদের সংশোধনের জন্য, আমাদের জ্ঞান, কর্ম এবং বিশ্বাসগত উন্নতির জন্য একটি জাগতিক আবিষ্কারকে আমাদের কাজের জন্য মাধ্যমে পরিণত করেছেন। টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম যখন আমাদের জন্য কাজে নিয়োজিত হয় তখন তা এক মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধি করে যে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা এই শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এ যুগে এমন আবিষ্কারাদি সামনে আসবে যা ধর্ম প্রচারে সহায়ক হবে। আর প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর উন্নত থেকে উন্নততর পরিপূর্ণতা দেখছি।

আমি ক্ষাণিকপর সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টও উল্লেখ করব যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই বাণী প্রচার করছেন। অতএব এর জন্য আমাদের খোদার দরবারে ঝুঁকে বা বিনত হয়ে এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ্ তা'লার উক্তি অনুসারে এই কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে বর্ধিত নিয়ামত, পুরস্কার এবং উন্নতিতে ধন্য করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি তোমাদের আরো বর্ধিত দানে ভূষিত করব, তোমাদের বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধি লাভ হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই বিষয়টি যেখানে আমাদেরকে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পন্থা শেখায়, সেখানে বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহানবী (সা.) বলেছেন, ***'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে খোদা তা'লার কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।'***

কর্মীদের অনেকেই সেচ্ছাসেবী ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা এসব কর্মীদেরকে সামর্থ দান করেছেন আর তারা জলসার ব্যবস্থাপনাকে সর্বোত্তম রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পরিবহন, আবাসন, রান্না-বান্না, জলসা গাহ্, বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, এছাড়া গরমের ভিতর পানি পান করানোর ব্যবস্থা, শব্দ পৌঁছানোর ব্যবস্থা, এরপর সারা পৃথিবীতে শব্দ এবং চিত্র প্রচারের ব্যবস্থা, যা এম.টি.এ করেছে। এক কথায় এমন অগণিত বিভাগ রয়েছে, যদি নাম নেয়া হয় তাহলে বহু বিভাগ সামনে আসবে যাতে পুরুষ, মহিলা, বৃদ্ধ, যুবক এবং শিশু ছেলেমেয়েরাও কাজ করেছেন এবং জলসার পুরো ব্যবস্থাপনাকে নিজেদের সাধ্য এবং সামর্থ অনুসারে সর্বোত্তম ভাবে সমাধার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

বিভিন্ন বিভাগের সেচ্ছাসেবীরা জাগতিক বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের কেউ কোন কম্পানির ডাইরেক্টর, কেউ ডাক্তার, কেউ প্রকৌশলী, কেউ বিজ্ঞানী বা ব্যবসায়ী শ্রেণী রয়েছে। কেউ ব্যক্তিগত কাজ করেন এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীও রয়েছে; কিন্তু (জলসায়) সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন। কে কী তা না ভেবেই তারা লঙ্গর খানায় বা বাবুর্চি খানায় আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে এক শত বা দুই শত হাড়ি চুলার ওপর রাখা থাকে এবং যেখানে প্রচণ্ড রকমের গরম অথচ তারা সেখানে অতি আনন্দের সাথে হাড়িতে চামচ নাড়ছেন আর খাবার রান্না করছেন। যুবক-বৃদ্ধ সবাই এই চেষ্টা করছেন যেন সর্বোত্তম ও সুস্বাদু খাবার রান্না হয়ে অতিথিদের কাছে পৌঁছে। তাপমাত্রা বা গরম কেমন সে বিষয়ে তারা ছিল ভ্রুক্ষেপহীন, এমনকি চৌদ্দ, পনের বা ষোল বছর বয়স্ক বালকরাও খাবার রান্না করা আর রুটি প্ল্যান্টে বড় হাস্যোৎফুল্লতার সাথে দায়িত্ব পালন করে।

এরপর স্বেচ্ছাসেবীদের একটা দল পানি সরবরাহের কাজ করছে। এরপর পুরুষ এবং মহিলা ভিত্তিক একটি গ্রুপ নিঃস্বার্থভাবে কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দের জন্য স্নানাগার পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করছেন। কেউ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছেন। কিছু নর-নারী বাগিতে করে প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থদেরকে আনা-নেয়ার কাজ করছেন। প্রবল তাপমাত্রা বা গরমের মাঝে শিশু বয়সের ছেলে এবং মেয়েরা গভীর আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের পানি পান করাচ্ছে, মানুষ যার ভূয়সী প্রশংসা করে। আবার কিছু পুরুষ ও নারী অতিথিদের খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত।

এরপর নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এটিও অনেক বড় একটি ব্যবস্থাপনা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সিস্টেম। এক কথায় এমন আরো অনেক বিভাগ রয়েছে, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। প্রতিটি কর্মী তা সে কাজ জানুক বা না জানুক, নিজের পুরো সামর্থ বা যোগ্যতা এবং প্রেরনা ও চেতনার ভিত্তিতে কাজ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এরপর কাজ গুটানোর বিভাগ রয়েছে, জলসার পর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। বড় কষ্ট করে জিনিস পত্র গুটানো হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে কিছু জিনিসপত্র, বিছানা ইত্যাদি ভিজেও গেছে, যার ফলে ক্ষতিও হয়েছে। এখন এত বড় পরিসরে মেট্রেস বা জাজিম ইত্যাদি শুকানোর কাজে সমস্যাও দেখা দিবে কিন্তু যাহোক, খোদ্দামরা একাজ করে যাচ্ছেন। এসব খোদ্দাম জলসার পূর্বেও সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য এসেছিলেন আর এখন বিভিন্ন টিম গুটানোর কাজও করছে। গুটানোর কাজও অনেক বড় কাজ হয়ে থাকে, কেননা স্থানীয় কাউন্সিল নির্ধারিত সময় দিয়ে থাকে যে, এই সময়ের ভিতরে সবকিছু গুটাতে হবে। যদি এই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা না হয় বা গুটানো না হয় তাহলে পরবর্তী বছর জলসার অনুমতি পেতে অসুবিধা হতে পারে। এক কথায় প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ বছর কানাডার খোদ্দামের একটা টিমও নিজেদের পেশ করেছে যে, আমরা জলসায় কাজ করতে চাই। তাই তাদের ওয়াইল্ড

আপ বা গুটানোর টিম-এ রাখা হয়েছে আর আল্লাহ তা'লার বিশেষ কৃপায় তারাও সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন। যুক্তরাজ্যের বাইরের দেশগুলোতে এত ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না তাই তাদের জন্য অর্থাৎ কানাডা থেকে আগতদের জন্য এটি নতুন অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা পুরো অন্তরিকতার সাথে অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার টিমের পাশাপাশি কানাডার খোদ্দামের এই গ্রুপের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তারা আমাদের সাহায্য করেছেন।

যাহোক এরা সবাই পুরুষ হোন বা মহিলা, আমরা সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তারা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। কর্মীদের সবার পক্ষ থেকে আমি সেইসব অতিথিদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা সহযোগিতা করেছেন। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সাধারণভাবে কোন অভিযোগ আসে নি। বিক্ষিপ্ত দু'একটি অভিযোগ তো এসেই থাকে।

এখন আমি এই কৃতজ্ঞতার বিষয়ের ধারাবাহিকতায় অতিথিদের ভাবাবেগ বা অনুভূতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের মাঝে রাজনীতিবিদও ছিল, তাদের মাঝে কোন কোন দেশের মন্ত্রীরাও ছিলেন আবার বড় পদাধিকারীরাও ছিলেন। তাদের কথা বা অভিব্যক্তি যখন মানুষ শুনে তখন খোদার কৃতজ্ঞতায় আরও বেশি অবগাহন করে। এত বড় ব্যবস্থাপনায় কিছু দুর্বলতাও থেকে যায় আর এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু খোদা তা'লা কীভাবে আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন যে, অতিথিরা কেবল আমাদের ভালো দিকই দেখে আর দুর্বলতা পর্দার আড়ালে থেকে যায়।

উগান্ডার মিনিষ্টার অফ জেন্ডার মিষ্টার উইলসন মুরুলী সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আতিথেয়তা, নিরাপত্তা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে আমি হতভম্ব যে, কিভাবে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে মানুষ এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আমি এমন এক জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি যেখানে মানুষ নয় বরং ফিরিশতা কাজ করতে চোখে পড়বে। আমি রাতেও মানুষকে ঘুমোতে দেখিনি আর দিনেও নয় বরং সবসময় তারা খিদমতের জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা ক্লান্তও হয় না আর বিরক্তও হয় না। বিশ বারও কিছু চাইলে হাসিমুখে তা উপস্থাপন করে। তিনি এখানে রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীও দেখেছেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর স্টলেও গিয়েছেন। তিনি বলেন, যেভাবে জামা'তে আহমদীয়া কাজ করছে তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, আগামী কয়েক বছরেই জামা'ত পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। ইনশাআল্লাহ্। তিনি আরো বলেন, বিশ্ব শান্তির জন্য সুচিন্তিত চেষ্টা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন নসীহত এবং পরিকল্পনা পৃথিবীর সামনে রাখা হয়। মানুষ যদি তা মেনে চলে তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, জলসা সালানাকে যদি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হয় তাহলে আমি বলব সবচেয়ে বড় কথা হলো, আহমদীয়া জামা'ত মানবতার জন্য শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের এক মহান দৃষ্টান্ত।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে একজন অতিথি জ্যাক ওয়ারথাল সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রেঞ্চ গিয়ানার আদালতের জজ এবং নিজ দেশের বিশপের প্রতিনিধিত্বে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণের জন্য যখন আমি ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে যাত্রা করি তখন আমার পায়ে ব্যাথা ছিল কিন্তু জলসায় যোগ দিতেই আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনমূলকভাবে আরোগ্য দান করেন আর পুরো জলসায় ব্যথা বেদনার নাম চিহ্নও ছিল না।

এটি খোদা তা'লার কৃপা যে, জলসার যে কল্যাণ আহমদীরা লাভ করে তা থেকে অ-আহমদীরাও উপকৃত হয়।

তিনি আরো বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনার যতটুকু সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কে বলতে চাই যে, আমি দীর্ঘদিন কর্ম পরিদর্শক বা ওয়ার্ক ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করেছি আর সকল কাজকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু যেভাবে জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রত্যেকে নিজের কাজ সুচারুরূপে করছিল, বিশেষ করে এত বড় জমায়েত বা সভার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা কোন সহজ কাজ নয়। অনুরূপভাবে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাবার প্রস্তুত করা এবং সময়মত তাদেরকে খাওয়ানোও সামান্য কাজ নয়।

এরপর নাইজেরিয়ার এক প্রসিদ্ধ টেলিভিশন এম.আই.টিভির চেয়ারম্যানও এখানে এসেছিলেন। তার নাম মুয়ী বুসারী সাহেব। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার এমন মনে হয়েছে, (তিনি একজন হাজী) যেন আমি আরাফাতের ময়দানে রয়েছি আর সর্বত্র প্রেম, ভালোবাসা এবং আনন্দের প্রসার ঘটছে। এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি নি। আর যুবকরা খুবই সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আনুগত্যের প্রেরণায় বিভোর ছিলেন। ইমামের আনুগত্যের যে দৃশ্য আমি জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা এবং তাঁর জামা'তের মাঝে দেখেছি তা আর কোথাও দেখি নি।

কংগোর কিনশাছা থেকে কন্‌স্টিটিউশনাল কোর্টের জজ জাস্টিস নলকি সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, জজ বা বিচারক হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এটি বুঝার মত যোগ্যতা বা অন্তঃদৃষ্টি দিয়েছেন, কোথায় সত্য গোপন করা হচ্ছে আর কোথায় তা প্রকাশ করা হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে যে ইসলাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমি জলসায় অংশগ্রহণ করে দেখতে পেয়েছি। আমার হৃদয়ে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তা এখন দূরীভূত হয়েছে। সত্যিকার ইসলাম এটিই যা আহমদীয়া জামা'ত তুলে ধরছে। ইসলামের এই বাণীরই আজ পৃথিবীর প্রয়োজন। আমি মনে করি, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এই বাণীর সাথেই সম্পৃক্ত। আজ এই ইসলামেরই আমাদের প্রয়োজন। সন্ত্রাসী ইসলামের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

সিয়েরালিওনের ভাইস প্রেসিডেন্টও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক জলসা এক মহান জলসা আর সকল জাতিকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করার একমাত্র মাধ্যম। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি।

সিয়েরালিওনের মেকিনি শহরের মেয়রও

জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তিনটি দিনই ছিল আধ্যাত্মিক দিন, যা আমার জীবনে মহান বিপ্লব সাধনের কারণ হয়েছে। মানুষকে এবং পরস্পরকে এত ভালোবাসতে আমি জীবনে কখনো দেখি নি।

সিয়েরালিওন থেকে ডেপুটি ক্রীড়া মন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অতিথীদের স্বাগত জানাচ্ছিল এবং একে অন্যের চেয়ে বেশি অতিথী সেবা করছিল। আমি আজ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অতিথীদের জন্য এত সম্মান ও ভালোবাসা দেখি নি।

বেনিনের জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার এরিক হোন্ডে সাহেবও জলসায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কথা যা আমার গোচীরভূত হয়েছে তা হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা তাদের খলীফাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। এ জিনিস অন্য কোথাও দেখা যাবে না। তিনি বলেন, আমি এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার জীবনের সর্বোত্তম সময় অতিবাহিত করেছি। আমি পুরো ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, সর্বত্র সু-ব্যবস্থাই আমার চোখে পড়েছে। পয়ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষের জনসভায় পরিবহনের সর্বোত্তম ব্যবস্থা ছিল আর ট্রাফিককে পরম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছিল। এত বড় ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও পরিচ্ছন্নতার মানও বেশ ভালো ছিল। কোথাও আবর্জনা চোখে পড়ে নি। এই পুরো ব্যবস্থাপনায় আহমদীয়া জামা'তের পাঁচ হাজারের অধিক সদস্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছিল আর এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে উচ্চ শিক্ষিত মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল, বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, মহিলা এবং অল্প বয়স্ক শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন, এটি এক অসাধারণ কথা যা কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনে চোখে পড়বে না।

আর্জেন্টিনা থেকে একজন আহমদী এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি সত্য ধর্মের সন্ধানে দশ বছর অতিবাহিত করেছি আর অবশেষে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়ে আমি সত্য ধর্ম পেয়ে গেছি। জলসা সালানার ব্যবস্থাপনায় আমি অভিভূত। তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হলো জলসায় যুবক শ্রেণীর উপস্থিতি। আমি আজ পর্যন্ত অন্য কোন ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যুবক শ্রেণীর এতটা সম্পৃক্ততা দেখি নি যতটা জামা'তে আহমদীয়ায় চোখে পড়েছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশগ্রহণ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত ছিল। বয়আতের সময় আমার দেহ এবং হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছিল বা কাঁপছিল। বয়আতের দশটি শর্ত সত্যিকার অর্থে কুরআন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষার নির্যাস বা সারসংক্ষেপ। আমার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন আনন্দের বিষয় নেই যে, আমি আর্জেন্টিনার প্রথম মুসলমান যে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে আর এখন ইনশাআল্লাহ্ স্বদেশে ফিরে গিয়ে আমি সর্বাত্মকভাবে আহমদীয়াতের তবলীগে নিয়োজিত হব।

জাপানের এক অতিথি ইয়ো শিও এবামোরা সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আতিথেয়তার ঐতিহ্য এবং কর্মীদের ভালোবাসা ও স্নেহভরা আচরণ আমাদের সবার জন্য স্মৃতির মনি কোঠায় সংরক্ষণ করে রাখার মত বিষয়। যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা জাতি সংঘের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরছিল যেখানে সকল বর্ণ, বংশ এবং জাতির মানুষকে এক পরিবারের মত মনে হচ্ছিল। এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার হৃদয়ে বিশেষ এক প্রভাব ফেলেছে।

জাপানের এক বন্ধু ডাক্তার জিয়ানি মন্টে সাহেবও এসেছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পি এইচ ডি করেছেন। টোকিও আন্তর্জাতিক বই মেলায় জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি বলেন যে, দশ বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে গবেষণা করছিলাম। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ আর সত্যের সন্ধানে ছিলাম। (আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন যে, বই মেলার প্রথম দিন যখন তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনা 'ইসলামী নীতি দর্শন' দেয়া হয় তখন পরের দিন পুনরায় তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, রাতের বেলায় 'ইসলামী নীতি দর্শন' পাঠ করা আরম্ভ করি আর এটি শেষ করা ছাড়া ঘুমানো আমার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সকাল পর্যন্ত এই বই পড়া যখন শেষ করি তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইসলাম একটি সত্য ধর্ম এবং এটিই সত্যের পথ।) তিনি বলেন, এক বছরে আমি পঞ্চাশ বার 'ইসলামী নীতি দর্শন' বইটি পাঠ করেছি। তিনি আরও বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপস্থাপিত দর্শন নিজের মাঝে এক অসাধারণ আকর্ষণ ও আবেদন রাখে। জলসা দেখে তিনি বলেন, আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম আর সত্য পেয়ে গেছি। ইসলাম আহমদীয়াতের চেয়ে উত্তম কোন জীবন পন্থা নেই। অতএব তিনি প্রথম দিন বয়আত করেন নি, জলসার পরের দিন আমার কাছে আসেন এবং বলেন যে, আমি বয়আত করতে চাই। এরপর মসজিদে তার বয়আত গ্রহণ করা হয়।

জাপান থেকে একজন অ-আহমদী বন্ধু মাসাইয়ুপি আকোতুসু সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন, যিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে তিনি গবেষণা করছেন আর এই উদ্দেশ্যে তিনি রাবওয়াতেও গিয়েছেন। তিনি বলেন, রাবওয়া সফর কালে ফিরে আসার পথে আমাদের সম্মানিত মেজবান এবং গাড়ীর চালক আমাকে বলেন যে, আতিথেয়তায় যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে ক্ষমা করবেন। এই অবস্থা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আর আজ জলসায় এসেছি, এখানেও এমন উন্নত ট্রেডিশান বা ঐতিহ্য চোখে পড়েছে। এর অর্থ হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শিক্ষা এবং কর্ম এক ও অভিন্ন। সর্বত্র এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

স্পেন থেকে জাতীয় সংসদের দুই জন সাংসদ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন জোস মারিয়া সাহেব। তিনি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে এটিই ভাবছিলাম যে, আমাদের যদি এ ধরণের ব্যবস্থা হাতে নিতে হয় তাহলে আমারা তা কিভাবে করব! এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এর আর কোন জুড়ি নেই। তিনি আরো বলেন, জলসার তিন দিনই অনুষ্ঠান মালায় অংশগ্রহণ করেছি এবং বারবার এই

কথাটি প্রকাশ করেন যে, এমন সুশৃঙ্খল কাজ আমাদের সরকারও করতে পারবে না যা এখানকার স্বেচ্ছা সেবীরা করছে। আমি এই জলসা থেকে অনেক কিছু শিখে ফিরে যাচ্ছি।

অতএব স্বেচ্ছাসেবীদের বা ভলান্টিয়ারদের এবং কর্মীদের এই যে কাজ এটিও এক নীরব তবলীগ যা তারা করে চলেছে। এরপর স্পেনের মহিলা সাংসদ যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। তিনি বলেন, স্পেনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর টলিডোর সাথে আমার সম্পর্ক, যেখানে কোন এক যুগে বিভিন্ন সভ্যতা যাদের মাঝে মুসলমান, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা অন্তর্গত, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করত। আমরা সেই যুগ বা সেই ইতিহাস নিয়ে গর্বিত আর স্পেনের ইতিহাসে তা সোনালী যুগ ছিল। তিনি বলেন, হাজার বছর পূর্বে উমাইয়া বংশের আব্দুর রহমান প্রথম স্পেনে আসেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, 'তিনি এই দেশকে নিজের ঘর মনে করেন।' তাই আজকে আমরা আপনাদের খলীফাকে বলতে চাই, আমাদেরও এটিই বাসনা যে, আপনারা যখন আমাদের দেশে আসবেন তখন সেই দেশকে নিজেদের ঘরই মনে করবেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, এখানে একই বংশের ৩৫ ব্যক্তি জলসায় অংশগ্রহণ করেন বা যোগদান করেন যাদের ২৮ জন পূর্বেই আহমদী হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের পিতা-মাতা এবং তাদের এক মেয়ে আর তার তিন সন্তান তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করে নি। তাদের পিতা একজন অত্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ মানুষ। জুমুআর নামাযের পূর্বে তিনি বলেন যে, আমি এই পরিবেশ দেখে সত্যিই অভিভূত। তিনি আরও বলেন, এখানে এই জলসায় যোগ দিয়ে এবং জলসার পরিবেশ দেখে বুঝতে পেরেছি যে, আমার সন্তানরা কেন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ্‌র ফযলে তাদের অবস্থাই পাল্টে গেছে। ইসলামী শিক্ষার ওপর তারা এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহর দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক না কেন তা হবে অপ্রতুল আর এসব কিছু আহমদীয়াতের কল্যাণে হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, একটি অদ্ভুত জায়গা, যেখানে বহু মানুষের সমাবেশ। এখন জলসায় এসে আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে। জলসার দ্বিতীয় দিন তিনি বলেন, আজ আমি পাঁচবার রসূল করীম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। অতএব তিনি এবং তার স্ত্রী রবিবারের আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি বলেন, বয়আতের সময় তার পুরো বংশ সেখানে উপস্থিত ছিল যারা বাচ্চাদের মত আহাজারী করছিল।

এরপর আমীর সাহেব তার মেয়ে সম্পর্কে লিখেন, তিন বাচ্চার মা যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, জামা'তের সাথে তার বহু দিনের সম্পর্ক কিন্তু বয়আত করেন নি আর রবিবার প্রভাতে ফযর নামাযের পর সেই মেয়ে এবং তার স্বামী আমার কাছে আসেন আর বলেন, আপনাকে একটি কথা বলার ছিল আর এটি বলেই তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। আমি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে নিয়ে বয়আত করব একারণে বয়াত গ্রহণে বিলম্ব করছিলাম। আর এখন জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে যেন আমি বয়আত করি। কিন্তু আমার প্রবল বাসনা ছিল যে, আমার স্ত্রীও আমার সাথে বয়আত করবে।

অতএব আজ ফযরের নামাযে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করেছি। নামাযের পর আমার স্ত্রী আমাকে বলেন, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই, তখন আমি তাকে বললাম, আমিও তোমাকে কিছু বলতে চাই। এরপর আমার স্ত্রী বলেন, আমি বয়আত করতে চাই। আমি যখন তাকে বললাম, আমিও একই কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আমিও বয়আত করতে চাই আর আমি দোয়া করছিলাম, আমরা যেন একসাথে বয়আত করতে পারি। আর আজ আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি অর্থাৎ স্ত্রী বলেন, আমিও একই দোয়া করছিলাম। এভাবে এই পরিবারের অবস্থা ছিল খুবই আবেগ আপ্লুত।

এরপর গ্রীসের প্রতিনিধি দলের অভিব্যক্তি এবং ভাবাবেগ বা অনুভূতি শুনুন। গ্রীস থেকে এবার প্রথম বার প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদের একজন ডাক্তার ইকরাম শরীফ দামাস দোগ্‌লো সাহেব বলেন, আমি কখনও কোন মুসলমান জামা'তকে এতটা সুশৃঙ্খল দেখি নি যতটা সুশৃঙ্খল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে দেখেছি। সকলেই পরস্পরের সাথে গভীর ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনা নিয়ে সাক্ষাৎ করছে তা তারা তাদের জানুক বা না জানুক।

তিন সদস্য বিশিষ্ট স্লোভেনীয়ান প্রতিনিধিদলও এসেছিল। সেখানকার এক বন্ধু সামাগোপালিশ, যিনি অনুবাদের কাজ করেন, কিছু দিন থেকে জামাতি বই-পুস্তকের অনুবাদ করছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণের পূর্বে জামা'ত সম্পর্কে আমার পরিচয় কেবল পড়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, জামা'ত সম্পর্কে আমি যা কিছু পড়েছিলাম তা এক সত্য বিষয় ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' উক্তিটি আমি পূর্বে পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে আর বিভিন্ন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে এই উক্তির ব্যবহারিক চিত্রও দেখতে পেয়েছি যে, জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিটি সদস্য এই উক্তি বা কথাটি মেনে চলে।

মানুষের এই আবেগ-অনুভূতি এবং ভাবাবেগের কথা যখন আপনারা শুনেন তখন সবার আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, এই যে প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে এখন আমাদের সবার জন্য আবশ্যক হলো এটিকে অন্যদের মাঝে এক স্থায়ীরূপ দেয়া।

স্লোভেনীয়ান প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আন্দ্রে ইয়াবোর্‌স্ সাহেবা। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি আর প্রথমবার ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক পরিচিতি লাভ হয়েছে। এ জামা'ত সত্যিকার অর্থে মানবতার সেবা করে চলেছে। তিনি বলেন, ডাইনিং হলে শিশুরা খাবার পরিবেশন করছিল আর আমাদেরকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল যে,

যদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে তাহলে আমাদের বলুন। একইভাবে ছোট ছোট শিশুরা জলসা গাহে পানি পান করাচ্ছিল। আমি মনে করি এসব কিছু বাচ্চাদের সুশিক্ষা এবং তাদের সঠিক লালন-পালনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুইডেনের এক পুলিশ কর্মকর্তা এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা যে পয়গাম বা বাণী দিচ্ছেন তার ব্যবহারিক প্রতিফলনও আমি দেখেছি। হায়! এই বাণী যদি পৃথিবীর সকল দেশে বিস্তার লাভ করত। তিনি বলেন, এই বাণী যদি সুইডেনে পৌঁছে যায় তাহলে আমাদের সমাজ শান্তি ও ভালবাসায় ভরে যাবে আর তখন আমি আমার চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে দিবো কেননা তখন পুলিশের আর প্রয়োজনই থাকবে না; পুলিশকে যে বেতন দেয়া হয় তা দরিদ্র এবং বয়স্কদের চাহিদা পূরণের জন্য কাজে আসবে।

অতএব এই বিষয়গুলো সব আহমদীকে যেখানে কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ করে সেখানে যাদের মাঝে ছোট খাট দুর্বলতা আছে তাদের সেসব দুর্বলতা দূরীভূত করারও চেষ্টা করা উচিত।

সুইজারল্যান্ড থেকে প্রেস এবং মিডিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক অতিথি ব্রান্সভিসলাভ বেলি সাহেব জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, আমি জলসা সালানায় শেষ দিন যোগদান করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন ইভেন্ট বা অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করে থাকি কিন্তু এমন ইভেন্ট বা অনুষ্ঠান পূর্বে কখনো দেখি নি। এটি এক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল, মানুষকে যখন বিরত হতে বলা হত তারা নীরবে বিরত থাকত আর যখন তাদেরকে ঘুরতে বলা হত তারা সেদিকেই ঘুরে যেত। কেউ এজন্য উষ্মা বা রাগ প্রকাশ করে নি যে, তাদেরকে কেন বারণ করা হচ্ছে। কোন কর্মী বা জলসায় অংশগ্রহণকারী কাউকে আমি রাগ বা ক্রোধের সাথে কথা বলতে দেখি নি। আমি অনেক দেশ দেখেছি কিন্তু এমন শান্তিপূর্ণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা কোথাও দেখি নি।

এক অ-আহমদী সুইস অমুসলিম মাইকেল শেরেমবার্গ জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনিও সুইজারল্যান্ডেরই অধিবাসী। তিনি বলেন, সবচেয়ে মহান দৃশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্য যে, কীভাবে মানুষ নিজের বিশ্বাসের ও খলীফার সাথে সম্পৃক্ততার অঙ্গীকার করছে।

মাইক্রোনেশিয়া থেকে একজন নতুন আহমদী বন্ধু মাইটাইকেল উফাভাসরো সাহেব এসেছিলেন। তিনি সেখানে এগারো বছর ধরে মেয়রও ছিলেন। তিনি বলেন সবকিছু দেখার পর এখন আমি এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, আমার পরিবার এবং কোসরায়-এর(তার নিজের শহর) মানুষের ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করব। সুতরাং এই জলসা তবলীগের অনেক বড় এক মাধ্যম।

জামাইকা থেকে এক মহিলা সাংবাদিক এসেছিলেন। তিনি বলেন, তার সাথে এক ক্যামেরাম্যানও ছিল। প্রথম দিকে কোন মুসলমান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে তার দ্বিধা ছিলো কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, সবাই তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করছে, তার দেখাশুনা করা হচ্ছে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, এদের হৃদয়ে কি সত্যিই আমাদের জন্য ভালোবাসা রয়েছে নাকি এরা শুধু লোক দেখানো ব্যবহার করছে? তখন আমাদের মুবাল্লিগ তাকে উত্তর দেন যে, ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্গত। আপনি পুরো জলসা এখানে কাটান তাহলে নিজেই বুঝতে পারবেন, মানুষ লৌকিকতা করছে নাকি এটি তাদের আন্তরিক আবেগ। জলসা যখন শেষ হয় তখন সেই ক্যামেরাম্যান বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জলসায় যেই প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিলো তা কোন লৌকিকতা নয় বরং সেটি আন্তরিক ছিল। এরপর সেই মহিলা সাংবাদিক আমার স্বাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে আমি লিখব বা প্রামাণ্যচিত্র প্রস্তুত করব। এর ফলে তবলীগের পথ সুগম হয়। তিনি আরো বলেন, আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে, আহমদীয়া জামা'তের এই শিক্ষা জ্যামাইকায় প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করব। তিনি একজন খ্রীষ্টান অথচ আমাদের তবলীগের কারণ হচ্ছেন।

পানামা থেকে এক বন্ধু রোনাল্ডো কুচে সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দৃষ্টান্ত আজকের যুগে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশেও মুসলমানদের এক বিশাল জনগোষ্ঠী বাস করে কিন্তু মানুষ তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে না বরং তাদেরকে ঘৃণা করে। আমাকেও যখন মুসলমানদের জলসায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন আমার ধারণা ছিল যে, এরাও পানামার মুসলমানদের মতই হবে কিন্তু এখানে আসার পর আমার আশ্চর্যের কোন সীমা ছিল না। এখানে আমি প্রেম, ভালোবাসা এবং প্রীতির এমন পরিবেশ দেখেছি যা ভাবাও আমার জন্য সম্ভব ছিল না। তিনি বলেন, আজকের পর কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত কথা বলে বা ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ করে তাহলে আমি তার দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিব যে, সব মুসলমান একরকম নয়।

কাজাকিস্তানের তানা শিবামা সাহেবা যিনি স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং নিউইয়র্ক একাডেমির সদস্য। ২০০০ সনে তাকে লেডি অব দা ওয়ার্ল্ড নির্বাচিত করা হয়েছিল। তিনি তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার পঁচাত্তর বছরের জীবনে পৃথিবীর অনেক জায়গা দেখেছি কিন্তু মানবতার প্রতি ভালোবাসা এবং সত্যিকার অর্থে মানবতার সাহায্য করা আমি কেবল এখানেই দেখেছি। এটি এক অভুতপূর্ব দৃশ্য ছিল যে, সবার উপস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কিত ছাত্ররা তাদের ফলাফলের ভিত্তিতে পদক লাভ করেছে। এই সম্মান তাদের হৃদয়ে চির অম্লান থাকবে এবং ভবিষ্যতেও নিজেদের জীবনকে এই নীতি অনুসারে গঠন করতে তা সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে। তিনি আরো বলেন, এই জলসার কল্যাণে আমিও নিজের মাঝে এক আধ্যাত্মিক সতেজতা এবং শক্তি অনুভব করছি।

গুয়েতেমালা থেকে এক ছাত্রী এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ আমার জন্য অত্যন্ত সুখকর এক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

ক্রোয়েশিয়া থেকে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদের মাঝে ক্রোয়েশিয়ান জাতীয় সংসদের সাংসদ

পান্ডেক্স সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কোন মুসলমান সংগঠনের গণজমায়েতে এটিই আমার প্রথম অংশগ্রহণ ছিল। জলসার শেষ বক্তৃতাও তিনি শুনেছেন। তিনি বলেন, এই নির্দেশগুলো যদি মেনে চলা হয় তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিনত হতে পারে আর তিনি সত্যিই গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

সিয়েরালিওনের জাতীয় টেলিভিশন এসএলবিসি-র সাংবাদিকও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জলসায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা সত্যিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, জলসা চলাকালেই আমি আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই। তাই তিনি আন্তর্জাতিক বয়আতের দিন বয়আতও করেন।

পল সিঙ্গার ডেভিস সাহেব বৃটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন। তিনি বলেন, আমি এই কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, আজ পর্যন্ত এমন শত শত অনুষ্ঠান আমি দেখেছি কিন্তু এমন সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান কোথাও দেখিনি। বিশেষ করে এমন বিষয়ে কথা খুব ভালো লেগেছে যে, আমরা আজকাল অনেক সমস্যার মাঝে পরিবেষ্টিত আর তা থেকে মুক্তির উপায় কী এবং এই বিষয়ে আরো অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি।

আইভরিকোস্ট থেকে দু'জন সাংসদও এসেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন কাওয়াকো ওয়াত্রা সাহেব। তিনি বলেন, জলসা আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের একটি। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে আহমদী কিন্তু এমন আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ পরিবেশ আমি প্রথমবার দেখেছি। আমি পূর্ব থেকেই আহমদী ছিলাম কিন্তু জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার ঈমান আরো দৃঢ় হয়েছে।

বৃটিশ সোসাইটি অফ টিউরিন শ্রাউড নিউজলেটারের সম্পাদক হলেন হাফ্রে সাহেব। তিনি পবিত্র কাফনসংক্রান্ত একজন বিষেশজ্ঞ। তিনি বলেন, আমি আজ পর্যন্ত যত ফোরামে ঈসা (আ.) এর পবিত্র কাফন সম্পর্কে কথা বলেছি সেগুলোর মাঝে সর্বোত্তম ফোরাম ছিল এটি। তিনি আরও বলেন, এই তিন দিন জ্ঞানগত দিক থেকে আমার জন্য অসাধারণ ছিল। শুধু পবিত্র কাফন সম্পর্কেই নয় বরং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান না থাকার মত ছিল। এর ফলে আমার জন্য গবেষণার নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে। সেখানে টিউরিনের শ্রাউড বা পবিত্র কাফন সম্বন্ধে গবেষণাকারী আরো অনেক ব্যক্তিত্বও ছিলেন। তাদের এক জনের নাম হলো ব্যারি শার্টস্। টিউরিনের শ্রাউড বা পবিত্র কাফন সম্পর্কে তাকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। তার বক্তৃতা জলসায় আপনারা শুনেছেন। তিনি বলেন, আমার এখানে আসার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মাঝে একটি বিশেষ দিক ছিল আপনাদেরকে পবিত্র কাফন সম্পর্কে অবহিত করা কিন্তু আমাকে এটি স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এই প্রেক্ষাপটে যতটা জ্ঞান আমি আপনাদেরকে দিতে পারি এই কয়েকদিনে তার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি জ্ঞান আমি আপনাদের কাছে শিখেছি।

প্রেস এবং মিডিয়ার কথা আমি বলেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর প্রেস এবং প্রচার মাধ্যমে জলসা ব্যাপক পরিসরে পরিচিতি লাভ করেছে আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের সিজদা করা উচিত যে, আল্লাহ তা'লা কিভাবে এই পয়গাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। জলসার সংবাদ এবং ভিডিও ক্লিপ টেলিভিশন এবং অনলাইন ভিডিওর সাতটি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে মোট ৩৩ লক্ষ মানুষের নিকট পয়গাম পৌঁছেছে। রেডিওর ৩৪টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে এই পয়গাম পৌঁছেছে। প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে ১৪টি ফোরামের কল্যাণে ৭৭ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। আর সোশ্যাল মিডিয়াতে ১১৯৫ জন অংশ গ্রহণকারীর মাধ্যমে ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে জলসার বাণী পৌঁছেছে। এভাবে উক্ত ফোরামের মাধ্যমে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার মানুষের কাছে জলসার অনুষ্ঠানমালা, সংবাদ, বাণী, চিত্র এবং ভিডিও ক্লিপ পৌঁছেছে। আর আফ্রিকার বাহিরে এমন দেশ সমূহে যেখানে জলসার প্রেক্ষাপটে মিডিয়া কভারেজ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পাকিস্তান, ভারত, ফ্রান্স, জামাইকা, বলিভিয়া, গ্রীস এবং ব্যালিস অন্তর্ভূক্ত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলের মাঝে বিবিসি নিউজ-২৪ অন্তর্ভুক্ত যাতে তিন বার জলসার সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। এটিও প্রথমবার হয়েছে। প্রথমে এই চ্যানেলে একবার খবর প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আরো খবর প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়।

ফ্রান্সের ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি এএফপি-ও জলসার সংবাদ প্রচার করেছে। এএফপি ভিডিও রিপোর্টও জারি করেছে যা পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে। তাদের মাঝে ইয়াহু নিউজ, এমবিসি নিউজ, এমএসএন নিউজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

এরপর রেডিও সম্প্রচারের অধীনে ৩৪টি রেডিও ইন্টারভিউ বিবিসি-র ৩টি জাতীয় রেডিও স্টেশন, ২৪টি আঞ্চলিক রেডিও স্টেশন এবং ২টি স্থানীয় রেডিও স্টেশনে প্রচারিত হয়েছে। তার মাঝে বিবিসি রেডিও ফোরও অন্তর্ভুক্ত যা ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি শোনা হয়। এতে ২০ মিনিট দীর্ঘ একটি ইন্টারভিউ প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বিবিসি স্কটল্যান্ড এবং বিবিসি রেডিও এশিয়ান নেটওয়ার্কও এতে অন্তর্ভুক্ত। বিবিসি রেডিও এশিয়ান নেটওয়ার্কে এক ঘন্টার বেশী সময় ধরে দু'জনের ইন্টারভিউ প্রচার করা হয়েছে। ৩৩টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে মোট ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম বা বাণী পৌঁছেছে। এগুলোর মাঝে কমপক্ষে ২টি ইন্টারভিউর সূচনা আমার কথার মাধ্যমে হয়েছে। আসলে বিবিসি-র এক মহিলা সাংবাদিক কেরোলাইন ওয়ায়েট আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন যা তিনি প্রচার করেছেন। এর ফলে এখানকার মুসলমান সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এখন হৈচৈ আরম্ভ হয়েছে যে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। ইনি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। আমাদের সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত।

দু'টি এশিয়ান এবং ক্যাথলিক হ্যারল্ড জলসার পূর্বেই সংবাদ এবং প্রবন্ধ ছেপেছে। আফিংটন পোস্টও দু'টি প্রবন্ধ ছেপেছে। অনুরূপভাবে আরোও অনেক এমন সংবাদ

রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমেও এই পয়গাম বা বাণী প্রচারিত হয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় রিপোর্ট। এছাড়া যুক্তরাজ্যের প্রেস ও মিডিয়ার মাধ্যমে আমার ধারণা অনুযায়ী দুই তিন মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত তো অবশ্যই বাণী পৌঁছে থাকবে।

আফ্রিকান দেশ সমূহে দেশীয় টেলিভিশন জলসা সালানার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, উগান্ডা এবং কঙ্গো কিনশাসা এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীকাতুল মাহদী থেকে সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম তারা প্রচার করেছে। ঘানার এক বন্ধু নানা ওয়াসেহ কোতো সাহেব ফোনে জানিয়েছেন যে, আমি খ্রীষ্টধর্মের অনুসারি কিন্তু আপনাদের জলসা সালানার লাইভ সম্প্রচার দেখে আমি আবেগ আপ্লুত, আমার চোখের পানি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখন ইসলামের প্রতিনিধিত্বে আহমদীয়া জামা'ত সর্বাগ্রে রয়েছে। আমি দোয়া করি, আমি যেন আপনাদের জামা'তের প্রচারক হয়ে আহমদীয়া জামা'তের বাণী প্রচার করতে পারি।

ঘানার টোমালো থেকে এক মহিলা হামাদাতো সাহেবা বলেন, আমি ঘানা টেলিভিশনের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তের জলসা দেখেছি আর এই জলসা দেখে আমি সত্যিই অভীভূত। আমি এমনিতে মুসলমান কিন্তু জলসা সালানার এই সম্প্রচার দেখে আমি এখন আহমদী মুসলমান হতে চাই।

উগান্ডা থেকে এক বন্ধু ফোনে জানিয়েছেন যে, আমি টেলিভিশনে জলসার কার্যক্রম দেখেছি। আমি আপনাদের জামা'তভুক্ত হতে চাই। অতএব তিনি মিশন হাউসে আসেন এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ঘানা থেকে একজন ফোন করে বলেন যে, আজ কেবল জামা'তে আহমদীয়াই ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করছে। আমি ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা শোনা পছন্দ করতাম না কেননা মুসলমানরা ইসলামের নামে যুলুম করছে। কিন্তু আপনারা যে ইসলামী শিক্ষা প্রচার করছেন তা শুনে আমার মনে পরিবর্তন এসেছে।

ঘানা থেকে এক আহমদী মহিলা লিখেন, আজ নিজ কক্ষে বসে টেলিভিশনে জলসা সালানার সম্প্রচার দেখছি আর আমার মনে হচ্ছে যেন আমিও জলসা সালানাতেই আছি। আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ এবং চোখ অশ্রুসিক্ত।

আল্লাহ তা'লার ফযলে সিয়েরালিওনের জাতীয় টেলিভিশন এসএলবিসি এস-এ জলসা সালানার ৩৬ ঘন্টার সম্প্রচার সরাসরি দেখানো হয়েছে। সিয়েরালিওন থেকে অনেকেই ফ্রি টেলিফোন লাইনে কথা বলে নিজেদের শুভেচ্ছ জানিয়েছেন। জিবরাইল সাহেব নামে এক ব্যক্তি বলেন, আমি সেই সমস্ত মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যাদের প্রচেষ্টায় আজকে আমরা এই জলসা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এমন মনে হয়েছে যেন আমরা খলীফার সাথে যুক্তরাজ্যে বসে আছি (ইনি আহমদী) আর নিজেদের ঘরে বসে জলসার কল্যাণে সিক্ত হচ্ছি।

কঙ্গো কিনশাসায়ও ৪টি বড় বড় শহরে জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। এই শহর গুলোর দু'টিতে আমার সমাপনী বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়েছে আর দু'টি শহরে জলসার সমস্ত কর্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। কিনসাশায় যখন সমাপনী বক্তৃতা চলছিল তখন তাদের কাছ থেকে দু'ঘন্টা সময় নেয়া হয়েছিল। দুই ঘন্টা শেষ হয়ে যায় তখনও আমার বক্তৃতা চলছিল এবং শেষ হয়নি। তখন টেলিভিশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হয় যেন পুরো বক্তৃতা সম্প্রচার করা যায়। তিনি বলেন যে, আমাদের প্রোগ্রাম পূর্ব থেকেই শিডিউল করা থাকে আর এভাবে সময় বাড়ানো সম্ভব নয় কিন্তু যেহেতু আপনাদের খলীফার বক্তৃতা চলছে আর এই বক্তৃতা আমাদেরকে আন্দোলিত করছে, আমরা আপনাদের আরো সময় দিচ্ছি আর এভাবে পুরো বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়। আর এর ভাল ফিডবেক বা মতামতও আসা শুরু হয়েছে। এক ব্যক্তি ফোনে বলেন, আমি মুসলমান কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এমন কথা কারো মুখে শুনিনি। আমি অনতিবিলম্বে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হতে চাই।

কঙ্গোর বাকাঙ্গো শহরে জিকেভি টেলিভিশনে জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এই টিভির প্রধান জোজ সাহেব বলেন, আমি এই সত্য প্রকাশ না করে পারছি না যে, ইসলামের যে চিত্র আমার মন-মস্তিষ্কে ছিল তা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে আর খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম খুবই সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক একটি ধর্ম। তিনি বলেন, অধিকাংশ ঘর থেকে এম.টি.এ-র অনুষ্ঠানের আওয়াজ আসছিল আর বিশেষ করে সমাপনী বক্তৃতার আওয়াজ বা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

এক বন্ধু বলেন যে, টেলিভিশনে আপনাদের জলসা দেখেছি আর খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, পৃথিবীতে এমন এক সত্তাও আছে যিনি এত প্রিয় শিক্ষা প্রচার করছেন।

আফ্রিকান দেশসমূহে রেডিওর মাধ্যমে জলসা সালানার যে সম্প্রচার হয়েছে সেক্ষেত্রে মালিতে জামা'তের পক্ষ থেকে ১৫টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে জলসা সালানার তিন দিনের কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে আর এভাবে সেখানে প্রায় এক কোটি মানুষ যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সরাসরি সম্প্রচার নিজ ভাষায় শুনেছে।

অনুরূপভাবে বুরকিনাফাঁসোতে ৪টি রেডিও স্টেশনে জলসা সালানার তিন দিনের কার্যক্রম সম্প্রচারিত হয়। এর শ্রোতাদের সংখ্যাও অতি ব্যাপক। একইভাবে সিয়েরালিওনে জলসার কার্যক্রম সম্প্রচারিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বিভিন্ন মহাদেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে এবার জলসার পয়গাম পৌঁছেছে। প্রেস ও মিডিয়া টিমও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বেশ ভাল কাজ করেছে এবং এম.টি.এ-ও এর জন্য অনেক কাজ করেছে। বিশেষ করে এই বিষয়ে যাকে আফ্রিকার ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি এই প্রেক্ষাপটে অনেক কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও পুরস্কৃত করুন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে এই জলসার মাধ্যমে জামা'ত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর আমি যেভাবে বলেছি অনেক কর্মীর এক্ষেত্রে অবদান রয়েছে যে, এম.টি.এ-এরও এবং প্রেস সেকশনেরও অনেক কর্মী এর অন্তর্গত। যুক্তরাজ্যের যুবকরা প্রেস সেকশনে কাজ করছেন এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সামর্থ্য এবং

মেধা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করুন।

কিছু প্রশাসনিক কথাও আছে যা ব্যবস্থাপনা এবং অতিথিদের কল্যাণার্থে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। আমার কাছে একটি অভিযোগ এসেছে যে, প্রধান মার্কিতে বসার জন্য চেয়ারের সংখ্যা কম ছিল। অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধিরা তা পায় নি আর বাহ্যত স্বল্প বয়স্ক এবং যুবকরা সেখানে বসে ছিল আর অযুহাত এটি দাঁড় করানো হয়েছে যে, যেহেতু তাদেরকেও কার্ড দেয়া হয়েছিল তাই আমরা তাদেরকে উঠাতে পারবো না। এক তো কার্ডের সংখ্যা চেয়ারের সংখ্যা অনুপাতে হওয়া উচিত বা জায়গা বেশী নিন বা সেখানে অর্থাৎ প্রধান মার্কিতে যদি জায়গা না হয় তাহলে প্রতিবন্ধি এবং অসুস্থ্যদের বসার চেয়ারের জন্য পাশেই একটি পৃথক তাঁবু টানানো যেতে পারে। এই বিষয়েও আগামী বছর চিন্তা করা উচিত। আর দ্বিতীয়ত একটি মাত্র টেলিভিশন স্ক্রিন যথেষ্ট নয়, একাধিক হওয়া উচিত। মোটের ওপর স্নানাগার এবং টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা সঠিক ছিল কিন্তু অনেক সময় অভিযোগ আসে যে, পানি বা টিস্যু পেপারের ঘাটতি ছিল।

বাজারে যারা গিয়েছে তাদের মাঝে অ-পাকিস্তানী অতিথিরা পাকিস্তানী অতিথিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, সেখানে অনেক সময় কোন জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে যদি লাইনে দাঁড়াতে হয় তাহলে পাকিস্তানীরা ধৈর্য্য প্রদর্শন করে নি বরং ধাক্কাধাক্কি করেছে। তাদের আদর্শ স্থাপন করা উচিত কেননা এটি জলসার উদ্দেশ্যাবলীর পরিপন্থি কাজ। আর প্রথম দিনও আমি বলেছিলাম যে, ধৈর্য্য ধারণ করুন এবং সহ্য করুন আর অন্যদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে বেশি সচেতন হোন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর মোটের ওপর পরিবহনের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। কতিপয় কর্মী কোন কোন অতিথিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তা দু'একটি অভিযোগ হলেও তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। কেবল কর্মীগণ পর্যন্তই যদি তা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে ঠিক আছে। আমারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যে, এমন অতিথিরা তা দেখে নি যারা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কর্মীদের কথা মানা সকল অতিথির জন্য আবশ্যক তা সে যে-ই হোক না কেন। কোন ওহদাদারের নিকটাত্মীয়ই হোক বা কোন বড় মানুষ হোক বা সে যে বংশেরই হোক না কেন এমনকি আমার আত্মীয় হলেও। নির্দেশ মেনে পরিবেশকে সুন্দর করার পরিবর্তে কেউ কেউ ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যা সঠিক নয়। অনুরূপভাবে সেই সব যুবক যারা ডিউটিতে ছিল তারা এই কারণে উত্তেজিত হয়ে যায় যে, তারা যদি আমাদের কথা না মানে তাহলে আমরা কাজ করব না, এমন চিন্তাধারাও ভুল।

এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে তাই কর্মীদেরও ধৈর্য্য এবং বড় মনোবলের পরিচয় দেয়া উচিত। আর কোন ভ্রান্ত বিষয় দেখলে নিজের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করুন। এরপর তারা নিজেরাই তা নিয়ন্ত্রণ করবেন। যাহোক মোটের ওপর জলসা সালানা বহু কৃপারাজিতে আমাদেরকে সিক্ত করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে বা টেলিভিশনের মাধ্যমে জলসা দেখেছে এবং শুনেছে তাকে নিজের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের তৌফিক দিন। আর প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের যে প্রকৃত বাণী পৌঁছেছে সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিন তারা যেন সেটি ভালভাবে বুঝতে পারে এবং সত্যিকার এই বাণী বা পয়গামকে যেন গ্রহণ করতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা সৈয়্যদা ফরিদা বেগম সাহেবার জানাযা যিনি মির্যা রফিক আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি জনাব সৈয়্যদ জলীল শাহ্ সাহেবের কন্যা এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধূ ছিলেন। হযরত মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মীর হিসামুদ্দীন সাহেবের প্রপৌত্রী ছিলেন। তিন দিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মাগফিরাত করুন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

হযরত সৈয়্যদ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের দৌহিত্রী এবং হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার সাহেবের প্রদৌহিত্রী ছিলেন অর্থাৎ হযরত উম্মে তাহের সাহেবার ভাতিজির কন্যা ছিলেন। তিনি মীর হিসামুদ্দীন সাহেবের প্রপৌত্রী ছিলেন। মীর হিসামুদ্দীন সাহেবের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর যৌবনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা যখন তাঁকে শিয়ালকোট পাঠিয়েছিলেন তার ঘরেই তিনি (আ.) অবস্থান করেছিলেন। তাই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)ও কয়েকবার উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। অনুরূপভাবে সৈয়্যদ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মামা ছিলেন। ফরিদা বেগম সাহেবা তার মেয়ের কন্যা ছিলেন। যখন ফরিদা বেগম সাহেবার মা রাযিয়া বেগম সাহেবার বিয়ে হয় তখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন যে, এই পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে আমি অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও বিয়ে পড়াতে বাইরে এসেছি। অনুরূপভাবে মেয়ের পক্ষ থেকে ওলীর দায়িত্বও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজেই পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তাঁর পুত্রবধূও লিখেছেন যে, তিনি বিশেষ করে শেষ জীবনে অনেক বেশি অধ্যয়ন করতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সব বই পড়েছেন বরং তিন বার পাঠ করেছেন। মালফুযাত পড়েছেন, তফসীরে কবীর পড়ে শেষ করেছেন, রীতিমত খুতবা শুনতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়ার্দ্র হোন। এবং তার সন্তান-সন্ততিরও হিফাযতকারী এবং সাহায্যকারী হোন। তার এক পৌত্র জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় পড়াশুনা করছে। তার এক দৌহিত্র জামেয়া আহমদীয়া কানাডায় আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও জামা'তের সেবকের চেতনা ও প্রেরণায় যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৩৮)

পৌলের মতবাদের তীব্র সমালোচনাঃ

উল্লেখ্য যে, বহু চিন্তাবিদ, গবেষক এবং জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তি যীশুর ঈশ্বরত্বের ব্যাপারটির সমালোচনা কঠোরভাবে করেছেন। রূপকার্থে এই ধরনের প্রকাশ–ভঙ্গি বা সম্বোধন ঈশ্বরের নৈকট্য এবং প্রিয়–পাত্র হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যিকার দৈহিক বা আক্ষরিক অর্থে কখনই এই শব্দগুলো বাইবেলেও ব্যবহৃত হয় নাই। মূলতঃ ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে তৌরাত ও ইঞ্জিল, তথা বাইবেলের মূল একত্ববাদী শিক্ষার কোন অসংগতি নাই। পবিত্র কুরআনে যীশু–খৃষ্ট তথা হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহাতীত রূপে বর্ণনা করা রয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। প্রচলিত ত্রিত্ববাদী মতবাদ পবিত্র কুরআন খণ্ডন করেছে (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আলে ইমরান, আল মায়েদা, মরিয়ম, বাকারা, কাহফ, হাদীদ, মুমিনুন, নিসা, যুখরুফ, এখলাস এবং অন্যান্য সূরা দ্রষ্টব্য)।

সেইন্ট পৌলের বিভ্রান্তি–মূলক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন অনেক খৃষ্টান লেখক এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ তাঁদের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করা হলো। এই সকল উদ্ধৃতি স্বয়ং–ব্যাখ্যামূলক। এগুলোর দ্বারা মূলতঃ ত্রিত্ববাদ, আদি–পাপ ও প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এবং যীশুর একত্ববাদী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

(1) "Thus there is reason in the Gospels, read perceptively, to think that unlike " the Messiah" the title 'Son of God' was not applied to Jesus in his lifetime by his followers' or a fortiori "by himself".

[Raymend E. Brown , Death of Messiah, Vol-1 (New York, DOUBLEDAY Publishing group , 1994 P-482]

(2) " This view of Christianity (son of god) is increasingly difficult for many of us to accept or believe. I would choose to loath rather than to worship a deity who required the sacrifice of his son. But on may other levels as well, this entire theological system, with these strange presuppositions, has completely unraveled in our post modern world. It now needs to be removed quite consciously for Christianity." [John Shelby Spong, Why Christianity Must Change or Die, New York; Harper Collins Publishers, 1998, pp.95]

(3) Ryan Hicks, refuting the concept of original sin, asserts:

"In conclusion, it is putting it far too kindly to say that the doctrine of original sin is pure and utter foolishness and nonsense. It contradicts the natural God-given reasoning that we use to explain EBERY, the single BIBLICAL doctrine. It makes God into a monster that has formed His creatures to be damned from birth and disobey Him by nature, thus thay have no true free will in the matter. Thus, we should stick with the Bible's plain teachings and always avoid the doctrines and commandments of men."

[Ryan Hicks, Ryan Hicks Ministers, Web page: http://www.ryanhicksministries.com/originalsim.htm]

(4) Charles Finney continues to express his opinion about original sin thus: "This doctrine is a stumbling-block to the church and the world, infinitely dishonorable to God, and an abomination alike to God and the human intellect, and should be banished from every pulpit, and from every formula of

doctrine, and from the world.

[Charles Finney, Lectures on Systematic Theology, Wm Eerdmans Publishing Co, Grand Rapid, MI, 1953,p252]

(5) Alfred overstreet lists thirteen reasons why the concept of original sin is false:

* It makes sin a misfortune and a calamity rather than a crime.

* It makes the sinner deserve pity and compassion rather than blame for his sins.

* It excuses the sinner.

* It makes God responsible for sin.

* It dishonors God. It makes him arbitrary, cruel and unjust.

o It causes ministers to wink at and excuse sin.

* It begets complacency and a low standard of religion among Christians.

* It is a tumbling block for the unsaved.

* It makes Jesus a sinner or it must deny his humanity.

* It contradicts the Bible.

* It "adds to" and "takes from" the Bible. God warns against this in Deut. 4:2 and Rev. 22:18-19.

* It begets the false doctrines and false interpretations of the Scriptures.

* It is ridiculous, absurd, and unreasonable. It contradicts the necessary and irresistible affirmations of every man's consciousness and reason, which is something that no true doctrine of the Word of God could do. (P. 102-103)"

[Alfred T. Overstreet, Are Men Born Sinners? Long Beach, CA Evangel Books Publishing Co. 1995, And Dr. Charles Hodge, Systematic Theology, Volume II p.308]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর সার-সংক্ষেপ হলোঃ

বাইবেল অনুযায়ী 'আদি-পাপ' হচ্ছে মানুষের তৈরী মতবাদ এবং এই মতবাদের সংগে বাইবেলের সহজ শিক্ষার-সম্পর্ক নেই। খৃষ্ট-ধর্ম থেকে আদি-পাপের মতবাদ সচেতনভাবে অপসারিত করার সময় এসেছে। আদি-পাপের মতবাদ চার্চের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য বাধা-স্বরূপ এবং ঈশ্বরের জন্যও অবমাননাকর। যীশুর জীবদ্দশায় Son of God কথাগুলো বাইবেলে শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আদি-পাপ হলো মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক মতবাদ এবং একথার সমর্থনে অনেকগুলো কারণ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

[নোটঃ উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর পূর্ণ বিবরণের জন্য "The Muslim Sunrise, 2004 Issues 1-2 দ্রষ্টব্য]

যীশুর মৃত্যুঃ বাইবেলের এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণঃ

যীশু (হযরত ঈসা আ:) একজন মানুষ ছিলেন এবং ইস্রায়োলীদের জন্য ঐশী মনোনীত নবী ছিলেন। তিনি কখনই ঈশ্বর বা ঈশ্বর-পুত্র ছিলেন না যেভাবে খৃষ্টধর্ম সেইন্ট পৌলের দ্বারা প্রচারিত এবং অদ্যাবধি খৃষ্টীয়-ধর্মের অধিকাংশ অনুসারীদের ধর্মমত হিসেবে পরিচিত। সুতরাং যদি বাইবেল থেকেই প্রমানিত হয় যে, যীশুখৃষ্ট ক্রুশে মরেন নাই অথবা সশরীরে আকাশে যান নাই এবং এই কথা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারাও নিরূপিত হয়, তাহলে কতকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সহজ সমাধান হতে পারে। সংক্ষেপে এরূপ বিষয়গুলো হলোঃ

* যীশুর অভিশপ্ত ক্রুশীয় মৃত্যু না হওয়ায় ইহুদীদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে একজন ঐশী মনোনীত নবীকে অস্বীকার করার জন্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহুদীরাই অভিশপ্ত (মাগযুব)।

* হযরত ইউনুস (যোনা) নবী মাছের পেটে তিন দিন-রাত অচেতন অবস্থায় থাকার পর যেভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন সেভাবেই যীশুও পাহাড়ের গুহায় তিন দিন-রাত থাকার পর সুস্থ হয়ে তাঁর উপর ন্যস্ত নবুয়াতের দায়িত্বাবলী পালন করেছেন।

* ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী যীশু ইস্রায়েলী জাতির হারানো মেষ তথা বংশধরদের পথ-প্রদর্শনের জন্য পূর্ব দিকে হিজরত করেন এবং দীর্ঘ সময় সেই দায়িত্ব পালন করে পরিনত বয়সে ইন্তেকাল করেন (কাশ্মীরে তাঁর কবরস্থানের অস্তিত্ব অদ্যাবধি রয়েছে বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমান রয়েছে)।

* যীশুর আকাশে গমন বা স্বর্গারোহনের বিশ্বাস সম্পূর্ন রূপে অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। খৃষ্টানগনের ভ্রান্ত ধারনা হলো যীশু ক্রুশীয় ঘটনায় মৃত্যুবরন করেছিলেন এবং পরে পূনর্জীবন লাভ করে আকাশে চলে গেছেন এবং শেষ যুগে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পূনরায় আগমন করবেন। এরূপ ধারণা-ভিত্তিক সেইন্ট পৌল কর্তৃক প্রচারিত খৃষ্ট-ধর্মের ত্রিত্ববাদ/প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা। পথ-ভ্রষ্ট (যাল্লীন) হিসেবে খৃষ্টানদের আখ্যায়িত হওয়ার প্রধান কারণ হলো তারা যীশুকে ঈশ্বর-পুত্র বলে বিশ্বাস করে।

* অধিকাংশ মুসলমানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় নাই এবং ঐ ঘটনার সময় অন্য একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং প্রকৃত যীশুকে সুকৌশলে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ যুগে যীশু সশরীরে আকাশ থেকে দুই ফিরেশতার কাঁধে ভর করে এই ধরা-ধামে নেমে আসবেন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন (এই বিষয়গুলোর কিছু অংশ রূপকার্থে এবং কিছু অংশ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অবশ্যই সত্য, শাব্দিক অর্থে অবাস্তবই বটে)। বাইবেল, পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ক্রুশীয় ঘটনার পরে অজ্ঞান অবস্থায় তিন দিবা-রাত্রি থাকার পর যীশু প্রাচ্যের দিকে হিজরত করেন এবং পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর পুনরাগমনের বিষয়টি রূপকার্থে প্রযোজ্য হওয়াই বাস্তব সম্মত।

[চলবে]

পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই আল্লাহ্ বিরাজমান

মাহমুদ আহমদ সুমন

পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর এবং তিনি সব খানেই আছেন। যে প্রভু সর্বত্রে থাকেন সেই প্রভুকে ডাকার বা স্মরণ করার জন্য কোন নির্দষ্ট স্থানের এবং বিশেষ নিয়ম কানুনের প্রয়োজন আছে কী?

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো–সে যেন একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন' অর্থাৎ- 'আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি' (সূরা জারিয়াত, আয়াত: ৫৭)। এজন্য সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে ইসলাম নামাযের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে।

কিন্তু বড়ই কষ্ট হয়, হৃদয় ফেটে যায়, যখন শুনতে পাই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ওপর কেউ খোদকারী করে সেটা আল্লাহপাকের নামে চালিয়ে দেয়। সম্প্রতি 'চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েজ নয়' এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফতোয়া দিয়েছিল। ভেবে কুল পাই না, ইসলামীক ফাউন্ডেশন কিভাবে কুরআন বিরোধী এ ধরণের ফতোয়া দিতে পারে। চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, এ ধরণের ফতোয়া নিশ্চয় কুরআন ও ইসলাম বিরোধী একটি ফতোয়া। পবিত্র কুরআন সর্বাবস্থায় যেখানে নামায পড়ার শিক্ষা দেয় সেখানে এ ধরণের ফতোয়া দেয়া কি আল্লাহর ওপরে খোদকারী নয়? এছাড়া আল্লাহপাক তো সর্বত্রই বিরাজমান। যে কেউ যেভাবেই চায়, তার প্রভুকে স্মরণ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, 'যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহকে স্মরণ করে, আর যারা আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে, তারা স্বত:স্ফূর্তভাবে বলে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি এ মহাবিশ্ব বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমিই পবিত্র। অতএব তুমি আগুনের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯২)।

আল্লাহ্ তা'লা এখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, যারা দাঁড়িয়ে নামায আদায় না করতে পারবে তারা বসে নামায আদায় করবে, যারা বসেও নামায আদায় করতে পারে না তারা কাৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় ইঙ্গিতে নামায আদায় করবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তাকে নামায পড়তে হবে, আর আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। ইসলাম একটি সহজ ধর্ম, আল্লাহপাক চান না কারো কষ্ট হোক, তিনি সবার আরাম চান। আল্লাহ্ তা'লা শুধু নামাযকে দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত অবস্থায় আদায় করারই নির্দেশ দেননি বরং তিনি হাঁটা অবস্থায়ও নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তবে তোমরা ভীতিগ্রস্ত হলে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহী অবস্থাতে নামায পড়ে নিও। এরপর তোমরা যখন নিরাপদ হও তখন আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে তা শিখিয়েছেন, যা তোমরা এর পূর্বে জানতে না' (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৪০)।

মূল বিষয় হচ্ছে, আল্লাহপাকের আদেশাবলীর মাঝে নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যে পর্যন্ত একজন মুসলমান হুঁশে থাকে, অজ্ঞান বা পাগল না হয় সে পর্যন্ত সে কোনো অবস্থাতেই নামায

আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা করতে পারে না। এমনকি যে ব্যক্তি জীবন বিপন্ন অবস্থায় পথ চলতে থাকে তারও নামায পড়তে হবে, ঘোড়ার ওপর চলন্ত অবস্থায় বা পায়ে চলা অবস্থায় অথবা দৌড়াতে থাকা অবস্থায় নামায আদায় করতে হবে। এক কথায় কোনো অবস্থাতেও নামায পরিত্যাগ করার অনুমতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেন নি।

আল্লাহ সব জানেন, সব বুঝেন এবং দেখেন। কে কোন নিয়তে নামায আদায় করছেন বা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছেন তিনি তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তাই অন্তর যদি পবিত্র হয়, তাহলে সে যেখানে, যেভাবেই তার প্রভুকে ডাকুক না কেন তিনি তার ডাক শুনবেন এবং তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসবেন। আমাদের অন্তর যেহেতু অপবিত্র, তাই আমরা বিভিন্ন নিয়ম-নীতি খুঁজতে থাকি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন 'আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। আর তোমরা যা অর্জন কর, তিনি তা-ও জানেন' (সূরা আনআম, আয়াত: ৪)।

তাই কে কিভাবে নামায আদায় করছে এটা মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হচ্ছে কার আত্মা কতটুকু পবিত্র এবং কতটুকু পবিত্রতা নিয়ে আল্লাহপাককে সে স্মরণ করছে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেকের জীবন-শিরা থেকেও নিকটে আছেন। তাই আমি যদি পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁকে স্মরণ করি তাহলে তিনি আমাকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তার জীবন-শিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটে আছি' (সূরা কাফ, আয়াত: ১৬)। আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হওয়া চাই, পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর এবং তিনি সব খানেই আছেন। যে প্রভু সর্বত্র থাকেন সেই প্রভুকে ডাকার বা স্মরণ করার জন্য কি কোন নির্দষ্ট স্থানের এবং বিশেষ নিয়ম কানুনের প্রয়োজন আছে? যেখানে আল্লাহপাক বলছেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর বিকাশ দেখতে পাবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১১৬)। আল্লাহ আকাশে, পাতালে, পূর্বে, পশ্চিমে, মানুষের হৃদয়ে এবং সর্বত্রই বিরাজমান। তাহলে কেন আমরা সেই মহান আল্লাহকে একটি সীমার মধ্যে আটকে রাখছি?

আসলে যারা নামাযকে শুধুমাত্র প্রচলিত উঠা-বসা মনে করে, সমাজে তারাই যত অপকর্ম আছে সব করে, কারণ নামায তাদের কাছে উঠা বসারই নামান্তর। নামাযে তারা স্বাদও পায় না আর আল্লাহপাকের সাথে মেরাজও ঘটে না। তাই তারা মনে করেন উঠাবসা ছাড়া নামায হবে না। এই উঠা বসা আল্লাহপাকের কাছে কোন মূল্য রাখে না, যদি তার হৃদয় পরিস্কার না থাকে। আল্লাহ থাকেন পবিত্র মানুষের আত্মায়। যারা উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন, তাদের আত্মায় আল্লাহর বাস। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন।

masumon83@yahoo.com

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Graphich Design
3. Web page Design
4. Hardware Maintenance and Troubleshooting

ভর্তির যোগ্যতাঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. সম্পূর্ণ ফ্রি ভর্তির সুযোগ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

ঐশী সাহায্য লাভের দোয়া

"রাব্বি ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির"

অর্থ : হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অসহায়, তুমি (আমার শত্রু হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

(তাযকেরা, পৃ. ৭১৪)

তবলীগ ও তার পদ্ধতি

খন্দকার আজমল হক

তবলীগ আরবী শব্দ। মূল শব্দ বাল্লেগ, যার অর্থ প্রচার। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করাকেই তবলীগ বলা হয়। যারা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন, তাদেরকে মোবাল্লেগ বলা হয়ে থাকে। কুরআন পাকে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন, আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র ধর্ম। এছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ বলেন "ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহেল ইসলাম" অর্থ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ ধর্ম" (৩ঃ২০)। আল্লাহ আরও বলেন "এবং যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করতে চায় তবে তার নিকট হতে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে" (৩ঃ৮৬)।

তিনি এও বলেছেন "ওয়া রাজিইতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা" অর্থ "এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম" (৫ঃ৪)। এখানে 'তোমাদের জন্য' কথাটি দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা রসূল করীম (সা.)কে সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আর আল্লাহ্ সারা বিশ্ব এবং এর ভেতর যা কিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা (৬ঃ১০২-১০৩)। তাই তিনি মানবজাতিরও স্রষ্টা। মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন "মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লে ইয়াবুদুন" অর্থ "আমি জিন ও ইনসানকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা কেবল আমারই ইবাদত করে" (৫১ঃ৫৭)। তাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদত করাই ইসলামের মূল শিক্ষা। আল্লাহ্ তা'লা যুগে যুগে নবীগণকে এজন্যই প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা এসে নিজ জাতির লোককে আল্লাহ্‌র পথে ডাক দিয়েছেন। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন (৭ঃ৬০,৬৬,৭৪;১৬ঃ৩৭)।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) বিশ্বের সকলের জন্য এসেছিলেন এবং তাই তিনি বিশ্বের সব মানুষকে ইসলামের দিকে ডাক দিয়েছেন। এটাই তবলীগ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত রসূল করীম (সা.) বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এসেছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনবী। আল্লাহ্ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তুমি বল হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য সেই আল্লাহর রসূল যিনি আকাশ মালা ও পৃথিবীর অধিপতি" (৭ঃ১৫৯)। রসূল হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল বিশ্বের সব মানুষের নিকট এই নির্দেশ পৌঁছে দেয়া। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রসূলগণের ন্যায় আল্লাহর দীন বা ধর্মের শিক্ষা প্রচারের ভারও তাঁর ওপর দেয়া হয়েছিল। নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে "হে রাসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছে দাও। এবং যদি এরূপ না কর তবে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না" (৫ঃ৬৮)।

হযরত রসূলে করীম (সা.) যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি নিজে, তাঁর সাহাবাগণ, তার প্রেরিত মোবাল্লেগণ এবং ব্যক্তিগতভাবে পত্র দ্বারা তৎকালীন মানবজাতি ও রাজা বাদশাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে এ দায়িত্ব তিনি তাঁর উম্মতের উপর দিয়ে যান।

কোরআন পাকের যে সকল স্থানে তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর বাণী প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তাঁর উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য। যদি তা না হত তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পর তবলীগ বন্ধ হয়ে যেত এবং ইসলামের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হত। তাই বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত বাল্লেগ শব্দ যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্য প্রযোজ্য তেমন তাঁর উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য। কুরআনে ব্যবহৃত এরূপ কিছু কিছু শব্দ আছে যা কোন কোন স্থানে তাঁকে খাসভাবে সম্বোধন করলেও কোন কোন স্থানে তাঁর উম্মতদের জন্য আমভাবেও প্রযোজ্য। যেমন সূরা আরাফের ১৫৯ নং আয়াতে কুল শব্দ খাসভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্য ব্যবহৃত হলেও চার কুল সূরায় ব্যবহৃত ক্বোল শব্দ আমভাবে সব উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য।

এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে ইসলামের গন্ডির বাইরে যাদের অবস্থান, তাদের নিকট ইসলামের তথা তৌহিদের বাণী পৌঁছানো বা ইসলাম প্রচরের দায়িত্ব সব মুসলমানের। সময় ও সুযোগ পেলে সব মুসলমানকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজে মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্য গয়ের মুসলিমকেও মুসলমান করার প্রচেষ্টা চালান তার কর্তব্য। বিভিন্ন কারণে সকলের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সেজন্য কোরআন পাকে মালী কোরবানী বা আল্লাহর পথে খরচের নির্দ্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যাতে এ অর্থ তবলীগের জন্য ব্যয় হলে অর্থদানকারীরও তাতে অংশগ্রহণ করা হবে। কিন্তু এ কাজ এককভাবে করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য সাংগঠনিক ভাবে এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু এরূপ কোন ব্যবস্থা কী মুসলমানদের ভেতর আছে?

আজ মুসলমানগণ প্রচার হতে বিমুখ। তাদের ভেতর খিলাফত নেই। বায়তুল মাল নেই। মালী কোরবানীর ব্যবস্থাপত্র দেবার মত এমন কেউ নেই যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার কার্য চালাবে। এখন বিশ্বে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট। বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকলেও ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদানে তারা অক্ষম, তাই সাধারণ মুসলমানগণ আলেম বলে কথিত পীর, মৌলভী, মোল্লাদের ওপর নির্ভরশীল। কোরআন পড়ে তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা তাদের নেই। ইসলামী শিক্ষার শাঁস রেখে তারা খোলস নিয়ে ব্যস্ত। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ্যবাদ আজ মুসলমানদের ভেতর ঢুকে পড়েছে। মৌলভী-মোল্লাগণ দুনিয়াদারীতে ডুবে আছেন। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার গোঁড়ামি, কূপ মন্ডুকতা তাদের ঘিরে ফেলেছে। তারা মনে করেন যে ওয়াজ নসিহত করলেই তাদের দায়িত্ব শেষ। এই ওয়াজ নসিহতও তারা অর্থের বিনিময় ছাড়া

করেন না। অথচ কোরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে "নিশ্চয় আল্লাহ্ কিতাব হতে যা নাযেল করেছেন, তাকে যারা গোপন করে এবং তার বিনিময়ে অল্প মূল্যও গ্রহণ করে তারাই নিজেদের উদরে শুধু অগ্নিই ভক্ষণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"। (২ঃ১৭৫)

এখানে বলা হয়েছে কোরআনের শিক্ষা জেনে যেমন গোপন করা যাবে না, তেমন তার বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করাও যাবে না। কিন্তু আলেম বলে কথিত পীর, মোল্লাগণ কোরআনের শিক্ষা প্রচারের কথা বলে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত। মুসলমানদের তালিম তরবিয়াতের কথা বলে অর্থ উপার্জন করলেও বিধর্মীদের ভেতর ইসলাম প্রচারের কোন প্রচেষ্টা তাদের নেই। এটাই যে আখেরী জামানা, তা বর্তমান আলেম সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিলেই অনুধাবণ করা যায়। আখেরী জামানার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তখন "ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছু বাকী থাকবে না। কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছু থাকবে না আকাশের নিচে নিকৃষ্ট জীব হবে আলেমগণ। (বায়হাকী)। এদের দ্বারা কীভাবে ইসলাম প্রচার সম্ভব? মুসলিম রাষ্ট্র কাঠামো যেমন ইসলাম প্রচার হতে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, আলেম সমাজও তেমন ইসলাম প্রচার হতে বিমুখ। তাই আজ ইসলামের প্রচার ও প্রসার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েক শতাব্দি ধরে বংশানুক্রমিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও অন্যদেরকে মুসলমান করে সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা মুসলমানদের নেই। নামমাত্র ইসলাম টিকে থাকলেও মুসলমানগণ এখন মৃত। এরূপ অবস্থাতেই ইসলাম প্রচার, প্রসার এবং মুসলমানদের পুর্নজাগরণের জন্য হযরত রসূলে করীম (সা.) হযরত ইমাম মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন। এই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী যথা সময়ে তাঁর আগমন হয়েছে। হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দির শিরোভাগই ছিল সেই আগমনের সময়। তাঁর আগমনের লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়ে তাঁর দাবির সত্যতার প্রমাণ করে দিয়েছে। তিনি এসে বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলামের মূল শিক্ষার দিকে আহ্বান করেছেন।

হযরত রসূল করীম (সা.) এর পর চৌদ্দশত বছরের ভেতর গোঁড়ামি, বেদাত, অন্ধবিশ্বাস ও নানা প্রকার কুসংস্কার স্বরূপ আগাছা ইসলামরূপ সুন্দর বাগানকে ঢেকে দিয়ে তার সৌন্দর্যকে আড়াল করে ফেলেছে। ইসলামের বর্তমান অবস্থা দেখে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের কথাই শুনতে চায় না। আজকাল মুসলিম নামধারী তথাকথিত ইসলাম দরদী সন্ত্রাসীদের জন্য অন্যদের নিকট ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে কুসংস্কার ও অন্যান্য আগাছা দূর করে ইসলামের সৌন্দর্য সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেছেন। সকল অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামির মুলোৎপাটন করে ইসলামকে সবার নিকট গ্রহণীয় ধর্মরূপে উপস্থাপন করেছেন। কোরআনের মূল শিক্ষাকেও তিনি প্রকাশ করেছেন।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) যেমন বিশ্বের সকলের জন্য এসেছিলেন, তাঁর প্রতিনিধি হবার কারণে তিনিও বিশ্বের সকল ধর্মের সংস্কারক হিসেবে এসেছেন। তিনি এসে বিশ্বের সকল ধর্মের লোককে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার আহ্বান জানিয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি যেমন মুসলমানদের মাহদী ও মসীহ, তদ্রূপ হিন্দুদের কল্‌কি অবতার, খ্রীষ্টানদের মসীহ ও বৌদ্ধদের মৈত্রেয়। তিনি এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে মুসলমানগণ শেষ জামানায় যে ঈসা (আ.) এর অপেক্ষা করছে, তিনিই সেই ঈসা (আ.)। তিনি জানিয়েছেন যে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম, যিনি বণী ঈসরাইলদের নবী ছিলেন, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। এজন্য হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে "লাল মাহদী ইল্লা ঈসা" "ঈসা ব্যতীত কোন মাহদী নেই"। (ইবনে মাজা) কুরআনের অন্তত ত্রিশটি আয়াত দ্বারা তিনি হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে কেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সত্য যে হযরত ঈসা (আ.) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। (৩ঃ৫৬; ৫ঃ১১৮) আর এটা আল্লাহ তালার বিধান যে মৃত ব্যক্তি কখনও ইহজগতে ফিরে আসে না। অতএব হযরত ঈসা (আ.)ও আর দুনিয়ায় ফিরে আসবেন না। ইহুদীগণ যেমন এখন পর্যন্ত এলিয় নবীর আসার অপেক্ষা করছেন, মুসলমানদেরও তেমনি কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও ইসরাঈলী- ঈসাকে ফিরে পাবে না। হাদীস শরীফে শেষ জামানায় যে ঈসা (আ.) এর আগমনের কথা বলা হয়েছে, তিনি ও ইমাম মাহদী যে একই ব্যক্তি তা উপরে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আরও একটি হাদীসের উদ্ধতি দেয়া গেল।

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন "তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায় বিচারক মিমাংসাকারী ইমাম মাহদী রূপে। তিনি ক্রুস ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন ও ধর্ম যুদ্ধ রহিত করবেন"। (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল) একই ব্যক্তিকে কেন দুই নাম দেয়া হয়েছে, তার বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল।

কুরআনপাকে হযরত রসূলে করীম (সা.) কে হযরত মূসা (আ.) এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে "ইন্না আর সালনা ইলায়কুম রাসূলান শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআউনা রাসূলা"। অর্থ "নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি এক রসূলকে সাক্ষি স্বরূপ যেরূপ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম এক রসূল" (৭২ঃ১৬)। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন ফেরাউনের সময় প্রেরিত বনী ইস্রাঈলদের রসূল। হযরত মূসা (আ.) এরপর চর্তুদশ শতাব্দিতে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.) তিনিও এসেছিলেন বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদীদের জন্য। আল্লাহ বলেছেন "ওয়া রাসূলান ইলা বনী ইস্রাঈল" এবং বনী ইস্রাঈলদের নিকট রসূলরূপে" (৩ঃ৫০)। হযরত ঈসা (আ.) যখন আসেন তখন ইহুদীদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল। তখন তাদের ত্রাণকর্তারূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তখন ইহুদীদের যেরূপ অবস্থা হয়েছিল, হযরত মোহাম্মদ (সা.) এরপর চতুদর্শ শতাব্দিতে মুসলমানদেরও তদ্রুপ অবস্থা হবে বলে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ হযরত আব্দুল্লা বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "বনী ইস্রাঈলের যা হয়েছিল, আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমন কি যদি তাদের মধ্যে এমন কেউ থেকে থাকে যে নিজ মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকাজ করেছিল তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক হবে"। (মেশকাত- ঈমান পর্ব)

(চলবে)

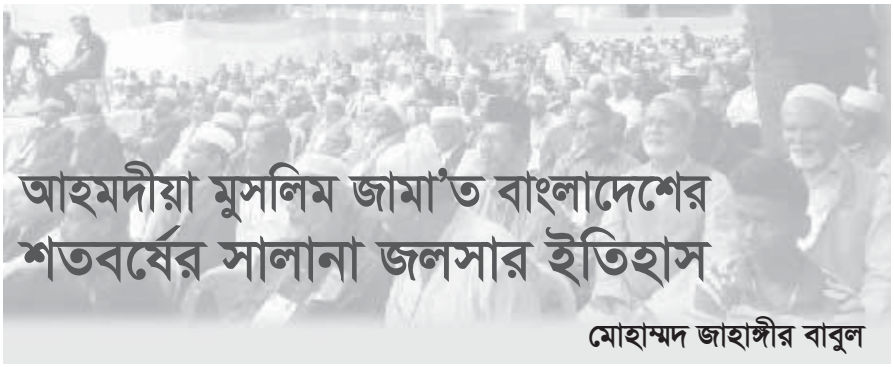

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের একটি প্রস্তাব বঙ্গের গভর্ণর মহোদয়ের নিকট টেলিগ্রাম

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সে সমবেত আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণের পক্ষ হতে সভার প্রেসিডেন্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব সভার প্রথম দিন বঙ্গের গভর্ণর মহোদয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। সেই টেলিগ্রাম ও তদুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ–

Private Secretary to Governor, Bengal

Kindly submit His Excellency the following resolution of Bengal Ahmadis with request to communicate it his the proper quarters.

ALL BENGAL AHMADIYYA CONFERENCE

Res. 1

Ahmadi Moslems of Bengal in annual Conference assembled convey their sincere thanks and congraluation to British Premier of his reliantly successful efforts in the cause of world peace and hope that he would follow them up by further efforts in the cause of reconciliation and place in India and Palestine.

টেলিগ্রাম

বঙ্গের গভর্ণর মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী সমীপেষু–

বঙ্গীয় আহমদীগণের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুগ্রহ পূর্বক গভর্ণর বাহাদুরের নিকট পেশ করবেন এবং যথার্থ স্থানে পৌছাবার জন্য অনুরোধ করবেন।

প্রস্তাব

বঙ্গীয় আহমদীয়া মুসলিমগণ তাদের বার্ষিক কনফারেন্সের অধিবেশনে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ বৃটিশ প্রিমিয়ারকে বিশ্বশান্তি রক্ষায় তার সাফল্য মন্ডিত প্রচেষ্টার দরুন জ্ঞাপন করছেন এবং আশা করেন যে, ভারত ও প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি সেইরূপ আত্মনিয়োগ করবেন।

Government's Reply

D.O.No. 2463/XX-A-2

GOVERNMENT HOUSE.

DARJEELING.

11th October, 1938.

Dear Sir,

I am desired to acknowledge the receipt of a copy of the resolution passed at the annual Conference of Ahmadi Moslems of Bengal which has been forwarded with your telegram. dated 6th October, 1938, and to say that it will be communicated to the appropriate quarter.

Yours faithfully (Illegible)

Asstt. Secretary to the Governor.

Khan Bahadur Maulvi Abul Hashem Khan Chowdhury.

উত্তর

প্রিয় মহাশয়,

বঙ্গীয় আহ্‌মদী মুসলিমগণের বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত একখানি প্রস্তাবের প্রাপ্তি স্বীকার করবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এই প্রস্তাবটি ৬ই অক্টোবর ১৯৩৮ খৃঃ অব্দ তারিখের আপনার টেলিগ্রাম মারফত পাওয়া গিয়াছে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় এটা প্রেরিত হবে বলে জানাতেও আমি আদিষ্ট হয়েছি।

বশংবদ

স্বাক্ষর

এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী গভর্ণর অব বেঙ্গল

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ অক্টোবর ১৯৩৮)।

১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় জলসা উপলক্ষে চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেব একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তা নিম্নে পত্রস্থ করা হল ঃ–

জলসা

মোবারক, মোবারক, মোবারক জলসা
শরতের বঙ্গে জলসার ঝলসা।
সালামুন আলাই-কুম সুধাময় শান্তি
জলসায় এনে দিল স্বভাবের কান্তি।
সরলতার সুখ-হাসি এ-শ্যামল বঙ্গে
ফুটিত না আজি তার অবসাদ অঙ্গে।
দৈন্যের তাড়নায় বুক তার ভাঙ্গা
জাগিত না কোন আশা স্বপনেও রাঙ্গা।
বরফের রোদনে তাই আজি জলসা
বঙ্গের দেহ-প্রাণ করে দিবে ঝলসা।
কে গো ও-রা! নিয়ে এল শান্তির তাহরিক
তাই যেন বঙ্গের চঞ্চল চারিদিক।
হিন্দুর ঘরে ঘরে ভগবৎ কীর্ত্তন
মুস্লেমও যেন কিছু ঈমানে সচেতন!
তাই বুঝি এসে এই মাহদীর সেনাদল–
কল্কির অনুচর ও শান্তির শতদল!
এস ভাই হিন্দু, এস ভাই মুসলমান
তোমাদের মিলনেই ভারতের পরিত্রাণ।
মিলনের মূলনীতি ভারতের ভরসা
ভারতীয় অবতার-বাদের এই জলসা।
একতার, সাম্যের, মিলনের জয়গান
গাহিয়াছে ভারতের অবতার গড়িয়ান।
তাঁরই প্রতিনিধি– খলীফার নির্দেশে
দূতগণ ধেয়ে চলে কত দেশ বিদেশে।
বিলাইতে শান্তির শুধাময় সমাচার–
ভারতের জাতি সব হয়ে থাক একাকার
'ভারতের মুক্তির মহিমার বারতার–
ভারতের গৌরব আহমদ অবতার।
বল জয় জগদীশ, কর প্রাণ ঝলসা
পূরবের বঙ্গে এই মোবারক জলসা।
(পাক্ষিক আহমদী, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৮)।

১৯৩৯ সাল

১৯৩৯ সাল আহমদীয়াতের ইতিহাসের গৌরবের ও সুবর্ণ বছর। ইসলামের পুনরুত্থানে জামা'তে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর গৌরবময় খিলাফতের পঁচিশ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত মহান পুত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কীর্তিমান জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রমের সাল। যাদের জীবনে এ ঐশী নেয়ামতের সময় লাভ হয় তারা সৌভাগ্যবান। তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ১৯৩৯ সালে খিলাফত জুবিলী উৎসব পালনের জন্য কাদিয়ানে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ বর্ণালী উৎসব পালনে মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে হযরত স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) ছিলেন। তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহিত এ কর্মসূচি ১৯৩৭ সালের শেষে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে দেশীয় ও স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগেও জলসা অনুষ্ঠানের তাহরিক করা হয়।

ফলে তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে

আহমদীয়ার উদ্যোগে ২৭-২৯ অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম সালানা জলসা ব্যাপক কর্মসূচি উদযাপিত হয়। তখন বঙ্গীয় আমীর সাহেব মহাসমারোহে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা জামা'তের উদ্যোগেও খিলাফত জুবিলী উৎসব পালনের কর্মসূচি প্রদান করেন। ফলে ১৯৩৯ সালের নির্ধারিত বিভিন্ন তারিখে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া ও বগুড়া প্রভৃতি জেলা আঞ্জুমানের উদ্যোগে জাঁকজমকভাবে জলসার অনুষ্ঠান পালিত হয়। তখন কর্মসূচিতে বিশেষত ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিকট অভিনন্দন পত্র প্রেরণ। সভার এক/দুই দিন পূর্ব থেকে মিছিল করে হামদ, দুরূদ এবং ইসলামের বিজয়ের বাণী প্রচার। সভার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকে যুবকরা বিভিন্ন দলে পরিভ্রমণ করে নব সঞ্জীবিত ইসলামের বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানো, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাদের জীবনী ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বাঙালি আহমদীরা আনন্দঘন পরিবেশে হৃদয়ের উচ্ছাসে উৎফুল্ল হয়ে এসব উৎসব পালন করেন।

তখন আমীর সাহেব কেন্দ্রীয় ভাবে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কে অভিনন্দন প্রদানের জন্য ২৩তম বঙ্গীয় জলসায় একটি অভিনন্দন পত্র উপস্থাপন করেন এবং এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ২৬-২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখ কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত খিলাফত জুবিলী জলসায় অভিনন্দন প্রদান অধিবেশনে আমীর সাহেব সেই অভিনন্দন পত্রটি হুযূর সানী (রা.)সহ জলসায় উপস্থিত সকলের খেদমতে উপস্থাপন করেন। ঐতিহাসিক সেই অভিনন্দন পত্রটি নিম্নে পত্রস্থ করা হয় ঃ–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ালা নুসালি আলা রাসূলিহিল কারীম

বঙ্গদেশবাসী আহমদীগণের পক্ষ হতে আমীরুল-মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (আই.)-এর খেদমতে **ভক্তি উপহার**।

হে খোদা তা'লার মনোনীত খলীফা। আজ বহুদিন পরে ইসলামের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। তাই আজ আমাদের হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল। আপনি সেই পূর্ণচন্দ্র হযরত ইমাম মাহ্দীরই (আ.) স্থলাভিষিক্ত। আজ আপনার নেতৃত্বে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের হৃদয়ের সকল ভীতি দূরীভূত হয়ে তাতে শান্তি বিরাজ করছে। শত্রু এবং মোনাফেকগণ যা-ই বলুক আপনার নেতৃত্বে আমরা আপন আপন হৃদয়ে বিশ্বাস ও বল পুণঃ সঞ্চারিত দেখে ধন্য হয়েছি। ইসলামের বিজয় অভিযানে আপনি যে পথে অগ্রসর হয়েছেন খোদা চাইলে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। এই প্রতিজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ আজ বঙ্গদেশবাসী আহমদীগণের মধ্যে ১২২৫ জনের সমবেত ভক্তি-উপহার আপনার পাক খেদমতে উপস্থাপন করছি। আপনি স্নেহ ও করুণা পরবশ হয়ে এই নগণ্য উপহার গ্রহণ করুন ও আমাদেরকে কৃতার্থ করুন এবং খোদা তা'লার নিকট দোয়া করুন যেন খোদা তা'লার পাক 'ওহী' আহলে বাঙ্গালীওঁকি দিলজয়ী হোগী, অনুযায়ী তিনি এই দুর্বল জামা'তকে 'ঈমান' ও 'নেক আমলের' উচ্চতম আসনে স্থান দান করেন। খোদা তা'লার 'রহমতের' ছায়া সর্বদা আপনার ওপর বিরাজমান থাকুক–আমীন।

আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী, আমীর,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা
(মাসিক আহমদী, ১৯৩৭)

১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় জলসা উদযাপনের পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কনফারেন্সের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন অক্টোবর মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খোদা তা'লার ফজলে অন্যান্য বছর হতে এবারকার 'জলসা' অধিকতর সফলতার সহিত সম্পাদিত হয়েছে–আলহামদুলিল্লাহ্!

মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্তী জেলা হতে আহমদী ভ্রাতাগণ জলসায় যোগদান করেছেন। জলসার কর্মীগণও এবার খোদা তা'লার ফজলে অধিকতর মনোযোগ ও আবেগ সহকারে এবং অধিকতর পরিপাটি ও শৃঙ্খলার সহিত জলসার যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করেছেন। জাযাহুমুল্লাহ আহসানুল-জাজা! ময়মনসিংহ জেলা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবি আবুল হোসেন সাহেব, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

প্রতি দিবসের প্রত্যেক অধিবেশনেই কুরআন শরীফ পাঠের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথম দিবস প্রথম অধিবেশনে কুরআন শরীফ পাঠের পর মাননীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয় এক দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান ও দোয়া করে সভার উদ্বোধন করেন। এই অভিভাষণে তিনি জামা'তকে আদর্শ আহমদীর সারিতে এবং নিজ নিজ কর্ম-জীবন ও চরিত্রে আহমদীয়াতের উচ্চাদর্শ ফুটায়ে তুলতে জামা'তকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নিয়মানুবর্তীতা, আজ্ঞানুবর্তীতা ও সংঘবদ্ধতার ওপর বিশেষ জোর দেন এবং একে জামা'তের কৃতকার্যতার মূল বলে নির্দেশ করেন। অতঃপর তিনি খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) এর খেদমতে পেশ করবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হতে লিখিত একটি অভিভাষণ পাঠ করে শুনান এবং সভাস্থ সকল ভ্রাতৃবৃন্দ সর্বান্তঃকরণে এর অনুমোদন করেন।

অতঃপর তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি Ioyalty (রাজ-ভক্তি) জ্ঞাপন করে এবং বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মতি জানিয়ে বাংলার আহমদীগণের পক্ষ হতে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ভারত গভর্ণমেন্ট Regular Force বেতন ভোগী সৈন্যদল বা টেরিটরিয়েল ফোর্সে আহমদী যুবকগণ যোগদান করবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি মহোদয় তাঁর অভিভাষণে জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে আহমদীয়া জামা'তের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে আহমদী যুবকগণকে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য প্রস্তুত হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে বাঙালি যুবকদেরকে সৈন্যদলে ভর্তি করবার জন্য অনুরোধ করে এক প্রস্তাব পেশ করেন। যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কনফারেন্সে মৌলবি তালেব হোসেন সাহেব, মৌলবি-ফাজেল, মৌলবি আনিসুর রহমান সাহেব বি-এল, মৌলবি মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, মৌলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেব, মৌলবি-ফাজেল, খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, মৌলবি দৌলত আহমদ খাঁন খাদেম সাহেব বি-এল, মৌলবি মীর রফিক আলী সাহেব এম-এ, বি-টি, মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ও মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব বি-এল, বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় সবিস্তারে ইনশাআল্লাহ্ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার বাসনা রইল। কনফারেন্সের তৃতীয় দিবস প্রাতকাল ৮টা হতে ১টা পর্যন্ত মহিলা অধিবেশন হয়। আমাদের মরহুম প্রাদেশিক আমীর–প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের দ্বিতীয় বিধবা পত্নী–সৈয়দা আজিজাতুন্নেসা সাহেবা সভানেতৃত্ব করেন।

(পাক্ষিক আহমদী, ৩১ অক্টোবর, ১৯৩৯)।

(চলবে)

সংবাদ

তেজগাঁও-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে গত ০৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ আল মসজিদ বায়তুল ইসলামে সীরাতুন নবী (সা.) উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এম,এ, করীম। এরপর নযম পেশ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার। বক্তৃতাপর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব মকসুদ উল হক, মৌলবী মাহমুদ আহমদ সুমন, জনাব বুরহানুল হক এবং আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম।

শেষে সভাপতি সাহেব তার সমাপ্তি বক্তৃতায় সকলকে মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার আহ্বান জানান। নিরব দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ৪জন জেরে তবলীগসহ ৭১জন আহমদী সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মকসুদ উল হক

হবিগঞ্জে মহানবী (সা.)-এর সীরাতের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৯/২০১৫ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে বাদ আসর হতে রাত ১১টা পর্যন্ত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সীরাতের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। পূর্বের নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জামালপুর সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন পাক হতে তেলাওয়াত করেন জনাব শফিক আহমদ চৌধুরী, নযম পড়ে শোনান জনাব খালেক আহমদ চৌধুরী। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সম্পর্কে আলোকপাত করেন জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী এবং ডাঃ রফিক আহমদ চৌধুরী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব সাব্বির আহমদ চৌধুরী। বাংলা নযম পড়ে শোনান জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী। মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী কল্যাণের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন মওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ মোজফফর আহমদ। সবশেষে জোনাল ইনচার্জ মৌ. মোহাম্মদ আমীর হোসেন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মানব প্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতার ওপরে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেন, আজকের এই মহতী প্রোগ্রামে আলোচিত নবী করীম (সা.) এর সিরাতগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা, তবেই আমরা সফল হবো। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৫৫ জন আহমদীসহ ১০ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

খুলনায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা ও মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনার যৌথ উদ্যোগে গত ২১-০৮-২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক-এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী। নযম পেশ করেন জনাব আওয়াল আহমদ রাজু। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা মোহাম্মদ খুরশিদ আলম। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মোকাম ও মর্যাদার ওপর আলোকপাত করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। তিনি জামা'তের সদস্যদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ পূর্বক নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ৪ জন মেহমানসহ ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন, এ শাহীন আহমদ

নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ২১/০৮/২০১৫ তারিখে স্থানীয় জামে মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সিকদার সানী আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন তৌফিক আহমদ। বক্তৃতাপর্বে 'প্রতিবেশীদের সাথে এবং মেহমানদারীর বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব শামীম আহমদ। 'হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রেমে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) ও চিঠির মাধ্যমে নবীজির তবলীগ' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ডাঃ মুজাফফর উদ্দিন আহমদ। 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দোয়াসমূহ' এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ফজল মাহমুদ। 'খাতামান নবীঈন সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর বিশ্বাস এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মৌলবী দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন। 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অবদান' এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা নাবিদুর রহমান। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ফখরুল ইসলাম। শেষে সভাপতি মোহতরম মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর আলোচনা হয়। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় ২ জন মেহমানসহ মোট ১২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ মুজাফফর উদ্দিন আহমদ

সরিষাবাড়ীতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ আগষ্ট ২০১৫ মঙ্গলবার সরিষাবাড়ীতে মরহুম তফাজ্জল হোসেন মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে দিনব্যাপী প্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা ২০১৫ অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লাজনার প্রেসিডেন্ট হাসিনা গনি এবং নাবিলা আসাদ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন কামরুন্নাহার এবং নযম পাঠ করেন সফিয়া খাতুন। তারপর ইজতেমার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৭ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

হাসিনা গনি

জামালপুর হবিগঞ্জে তরবিয়তী আলোচনা অনুষ্ঠান

গত ২৮-০৯-২০১৫ বাদ ফজর জামালপুর জামা'তে তরবিয়তী আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। এতে জোনাল ইনচার্জ মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন হুযূর (আই.)-এর ৩০ আগষ্ট এর খুতবার আলোকে আলোচনা করেন। একইদিন বাদ আসর বড়চর জামা'তের নামায সেন্টারে বিশেষ তরবিয়তী মিটিং করা হয়। এতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুজ্জামান সাহেব সভাপতি ছিলেন। তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল আলীম সানী, নাম পাঠ করেন আজিজুর রহমান চৌধুরী। এরপর প্রথমে মওলানা সৈয়দ মোজাফফর আহমদ ও পরে মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন বিভিন্ন বিষয়ে তরবিয়তী আলোচনা করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে তরবিয়তী আলোচনা শেষ হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

গাজীপুরে 'জলসা সালানা ইউকে ২০১৫' প্রচার

গত ২১/০৮/২০১৫ তারিখ হতে ২৩/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন স্থানীয় জামা'তে 'জলসা সালানা ইউকে ২০১৫' এর অনুষ্ঠানমালা প্রদর্শিত হয়েছে-আলহামদুলিল্লাহ্। এতে ৬ জন নও মোবাঈন এবং ৪ জন জেরে তবলীগসহ মোট ৪৫ জন সদস্য-সদস্যা উপিস্থিত ছিলেন।

দোয়ার আবেদন

আমার একমাত্র ছোটভাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য আবরার মাসুদ সিরাজী এবছরকার এম.বি.বি.এস (২০১৫-২০১৬) ভর্তি পরীক্ষায় প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে সে সারা দেশের প্রায় ৮৮,০০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে দিনাজপুর সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে জনাব খালিদ আহমদ সিরাজী সাহেবের ছেলে, এছাড়া মরহুম মাসুদুল হক সাহেবের ছেলের ঘরের নাতি এবং দিনাজপুর জামা'তের সদস্য মরহুম মোহাম্মদ সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি। সে যেন সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, খোদাভীরু হয়ে দেশ-জামা'তের খেদমত করতে পারে, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ফারিহা ফাইরুজ সিরাজী
আপন নিবাস, এশিয়ান হাইওয়ে, চট্টগ্রাম।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কুমিল্লার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কুমিল্লার উদ্যোগে গত ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ১৪তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা কুমিল্লা জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লার দূর-দূরান্ত পথ পাড়ি দিয়ে খোদ্দাম ও আতফালগণ কুমিল্লার মসজিদে সমবেত হয়। ১৪ তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে নয়ন আহমদ কুরআন তেলাওয়াত ও মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম নযম পাঠ করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় মুরব্বি মওলানা মোহাম্মদ তারেক আহমদ, স্থানীয় কায়েদ ও সদর সাহেবের প্রতিনিধি উপস্থিত খোদ্দামও আতফালগকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বক্তব্য রাখেন।

ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা নেয়া হয়। দোয়া ও পুরস্কার বিতরনের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। এতে ২৫জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ নেন।

মোহাম্মদ নাছিফ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ও ১৫ আগষ্ট ২০১৫ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রওশন জাহান, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। সভানেত্রী ছিলেন উজমা চৌধুরী, ভাই প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এবং উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। ইজতেমায় বিভিন্ন বক্তাগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আহমদীয়াতের যুগ খলীফাগণের নসিহতমালা তুলে ধরেন। ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমাপ্তি অধিবেশন দোয়া ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হয়।

শাহজাদী রোকেয়া

গাজীপুর জামা'তে মাসিক তরবিয়তী সভা

গত ১৭/০৭/২০১৫ এবং ২১/০৮/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তে 'মাসিক তরবিয়তী সভা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'ঈদের নামায' এবং 'আমরা কেন চাঁদা দেই' সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভাদ্বয় পরিচালনা করেন মৌলবী লুৎফর রহমান ও সেক্রেটারী তরবিয়ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাজীপুর। উক্ত সভায় ৪৩ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ জায়েদুল কাদের

ফতুল্লা জামা'তে বিশেষ তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৯/২০১৫ বৃহস্পতিবার বাদ ইশা ফতুল্লা জামা'তে এক বিশেষ তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন জনাব মৌলবী এনামুল হক রনি। উক্ত ক্লাস জনাব ফজল আহমদ এর কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয় পরে নযম পাঠ, হাদীস পাঠ ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক ইসলামী নীতিদর্শন থেকে পাঠ করা হয়। পরবর্তী ধাপে কুরআন মুখস্ত ও শুদ্ধ উচ্চারণ পড়া নেওয়া হয় এবং প্রত্যহ নামায ও কুরআন পাঠ বিষয়ে তর্থ নেয়া নেয়া হয়। শেষ পর্যায়ে তরবিয়তমূলক বক্তব্য বিশেষ করে কুরআন পাঠ, নযম, এমটিএ-তে জুমুআর খুতবা শোনা, আদব-কায়েদা, ফেস বুকের কুফল এসব বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলবী এনামুল হক রনি। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস শেষ হয়। এতে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক রনি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামা'ত ও মজলিসের কর্মকাণ্ডের সংবাদ পাঠাতে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায় :
masumon83@yahoo.com, pakkhik_ahmadi@yahoo.com

দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব ***মোহাম্মদ আবদুস সালাম***, পিতা: ডা: এম,এ, রশীদ। তিনি বেশ কয়েক দিন যাবৎ গুরুতর অসুস্থ্যতায় শয্যাশায়ী অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর পূর্ণ আরোগ্য ও দীর্ঘায়ূর জন্য জামা'তের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ৯ অক্টোবর, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর আনোয়ার (আই.) হল্যান্ডের বাইতুন নূর মসজিদে প্রদত্ত খুতবায় বলেন, এখানে যেসব আহমদী বসবাস করেন তাদের অধিকাংশই জন্মগত আহমদী অথবা শৈশবেই তাদের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে। আর আহমদী হওয়ার সুবাদেই আপনারা এখানে আসতে পেরেছেন এবং আপনাদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, আপনারা উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এজন্য আপনাদের জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জামা'তের এই অনুগ্রহ স্মরণ করে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা আবশ্যক। নেযামে জামা'তের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক।

তিনি বলেন, বয়আতের সময় আমরা যেসব শর্ত পালনের অঙ্গীকার করি সেগুলোর প্রতি যত্নবান থাকা উচিত। আজ হুযূর বয়আতের দশম শর্তটির প্রতি জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালনের প্রতিজ্ঞায় এই অধমের অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ট হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

হুযূর বলেন, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা রেখেছেন তা জানা আবশ্যক। ধর্মের গুরুত্ব বুঝলে মানুষ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে তা পালনে সচেষ্ট হয়। যতদিন আমাদের মাঝে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার চেতনা সৃষ্টি না হবে ততদিন শুধুমাত্র মুখের কথায় কোন লাভ হবে না। খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুগ ইমামের সাথে যে সম্পর্ক গড়েছেন তা যথাযথভাবে রক্ষা করা এবং বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর আনুগত্য আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর যে খিলাফতের ধারা সূচিত হয়েছে এর সাথেও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা এবং খলীফার সকল আদেশ বিনাবাক্যে মান্য করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "শুধু বুলিসর্বস্ব জীবন-যাপন করলে হবে না। বয়আতের শর্তাবলী পালন আবশ্যক আর এজন্য চাই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। পুঁথিগত জ্ঞান বা বিশ্বাসের কারণে কেউ সত্যিকার মুক্তি পেতে পারে না। নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করো, নামাযে অনেক বেশি দোয়া করো আর সাধ্যমতো দান-সদকা-খয়রাতের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের স্বীয় পথের দিশা দিবেন। তোমরা দু'টো কথা স্মরণে রাখবে, প্রথমতঃ সত্যিকার মুসলমানের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তে পরিণত হও। আর দ্বিতিয়তঃ ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রচার করো। তোমাদের মাঝে যেন খোদাভীতি ও খোদাপ্রেম বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকে আত্মবিশ্লেষণ করলে জানতে পারবে, সে কি পার্থিবতা নিয়ে বেশি চিন্তিত না-কি ধর্ম নিয়ে। এই চেতনা শুধু নিজের ভেতর সৃষ্টি করলেই হবে না বরং তোমাদের সন্তান-সন্ততির মাঝেও এই চেতনা সৃষ্টি করা উচিত। এছাড়া রাগ বা ক্রোধ সংবরণ করাও মুত্তাকীর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

হুযূর বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপরোক্ত নির্দেশাবলীর প্রতি গভীর অবিনিবেশ ও অনুশীলন প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। তিনি আমাদেরকে পিতার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন আর আমাদের বিষয়ে মমতাময়ী মায়ের চেয়েও বেশি উৎকণ্ঠিত। তাই তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নিজেদের ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত করা আবশ্যক।

বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণ এবং যুগ খলীফার হিতোপদেশ মান্য করা প্রয়োজন। আজ অধুনা প্রযুক্তির সাহায্যে এসব নির্দেশ আমাদের জন্য সহজলভ্য। এমটিএ আমাদেরকে একহাতে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমাদের উচিত পরিবার-পরিজন নিয়ে নিয়মিত জুমুআর খুতবা শোনা এবং খলীফার নির্দেশ মেনে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধর থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এমটিএর মাধ্যমে আমাদের তরবীয়ত এবং ইসলাম প্রচারের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেক আহমদীর একে কাজে লাগানো উচিত। আল্লাহ্ সবাইকে এর তৌফিক দিন।

বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণ এবং যুগ খলীফার হিতোপদেশ মান্য করা প্রয়োজন। আজ অধুনা প্রযুক্তির সাহায্যে এসব নির্দেশ আমাদের জন্য সহজলভ্য। এমটিএ আমাদেরকে একহাতে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমাদের উচিত পরিবার-পরিজন নিয়ে নিয়মিত জুমুআর খুতবা শোনা এবং খলীফার নির্দেশ মেনে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধর থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

জার্মানির Wetzler শহরে আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে আয়োজিত সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জার্মানির মধ্যভাগে অবস্থিত হেসেন প্রদেশে দু'টি ছোট্ট নদী উরষষ এবং Lahn এর সংযোগ স্থলে গড়ে ওঠা শহরটি Wetzler নামে সুপরিচিত। আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ হতে এখানে ধর্মীয় নেতাদের সম্মান প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ইহুদী ধর্মের স্থানীয় নেতা Mr. Dow Aviv, স্থানীয় প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রাদ্রি Mr. Heiko Ehrhardt এবং তার ধর্মানুসারীরাও যোগদান করেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আহমদীয়া জামা'তের প্রতিনিধি হিসেবে মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোহতরম সফীর আহমদ নাসের, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সব নবীর সম্মান প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমরা সব নবীর নামের শেষে আলাইহিস সালাম বলে থাকি আর আমাদের দৃষ্টিতে সব নবীকে সমানভাবে সম্মান করা আবশ্যক।

ইহুদী নেতা Mr. Dow Aviv বলেন, ধর্মীয় শিক্ষার সৌন্দর্য সন্ধানের পরিবর্তে সর্বদা এর মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান করতে দেখে আমি খুবই অবাক হই। খিস্টান প্রাদ্রী Mr. Heiko Ehrhardt বলেন, ধর্মীয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনটি বড় বড় ধর্মের প্রতিনিধির এক প্লাটফর্মে সমবেত হওয়ার বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়, আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক সংলাপ হওয়াও আবশ্যক।

এমটিএর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে শহরের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের একজন প্রতিনিধি বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর শুধুমাত্র জার্মানিতেই নয় বরং বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মের মাঝে এরূপ সংলাপ হওয়া জরুরী। আরেকজন অতিথি বলেন, আমার জন্য এই অনুষ্ঠানটি খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল আর ধর্মীয় নেতাদের একসঙ্গে বসে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "ধর্মীয় স্বাধিনতা এবং সৌহার্দ্য" খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত বিষয়।

আফ্রিকার দেশ বেনিনের বোহিকোন শহরে নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বেনিন– বোহিকোন নামক বেনিনের ৬ষ্ঠতম বড় শহরে খুব সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। বোহিকোন শহরটি বেনিন এর ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক শহর উবোমো সংলগ্ন, যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদ রয়েছে বারলব-এ আন্তর্জাতিক মহাসড়কের ওপর অবস্থিত যা বুর্কিনাফাঁসো ও নাইজারে যায়। খুব সুন্দর এই মসজিদের ১৭মিটার উঁচু মনোমুগ্ধকর এ মিনারটি পথযাত্রীদের দৃষ্টি সহজেই কাঁড়তে সক্ষম হয়।

গত ১৬জুন এই মসজিদটির উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বেনিনের সংসদে মুসলমান সাংসদ গ্রুপের সাবেক প্রধান এবং দেশের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব আর মুসলমানদের প্রিয়পাত্র জনাব মালে হোসো ইয়াকূবু বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, যারা আহমদীয়া জামা'তকে মুসলমান মনে করে না তারা ভুল করছে। আহমদীয়া জামা'ত মুসলমানদেরই একটি দল, যারা ইসলামের উন্নতির জন্য অহোরাত্র কাজ করে যাচ্ছে আর সঠিক ইসলামী শিক্ষামালা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে। জামা'তের কেন্দ্র থেকে আগত কাবাবির জামা'তের আমীর মোকাররম মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ্ সাহেব তাঁর বক্তব্যে মসজিদ নির্মাণের পিছনে জামা'তের মূল উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা কি তা বর্ণনা করেন। তিনি আহমদীয়া জামা'তের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেন আর দোয়ার মাধ্যমে মসজিদ উদ্বোধনের ঘোষণা দেন।

এই মসজিদ সংলগ্ন জামা'তের নতুন মিশন হাউস, মুবাল্লিগ অফিস এবং লাইব্রেরীরও এ সময় উদ্বোধন করা হয়।

বেনিনের আমীর মোকাররম রানা ফারুক আহমদ সাহেব তার বক্তব্যে সকল অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ অনুষ্ঠানে এলাকার ইমামবৃন্দ, চীফ সাহেবান ও উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগর্ব উপস্থিত ছিলেন। বেনিনের জাতীয় টেলিভিশন এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আর টিভির নিজস্ব ওয়েবসাইটেও এর সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হয়। এছাড়া দেশের প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকাও ফলাও করে মসজিদ উদ্বোধনের সংবাদ প্রকাশ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৬৮জন উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

বাইতুল ফুতুহ্ কমপ্লেক্সে অগ্নিকান্ডের ঘটনার রিপোর্ট

গত শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে লন্ডন সময় বেলা প্রায় ১২টায় মরডেনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদেও এক অংশে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। আগুন খুব দ্রুত বায়তুল ফুতুহ কমপ্লেক্সের সংলগ্ন প্রশাসনিক ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।

লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং পরবর্তী কয়েক ঘন্টা ধরে আগুন নেভানোর সর্বাত্মক কৌশল অবলম্বন করে তা নিয়ন্ত্রণে আনে।

আল্লাহর ফযলে, দুর্ঘটনাস্থল থেকে সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। কেবল এক ব্যক্তিকে নিঃশ্বাসের সাথে ধোঁয়া গ্রহণের জন্য চিকিৎসা দেওয়া হয়। যদিও প্রশাসনিক ভবনের বহু অংশের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে; আল্লাহর রহমতে, মূল মসজিদের কোনই ক্ষতি হয়নি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইমার্জেন্সি বিভাগের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ করে লন্ডন ফায়ার ব্রিগেডের নিবেদিত প্রাণ ও সাহসী পদক্ষেপের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সমস্ত রাজনীতিবিদ, স্থানীয় সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে বিপুল হারে সহযোগিতা, দয়া ও সহমর্মিতা পেয়েছে এবং সমস্ত শুভাকাঙ্খীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এই অগ্নি দুর্ঘটনার ফলে যদিও সবাই অনুশোচনা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত তবুও জামা'তের সমস্ত সদস্য এই বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে যে কেউ মারাত্মকভাবে আহত হয়নি এবং মূল মসজিদটি সুরক্ষিত রয়েছে।

পরবর্তী দিন থেকে মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় হয় এবং জুমূআর নামাযও যথারীতি আদায় করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার রয়েল এডিলেড শো ২০১৫-এ আহমদীয়া জামা'তের স্টল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাউথ অস্ট্রেলিয়া এই বছরের রয়েল এডিলেড শোতে একটি বইয়ের স্টল খোলার সুযোগ লাভ করে। রয়েল এডিলেড সোসাইটি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কৃষি ও সবজি উৎপাদনের ১৭৫ বছর উদযাপন করা হয় এবং এর ২৩৯তম বর্ণাঢ্য শো প্রদর্শিত হয়, যা বিশ্ব রেকর্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই শো'তে খামারের গবাদি পশু, বিজ্ঞান মেলা, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বয়স্কদের খাদ্যসামগ্রী এবং বিভিন্ন ধরনের স্টল ছিলো দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এতে মোট উপস্থিতি ছিল প্রায় ৫,৭০,০০০ মানুষ, এটি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব বলে আখ্যা লাভ করে। এই আয়োজনটি অন্যান্য অঙ্গরাজ্য এবং বিদেশী পর্যটকদেরও সমানভাবে আকৃষ্ট করে। জামা'তের স্টলটি ৫ হতে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত খোলা ছিলো। জামা'তে আহমদীয়া ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে বইয়ের স্টল এবং কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করে ঠিকই কিন্তু এই ধরনের একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে স্টল দেয়ার সুযোগ সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামা'তের জন্য এক অনন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রেসিডেন্ট, জনাব আবদুল কাদির খান বলেন, আলহামদুল্লিাহ্, স্বদেশের বহু মানুষের কাছে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার বার্তা পৌঁছে দেয়ার এটি একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিল। মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রকৃত শান্তির-বার্তা দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার সামর্থ দিন। জামা'তের বিভিন্ন মূল্যবান বই-পুস্তক দিয়ে স্টলটি সাজানো হয়েছিলো। বিভিন্ন ভাষার অনুদিত পবিত্র কুরআনও প্রদর্শিত হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদের প্রতি দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এতগুলো ভাষায় অনুদিত কুরআন প্রদর্শনী দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

এছাড়া জামা'তের পরিচিতিমূলক প্রামান্যচিত্র এবং অনবদ্য উপস্থাপনা স্টলের প্রতি দর্শনার্থীদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে।

সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগ, জনাব খালিদ রশিদ বলেন, মাশাআল্লাহ, স্টলটি সফলতা পেয়েছে, অনেক বই, বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআন এবং এম.টি.এ এর অনুষ্ঠানাদি প্রদর্শন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মিশনারী জনাব ইমতিয়াজ আহমদ নাভিদ, নিয়মিত স্টলে ছিলেন। তিনি জামা'তের পরিচিতি এবং দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ভিডিও ক্লিপ। তিনি বলেন, আমি গত ১০ দিন এখানে অবস্থান করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক বই-পুস্তক শত শত মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরেছি।

যেমন, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন চরিত, ধর্মের নামে রক্তপাত এবং ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ইত্যাদি বইগুলো দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। এছাড়া আরো কিছু বই অনেকেই আগ্রহভরে ক্রয় করেন। এছাড়া বিনামূল্যে যেসব বই-পুস্তক বিতরণ করা হয় তাহলো, ইসলামে শান্তি, ইসলামে নারী, জিহাদ, পবিত্র নবীগণের সত্যিকার ভালবাসা এবং শান্তির শিক্ষা।

এই ইভেন্টে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার বার্তা হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। দর্শনার্থীরা ইভেন্টে অত্যন্ত উৎসাহ দেখান এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ রূপ ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা দেখে বিস্মিত হন যা অনেক আস্ট্রেলিয়ানের কাছেই ছিল অজানা। অনেক অস্ট্রেলিয়ান মুসলমান যারা হতাশ তারা তাদের নিজস্ব মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সাউথ অস্ট্রেলিয়ার আহমদীয়া মসজিদের ঠিকানা নেন।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

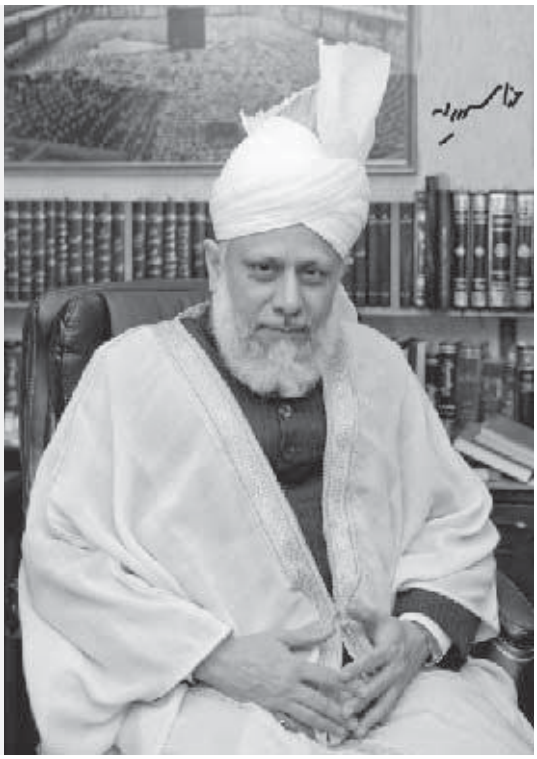

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 7th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th October, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন । (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ মাস। (৪) বহুমুত্র (Diabetes) ১ মাস। (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) ৩ মাস। (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com